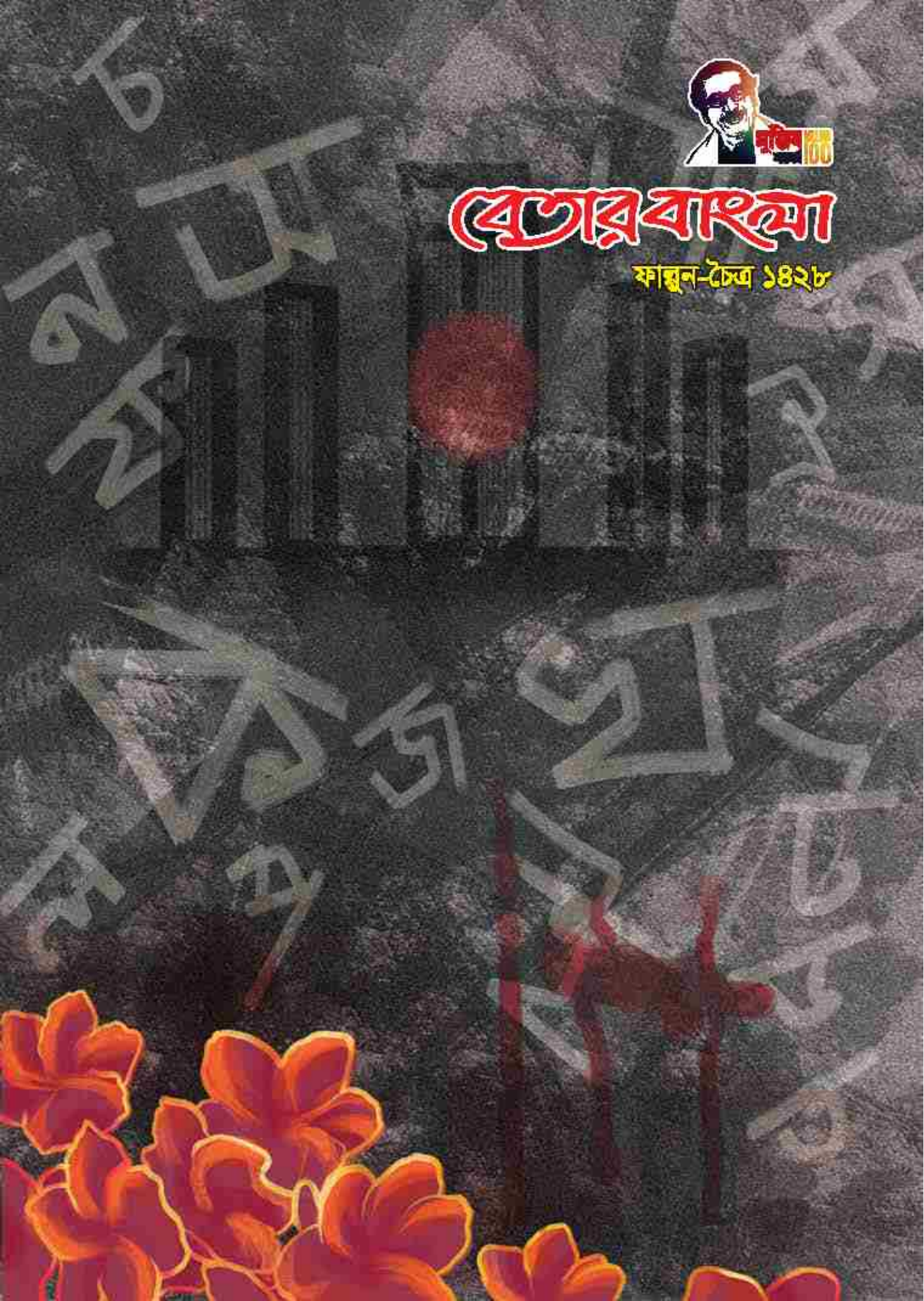

বেতারবাংলা

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮

১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর সাথে বঙ্গভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ সাক্ষাৎ করেন

৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীকে শপথ বাক্য পাঠ করান

১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ-এর সাথে বঙ্গভবনে দায়বার মূলে নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮ ● ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ - ১৩ এপ্রিল ২০২২

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারুফ ইলাহি

প্রচ্ছদ
জামান পুলক

আলোকচিত্র
পিআইডি, বেতার প্রকাশনা দপ্তর এবং
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মোঃ হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১০০৩৬ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১০০৫০ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ক্যাশ)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

মাল্টিমিডিয়া
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সম্পাদকীয়

মা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা প্রতিটি মানুষেরই পরম শ্রদ্ধার বস্তু। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এদেশের সাদা ছেলেদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তদানের বিরল ইতিহাস গড়েছিল বাংলা মায়ের সন্তানরা। একুশের এই চেতনার শোপান বেয়েই আমরা আমাদের অধিকার আদায়ে হয়েছিলাম আরো বেশি সচেতন। একুশের স্যাদের ধারাবাহিকতায়ই বাঙালি '৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান আর সবশেষে ১৯৭১ এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পেয়েছিল স্বাধীন স্বদেশের ঠিকানা। অশেষ শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি বাংলা মায়ের সেইসব অকুতোভয় সৈনিক আর শহিদদের।

৭ই মার্চ বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবের দিন। হাজার বছরের শোষণ আর বঞ্চনাপীড়িত এক জাতির ঘুরে দাঁড়ানোর দিন ৭ই মার্চ। রমনার রেসকোর্স ময়দানে সেদিন একটি উদ্বেলিত তরুণীর ডাকে সাড়া দিয়েছিল একটি জনসমুদ্র। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল একটিই আহ্বান, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নায়কের কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-আর সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ই মার্চ। টুঙ্গিপাড়ার এক নিভৃত পল্লীগৃহে এইদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্থপতির। একটি অবহেলিত, বঞ্চিত শ্রেণীপীড়িত জাতির মুক্তির দিশারী মহামানবের আগমনে এই দিন ধন্য হয়েছিল বাংলার মাটি। কালক্রমে টুঙ্গিপাড়ার সেই খোকা হয়ে উঠেছিলেন আমাদের স্বপ্নের বাতিঘর, আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার কাণ্ডারী। জন্মদিনের এই পবিত্র লগ্নক্ষণে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতাকে।

১৩ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস। 'সবাই মিলে বেতার শুনি, বেতারেই আস্থা রাখি (Radio and Trust)' এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে সারাবিশ্বে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিশ্ব বেতার দিবস। সংকটে, সংগ্রামে কিংবা দুর্যোগে বেতার সবার পাশে সকলময়। বিশ্বে চলমান কোভিড পরিস্থিতিতে সারাবিশ্বের কাছে নতুন করে সামনে এসেছে বেতারের গুরুত্ব, বেতারের অগ্রণী ভূমিকা। বিশ্ব বেতার দিবসের প্রাক্কালে বেতার বাংলা'র সকল পাঠক, শ্রোতা ও গুণানুধ্যায়ীদের জানাই শিরদয় শুভেচ্ছা।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৩

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান
ড. সুলতান মাহমুদ ৪

ভাষা আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা
ড. মোহাম্মদ হাননান ৮

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ : বেতারকর্মীদের ভূমিকা
আশফাকুর রহমান খান ১৬

বঙ্গবন্ধুর শিশু আইনের ধারাবাহিকতা ও জাতীয় শিশুদিবস
রফিকুর রশীদ ২০

২৫ মার্চ কালরাত
ইসমত আরা পলি ২২

গল্প

আদর্শলিপি
মনি হায়দার ১৩

স্মরণ

সকলের প্রিয় সালকিন
ডা: মোহ: সালেহউদ্দিন ৮৫

বিশ্ব বেতার দিবস পর্ব

বেতার সংবাদ ১০২

বেতার আলোময় ১০৭

১০৯

২৬

কবিতা

জ্যোতির্ময় পুরুষ
সুফল বিশ্বাস ৭

কপালের আকাশে
প্রত্যয় জসীম ১৬

পিতার কণ্ঠস্বর : বাঙালির প্রাণ-স্পন্দন
আনওয়ার হুসাইন ১৬

ভাষা-ভালবাসা
ফজলুল হক সিদ্দিকী ১৬

জলের স্বভাব
রফিকুল সাদিম ১৬

একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি
সোহরাব পাশা ২৫

স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত
বন্দনা সরকার ২৫

একুশে ফেব্রুয়ারি
মনিরা খানম ২৫

তরুপল্লব

কথায় ফেরিওলা
খায়রুল আলম রাজু ৪০

মেঘ উড়ে যায় মেঘপুরে
শাকিব হুসাইন ৪২

মা আমার মা
ইসরাত জাহান মৃত্তিকা ৪২

বসন্ত এসে গেছে
রফিকুল ইসলাম ৪২

নতুন বই
মেহেরুন ইসলাম ৪৩

ডাক দিয়ে যায় প্রভাতফেরি
গিয়াস উদ্দিন রূপম ৪৪

চাঁদ ও খোকা
শাহিন স্বপন ৪৪

স্বপ্নের জয়
আশতারুল ইসলাম ৪৫

বেতার পর্ব

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৪৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৬০

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৭২

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৮৭

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ৮৮

বাংলাদেশ বেতারের এফ এম ট্রান্সমিটারসমূহ ৯১

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ৯৪

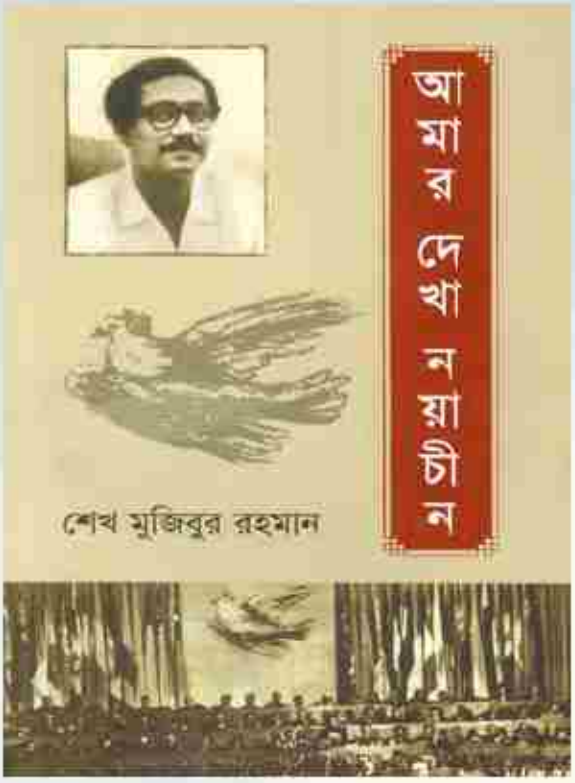

নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে তারা প্রথম কাজ শুরু করলেন, 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে। বড় বড় জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে গরিব জমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টন করে দিলো। সত্যিকারের কৃষক জমির মালিক হলো। যে সমস্ত অনাবাদি খাস জমি পড়ে ছিল, তাও ভাগ করে দিলো কৃষকদের মধ্যে। হাজার হাজার বেকার কৃষকজমি পেলো। যখন তারা বুঝতে পারলো জমির মালিক তারা, তাদের পরিশ্রমের ফল জমিদারেরা আর ফাঁকি দিয়া নিতে পারবে না, তখন তারা পুরা উদ্যমে চাষাবাদ শুরু করলো। তবে একথা সত্য যে, নতুন চীন সরকার সকলকে সমান করে দেয় নাই, যা আমরা কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে জানি। এখনও অনেক বড় চাষি জমির মালিক আছে, তারা লোক রেখে চাষাবাদ করে। তবে প্রয়োজনের অধিক যে জমি ছিল তা বাজেয়াপ্ত করে গরিব চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

নয়াচীনে একখণ্ড জমি দেখলাম না, যা অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। রেললাইনের পাশে যে পতিত জমি পড়ে থাকে সেগুলিতেও ফসল করা হয়েছে। যদি কোনো জমি ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে থাকে তাহলে সরকার কঠোর শাস্তি দেয়। জমি যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তা পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বামী জমি যাহা পাবে, স্ত্রীও সমপরিমাণ জমি পাবে এবং দুজনকেই পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, দুজনই জমির মালিক। স্বামী কাজ করবে আর স্ত্রী বসে খাবে এ প্রথা চীনের থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি ট্রেন থেকে পুরুষ ও মেয়েলোক অনেককেই হাল-চাষ করতে দেখেছি। মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। জমির ট্যাক্স হিসাবে চাষিরা সরকারকে টাকা দিতেও পারে এবং ফসলের এক অংশও দিতে পারে। ট্যাক্স যে খুব কম তা নয়। আমার মনে হলো একটু বেশি।

কৃষক যে জিনিস উৎপাদন করে তার দাম আমাদের দেশের মতো কম হতে পারে না। আমাদের দেশে যখন ধান পাট চাষির ঘরে থাকে, তখন দাম অল্প হয়। যখন মহাজনদের ঘরে থাকে তখন দাম বাড়তে থাকে। চাষি উৎপাদন খরচও পায় না। আর অন্যান্য জিনিস যা কৃষকের কিনতে হয়, যেমন নুন, তেল, কাপড়, এগুলির দাম এত বেশি থাকে আমাদের দেশে, যে কৃষক যা উৎপাদন করে তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। কিন্তু নয়াচীনে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছে, কৃষক যা বিক্রি করে তার দাম দিয়ে ভালোভাবে অল্প দামে তেল, নুন, কাপড় কিনতে পারে। এতে তাদের জমির ফসলের দাম দিয়েই সংসার চালানো সহজ হয়েছে। গরিবদের পাঁচ টাকায় এক মন পাট বিক্রি করে ৪ টাকায় এক সের ভাল তেল কিনতে হয় যা তাদের দেশে। প্রত্যেক এলাকাতে সরকারি দোকান আছে সেখানে সস্তায় সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। কোন দোকানদার ইচ্ছা করলেই বেশি দাম নিতে পারে না। কারণ যদি লোকে জানতে পারে যে কোনো দোকানদার বেশি দাম নিচ্ছে তখন তারা সরকারি কর্মচারীদের খবর দিয়ে নিজেরাই ধরাইয়া দেয় এবং মিটিং করে ঠিক করে ঐ দোকানদারের দোকানে কেউই জিনিসপত্র কিনতে পাবে না। এতে চাষিদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। দেশের ভিতর পণ্যদ্রব্যের এসেছে বলে এটা সম্ভবপর হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান

ড. সুলতান মাহমুদ

ভাষা আন্দোলনের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে একক প্রতিবাদী বাঙালিদের সক্রিয় করতে একটি নাম বিশেষভাবে সামনে আসে। তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একটি অপরটির সঙ্গে এমনি অনাদিভাবে জড়িত যে, একটিকে ছেড়ে অন্যটি চিন্তা করা যায় না। একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে জড়িত। তাই এসব বিষয়ে কিছু বলতে গেলে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গে আসতেই হয় আমাদের।

বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন করেছিলেন, ভাষার চেতনাকে বুকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিল মাতৃভাষার মর্যাদা ও শ্রীবৃদ্ধি বিধানের সংকল্প। বাঙালিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ চেতনা ছিল সর্বদা সক্রিয়। এ ব্যাপারে তিনি আমৃত্যু ছিলেন আপোসহীন, কঠোর। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র শেখ মুজিব শুরু থেকেই এতে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করতে তাঁর প্রচেষ্টায় গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এ পরিষদের ডাকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় ১১ মার্চ হরতালে নেতৃত্ব দেওয়ার সভায় তিনি প্রেফতার হন। ৪ দিন পর মুক্তি পেয়ে পুলিশ-হামলার প্রতিবাদে ১৭ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করেন। এ মাসেই জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রেসকোর্সের ময়দানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দিলে তিনিসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্র না না ধ্বনিতে এর প্রতিবাদ জানান। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, যেকোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনো কালে সহ্য করে নাই। এরপর ১৯৪৮-৫২ পর্যন্ত কয়েক দফা তাঁকে কারাগারে থাকতে হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব বন্দি থাকায় শারীরিকভাবে আন্দোলনে যোগদান না করলেও আন্দোলনকে বেগবান করতে বাইরের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখেন। রাজবন্দি মুক্তি ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে পালনের জন্য তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের

প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি এ দাবিতে শুরু করেন জেলে অনশন। জেলখানা থেকে তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে পুলিশের গুলিবর্ষণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাঁকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুরের কারাগারে সরিয়ে নেয়া হয়।

কেবল উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করতে চায় মুসলিম লীগ। বঙ্গবন্ধু এতে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার বিরাট ষড়যন্ত্র মনে করেন। এ নিয়ে বঙ্গবন্ধু 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, 'আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশ এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশ যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করল।

১৯৫১ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা দেন, 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। বঙ্গবন্ধু তখন জেলের হাসপাতালে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ১৯৬ পৃষ্ঠায় এ নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুব আরও কয়েকজন ছাত্রনেতাকে খবর দিতে। সরাসরি বাইরে আইবিরা পাহারা দিত। রাতে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পিছনের বারান্দায় ওরা পাঁচ-সাতজন এসেছে। আমি অনেক রাতে একা হাঁটাচলা করতাম। রাতে কেউ আসেনা বলে কেউ কিছু বলত না। পুলিশেরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। গোয়েন্দা কর্মচারী একপাশে বসে ঝিমায়। বারান্দায় বসে আলাপ হল এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী নেতাদেরও খবর দিয়েছি। ছাত্রলীগই তখন ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। ছাত্রলীগ নেতারা রাজি হল। অলি আহাদ ও তোয়াহা বলল, মুসলীগও রাজি হবে।'

বঙ্গবন্ধু আরো লিখেন, 'খবর পেয়েছি আমাকে শীঘ্রই আবার জেলে পাঠিয়ে দিবে, কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি। তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এসো। আরো দু'একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আসতে বললাম। পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আমি আরও বললাম, 'আমিও আমার মুক্তি দাবি করে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করবো। আমার ছাব্বিশ মাস জেল হয়ে গেছে।'

সংগ্রাম পরিষদ গঠন হলে শেখ মুজিবসহ নেতা-কর্মীরা কাজে নেমে পড়লেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, বগোরা হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ঐ তারিখের তিনদিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম। দৌলতপুরে মুসলিম লীগ সমর্থক ছাত্ররা আমার সভায় গোলমাল করার চেষ্টা করলে খুব মারপিট হয়। কয়েকজন জখমও হয়। এরা সভা ভাঙতে পারে নাই, আমি শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা করলাম।'

জাতীয় মিছিলে গুলিতে শহিদ হওয়া নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই। মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।'

অনশনের কারণে বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিতে সরকার বাধ্য হয়। অসুস্থ বঙ্গবন্ধু গ্রামের বাড়িতে চলে যান। জেল থেকে বের হয়ে তিনি জেনেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছে গেছে। ছোট ছোট হাটবাজারেও হরতাল হয়েছে। সেদের লোক আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। এখন রাষ্ট্রভাষা বাংলা ছাড়া উপায় নেই। কেবল তা-ই নয়, যারা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বলেছে তারাও ভয় পেয়ে চুপ হয়ে গেছে। জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়। কিন্তু শোষকরা থামেনি।

এদিকে ভাষা আন্দোলন নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিবৃতি দিলে মুসলিম লীগের পত্রিকায় বিকৃতি করে ছাপা হয়। বঙ্গবন্ধু ২১২ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'এদিকে মুসলিম লীগের কাগজওলি শহীদ সাহেবের বিবৃতি এমনভাবে বিকৃত করে ছাপিয়েছে যে মনে হয় তিনিও উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হোক এটাই চান। আমি সাধারণ সম্পাদক হয়েই একটা প্রেস কনফারেন্স করলাম। তাতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং যাঁরা এখুনে ফেব্রুয়ারি শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান এবং যারা অন্যায়ভাবে জুলুম করেছে তাদের শাস্তির দাবি করলাম। সরকার যে বলেছেন, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের উসকানিতে এই আন্দোলন হয়েছে, তার প্রমাণ চাইলাম। কিছু ছাত্ররা কলকাতা থেকে এসে পায়জামা পরে আন্দোলন করেছে, একথা বলতেও কুণ্ঠিত হয় নাই মুসলিম লীগ নেতারা। তাদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ছাত্রসহ পাঁচ ছয়জন লোক মারা গেল গুলি খেয়ে, তারা সবলেই মুসলমান কি-না? যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইজন মুসলমান কি-না? এত ছাত্র কলকাতা থেকে এল, একজনকেও ধরতে পারল না যে সরকার, সে সরকারের গদিতে থাকার অধিকার নাই।'

বস্তুত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে বাঙালির কাছ থেকে ভাষার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল সংখ্যালঘু জনগণের

ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু তাদের সেই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এর আগে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পরপর কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে সমবেত হয়েছিলেন কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। ওই সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'সম্মেলন কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান।' প্রস্তাবগুলো ছিল, 'বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গৃহীত হউক।'

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীর সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবিসংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইশতেহার প্রণয়ন করেছিলেন। ওই ইশতেহারে ২১ দফা দাবির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ঐতিহাসিক এই ইশতেহারটি একটি ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল যার নাম 'রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইশতেহার-ঐতিহাসিক দলিল।' ওই পুস্তিকাটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এই ইশতেহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা।

আবাসিক গাজীউল হক তাঁর 'আমার দেখা আমার দেখা' গ্রন্থে লিখেছেন,' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।'

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যারা গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে ছিলেন, যেমন- আবুল কাশেম আজাদ, জিল্লুর রহমান, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এবং পরে হাসপাতালে থাকাকালীন আন্দোলন সম্পর্কে চিরকুটের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাতেন। ভাষাসৈনিক, সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী 'একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা' প্রবন্ধে বলেছেন: শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে চিরকুট পাঠিয়েছেন।'

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালে শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল যুবনেতা। আপসহীন ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের কারণে শুরু থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করে। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব শুরুর বেশ পূর্ব থেকেই তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা এবং পরবর্তীকালে স্বাস্থ্যগত কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে সেখান থেকে তিনি বাইরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন ও ওই দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গেরও নির্দেশনা দেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ও সহবন্দী মহিউদ্দিন আহমদকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমেদ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' এবং 'রাজবন্দীদের মুক্তি'র দাবিতে ফরিদপুর কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেন, যা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ থেকে এক টানা ১২ দিন তিনি আমরণ অনশন পালনকালে সরকার বাধ্য হয়ে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে মুক্তি আদেশ পড়ে শুনানোর পর ফরিদপুর জেলে অনশন সঙ্গী মহিউদ্দীন সাহেব দুই চামচ ডাবের পানি মুখে দিয়ে তাঁর অনশন ভঙ্গ করান। তিনি এত অসুস্থ হয়েছিলেন যে বাঁচার মত আশা ছিল না। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান অভিকষ্টে কয়েকদিন ধরে বাড়ি নিয়ে যান। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'পাঁচদিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বোঝানো কঠিনকর। 'খুসু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।"

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

জ্যোতির্ময় পুরুষ

সুবল বিশ্বাস

তিনি এসেছিলেন নিশ্চিন্ন অন্ধকারে
সাতকোটি জীবনের আর্তনাদ
কালো মেঘের সুতোয় ঝুলে থাকা
নীল সাগরে ঢেউয়ের ফণায়
ঝলমলে দুফোঁটা মোহনার করুণ চিৎকার
বিবেকের রোদ্দুর তখনও ঢলে পড়েনি পশ্চিমে।

অনুর্বর কাদামাটিতে বেড়ে ওঠা
তেজোদীপ্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ
পরাধীন বাংলার নির্যাতিত মানুষের
বিপন্ন ছবি এঁকেছিলেন- বিবেকের ক্যানভাসে
প্রোজ্জ্বল লোহিত কণিকার বিশাল বুকে
দেখেছিলেন অনাহারী কৃষকের রক্তঘামে
সোনাফলা ক্ষেতে বর্গীর অত্যাচার
বেহায়ার নির্লজ্জ উৎসব
নিরন্ন মানুষের রক্তে কেনা বুলেট
বিদীর্ণ করেছিলো তাদের বুকের পাঁজর।

অবরুদ্ধ জাতির চিৎকারে
তাঁর বোধের আগুন জ্বলে উঠেছিলো
তর্জনীর ইশারায় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
শ্রীহট্ট থেকে আশাশুনির
নির্যাতিত লক্ষ-লক্ষ মানুষ দাবানলের মতো
ধেয়ে এসেছিলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

উত্তাল মার্চের দুপুরের উজ্জ্বল সূর্যটা তখনো
মধ্যআকাশে ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিলো
আগামী ভোরের আলো থমকে ছিলো
তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায়
রক্তজলে একাকার মুক্তিকামী জনতা
চোখে মুখে উৎসুক বারুদের গন্ধক
মুহূর্তে জ্বলে ওঠার প্রতিক্ষায়।

তিনি আসবেন বলে রাতের অন্ধকার
দাঁড়িয়েছিলো সন্ধ্যার খুঁটি ধরে
চাঁদের আঁচল ধরে বসেছিলো জোছনা শিশুরা
সকল নদীর জোয়ার নোঙর ফেলেছিলো বালুচরে
বয়স্ক সূর্যটা তখনো হেলে পড়েনি তাঁর অপেক্ষায়।

মহাকালের ধূমকেতু কখন আসবেন
পরাধীনতার দীর্ঘ অন্ধকার তাড়াতে
মুক্তির মশাল জ্বালিয়ে
পড়ন্ত বেলায় জনতার মুখোমুখি হয়ে
কখন হুংকার দিয়ে জ্যোতিষ্কচ্যুত দেবদূত
নামবে বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে।

সেদিন কানায়-কানায় ভরেছিলো সবুজ উদ্যান
সাতকোটি বাঙালির কান্ডারি
বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শোষণের দশদশে রক্তজবা
নিপীড়িত জাতির শাণিত শিরায়
শঙ্কায় বুক দুরুদুরু কেঁপেছিলো বর্গীপাড়ার।

অবশেষে অপেক্ষার প্রহর শেষে
মুক্তির দূত দাঁড়ালেন মঞ্চে এসে
আপ্লুত সাতকোটি প্রাণে স্পন্দন
কী বাণী শুনাবেন তিনি
কী কথা রেখেছেন গুছে
কী আদেশ দেবেন তিনি
গোধূলি বিকেলে অস্তমিত কোলাহলে।

ঐতিহাসিক উদ্যানের মঞ্চ কাঁপিয়ে
অবশেষে বজ্রমুষ্টি ঊর্ধ্বে তুলে
বজ্রকণ্ঠে ইতিহাস শুনিয়ে আজুলের ইশারায়
মুক্তির বীজমন্ত্র পৌঁছে দিলেন
শৃঙ্খলিত মানুষের বধির কানে
বাংলার মানচিত্র ছিনিয়ে আনতে
ঐতিহাসিক ভাষণে।

ভাষা আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান এবং 'উর্দুওয়ালাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে তিন দফা আন্দোলন সংঘটিত হয়। প্রথম পর্ব: ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর থেকে। দ্বিতীয় পর্ব: ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে। তৃতীয় পর্ব: ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি থেকে। এ আন্দোলনগুলো প্রধানভাবে ছাত্রদের দ্বারাই সংগঠিত হয়। তবে রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবীরাও এসব আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের (পরে পূর্ব পাকিস্তান) মন্ত্রিসভার সদস্যরাও রাজপথে শামিল হন। এসব আন্দোলনে রক্ত দেয় ছাত্র, শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষেরা। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে পক্ষে-বিপক্ষে অংশগ্রহণ করে তৎকালীন সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমও। এভাবে ভাষা আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলন হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং তা এক সফল পরিণতিও লাভ করে।

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা বিতর্ক

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরপরই মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমির রাষ্ট্রভাষা কী হবে, তা নিয়ে ঢাকা এবং কলকাতায় সংবাদপত্রেই প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। সংবাদপত্রে আলোচনায় প্রেক্ষাপট তৈরি করেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর জিয়াউদ্দিন আহমদ। তিনি এসময়ে (জুলাই, ১৯৪৭) অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, যেহেতু বিভক্ত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে হিন্দি, সেহেতু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে 'উর্দু। ঢাকা ও কলকাতার বাংলা সংবাদপত্রগুলো এর প্রতিবাদে জনমত সংগঠনে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন লেখা ও বিবৃতি প্রকাশ করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', ৩০শে জুন, দৈনিক আজাদ। প্রবন্ধের লেখক আবদুল হক। এই আজাদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। তিনি মুসলিম লীগ খাজা নাজিমউদ্দীন গ্রুপের অন্যতম নেতা ছিলেন।
২. 'বাংলাভাষা বিষয়ক প্রস্তাব', ২২ ও ২৯শে

জুলাই, ১৯৪৭, দৈনিক ইত্তেহাদ। প্রবন্ধের লেখক আবদুল হক। ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, এটি ছিল মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের পত্রিকা।

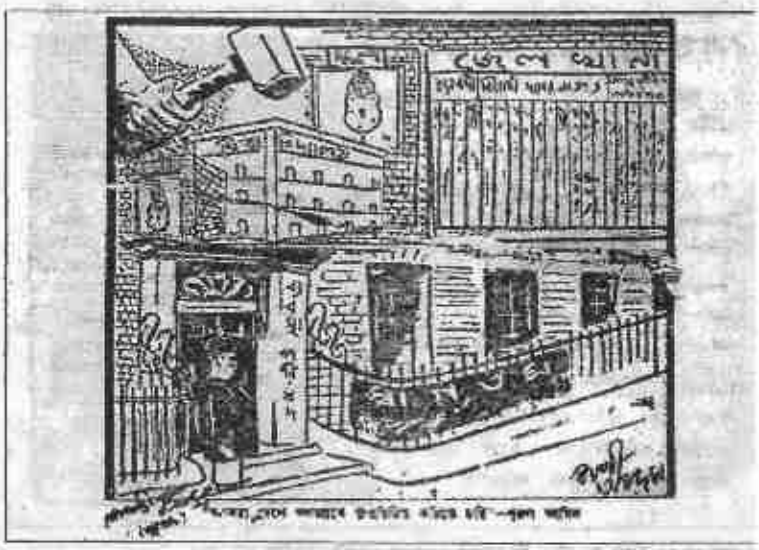

ভোলানাথের বাঙ্গচিত্র নিয়ে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* এ প্রকাশিত একটি ছবি। প্রকাশকাল : ৩১ মার্চ ১৯৫২

৩. 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা', ২৯শে জুলাই ১৯৪৭, দৈনিক আজাদ। প্রবন্ধের লেখক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বিবৃতি আকারে বলেন,

বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দুভাষার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক নীতিবিরোধী নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিপর্যস্তও বটে।

[দৈনিক আজাদ, ২৯শে জুলাই ১৯৪৭]।

৪. একই সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত পাক্ষিক তরুণীর পত্রিকায়ও (১৭ পৌষ, ১৩৫৪ সংখ্যায়) 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে তিনি লেখেন।

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ভাষা অবশ্যই বাঙলা হইবে। ইহা অ্যাক্সিওম স্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারেনা। এই বাঙালাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা।

[পাক্ষিক তরুণীর, ১৭ই পৌষ, ১৩৫৪ বাংলা।

৫. কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের লেখা ছেপে সে সময়ের সংবাদপত্রগুলো প্রত্যক্ষে বাংলা ভাষার পক্ষে ১৯৪৭ সালের পূর্বেই জনমত গড়ে তোলে। তবে সংবাদপত্রগুলো সরাসরি সম্পাদকীয় লিখেও বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এরকম একটি নজির সৃষ্টি করে একটি পত্রিকা সাপ্তাহিক মিল্লাত। 'বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', সম্পাদকীয়। ২৭শে জুন ১৯৪৭। এতে বলা হয়েছিল:

মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেহ বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই উদ্ভট বাসনা বাঙালীর প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে।

৬. নারায়ণগঞ্জ থেকে সে সময় প্রকাশিত হত মাসিক কৃষ্টি পত্রিকা। এ পত্রিকা তাদের একটি সংখ্যায় ড. মুহম্মদ এনামুল হকের একটি প্রবন্ধ ছেপে সবাইকে বিস্মিত করে দেয়, যেখানে ড. হক উর্দুকে একটি বিদেশি ভাষা ও 'পূর্ব পাকিস্তানবাসীর জন্য মরণ' বলে অভিহিত করেন:

ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে...উর্দু বহিয়া আনিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান হইবে উত্তর-ভারতীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দু ওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র। [ড. এনামুল হক: 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা', মাসিক কৃষ্টি, নারায়ণগঞ্জ, কার্তিক ১৩৫৪ বাংলা।

ড. এনামুল হকের এ মন্তব্য ছিল দূরদর্শী ও ভিত্তিপ্রস্তর। পরবর্তীকালে (১৯৪৭-১৯৭১) তাঁর এ আশায় মন্তব্য তৎকালীন পাকিস্তানে ফলে গিয়েছিল।

৭. সংবাদপত্র এবং কোনো কোনো সাংবাদিক থেকে সরাসরি বাংলা ভাষার বিরোধিতাও ছিল। এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাসিক সওগাত। সওগাত 'প্রগতিশীল' এবং 'বাংলাবান্ধব' পত্রিকা হিসেবে পরিচিত ছিল। এর মালিক ও সম্পাদক ছিলেন নাসিরউদ্দিন। কিন্তু সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। তিনি এ সময় সওগাত-এ লেখেন:

উর্দুকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা এবং সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক করা সঙ্গত হইবে। ইংরেজীর স্থলে উর্দুই অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা (Lingua franca) হইবে এবং হওয়া উচিত। ...উর্দুর বিশেষ সম্মান যেন আমরা ক্ষুণ্ন করিতে অগ্রসর না হই

[মাসিক সওগাত, পৌষ, ১৩৫৪]।

সংবাদপত্রগুলো এসময় বাংলা নাকি উর্দু এ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো সংবাদপত্র নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিমালা অনুযায়ী পক্ষে

বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। আমার কোনো কোনো সংবাদপত্র নীতিমালার বাইরেই লেখক-সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে-বিপক্ষে লেখা ও বিবৃতি প্রকাশ করে। এ পর্যায়ে ঘটনাজালো ঘটছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই।

ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্ব

১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর করাচিতে (পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানীতে) শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান, পূর্ববাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আবিদুল্লাহ বাহার ও মন্ত্রী আবদুল হামিদ। শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পরদিন ৬ই ডিসেম্বর এ খবর ঢাকার ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ-এ প্রকাশিত হয়। এদিনই এর প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্ররা সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে। ছাত্রদের বিক্ষোভে অংশ নেন পূর্ববঙ্গ সরকারের কৃষিমন্ত্রী আকরাম খোঁসেন। তিনি ছাত্রদের সাথে সংহতি জানিয়ে বক্তৃতাও করেন। ছাত্ররা তারপর মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিসের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পত্রিকার বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভের কারণ হল, পত্রিকাটি 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু' প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সংবাদটি পরিবেশন করেছিল। মর্নিং নিউজ এর কয়েকদিন পর সম্পাদকীয় লিখেও উর্দুর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল:

পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রধান কথ্যভাষা পশতু, পাঞ্জাবী, ব্রাহুবি, ও সিন্ধি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান কথ্যভাষা বাংলা। প্রত্যেকটি গ্রুপই যদি নিজেদের ভাষাকে সরাসরি ভাষারূপে চালু করার জন্য জোর দেয় তাহলে পাকিস্তানে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা, ভাবের আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অবসান ঘটবে। যার সামান্য কিছু বুদ্ধি আছে, সে কখনোই একথা বলতে পারে না যে একজন পাঠান অথবা পাঞ্জাবী তার পরিবারের লোকজনের সাথে পাঞ্জাবীতে কথা না বলে উর্দুতে কথা বলবে। এই একই মন্তব্য সিন্ধি, বালুচী, এবং বাঙালীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঢাকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের করাচীতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে এতো খারাপভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ- এছাড়া আর কিছুই না।

[The Morning News, Dhaka, December 17, 1947]।

মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এবং পাকিস্তানের উদ্ভানি প্রসানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত উক্ত রূপ প্রচারকার্য্য সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না।

নিজস্ব প্রেসনোট, দৈনিক আজাদ, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৭]।

মাওলানা আবুল হামিদ খান ভাসানীর মালিকানায় ও সম্পাদনায় ঢাকার কারকুন লেন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইত্তেফাক এর একটি বাক্সচিত্র। প্রকাশকাল : ২৮ এপ্রিল ১৯৫২

ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রতিবাদসভা করেছিল, সেখানেও মর্নিং নিউজ-এর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং পত্রিকাটিকে বাংলা ও বাঙালি বিরোধী ভূমিকার জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। সে সময় পূর্ববাংলার অনেক পত্রিকা তখন পর্যন্ত কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়ে ঢাকায় আসত। সরকার বাংলা ভাষার পক্ষে ছাত্রদের এ বিক্ষোভের পেছনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এসব পত্রিকার উস্কানী বলে মনে করে। সরকার তার নিজস্ব সরকারি গণমাধ্যম ব্যবহার করে একটি প্রেসনোট জারি করে,

গত শুক্রবার ঢাকা শহরের অধিবাসীদের বাংলা ভাষার সমর্থক ও উর্দুর সমর্থক দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির নীতির অংশ হিসাবে অবাঙ্গালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য কলকাতার কতিপয় সংবাদপত্র উপরোক্ত ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদপত্রগুলি হইতেছে আনন্দবাজার, ইত্তেফাদ ও স্বাধীনতা। ... প্রদেশের সরকার প্রেসনোট জারি করেই থেমে থাকেনি, কলকাতা থেকে পত্রিকাগুলো আসা বন্ধ করে দেয়। এসময়ে ঢাকার দৈনিক আজাদ এ নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে করাচি থেকে প্রকাশিত দ্য ডন পত্রিকার এ বিষয়ক মন্তব্যকে শিরোধার্য বলে মনে করে।

অনেকের নিকটই আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, যে প্রশ্নের উপর এই গোলমাল পাকিয়া উঠিয়াছিল সে প্রশ্নটা ভলাইয়া দেখিলে তাকে নিছক আবেদনী ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। করাচীস্থিত 'ডন' পত্রে ঢাকার এই গোলমালকে 'নির্বোধ বিতর্ক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপার লইয়া যে এই ধরনের বিরোধ-বিতর্কের কোনো অবকাশ নাই, সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে। আমরাও কয়েকটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, পাকিস্তানের সাধারণ জবান যে উর্দু হইবে এ সম্পর্কে মতবিরোধের কোনো অবকাশ নাই। উর্দুপন্থী ও বাঙ্গালাপন্থীদের প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে একমত।

[বৃহত্তর স্বার্থ, সম্পাদকীয়, দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৭]।

দৈনিক আজাদ পত্রিকার বাংলা ভাষা বিরোধী এ ভূমিকা সাধারণ মানুষের হৃদয়কে ভেঙে দিয়েছিল। এসময় দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় একজন নারীর একটি চিঠি প্রকাশ পায়। এতে তিনি লেখেন:

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আজাদের পৃষ্ঠায় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখে খুবই দুঃখ হয়। আমাদের বাঙালীর এতদিনের সাহিত্যকলা সবই কি আজ তুলিয়া যাইতে হইবে।...প্রফেসর আকরম খাঁ কি আবার আমাদের জন্য তাঁর কলম উর্দুর গন্ডিতে সীমাবদ্ধ করিবে।

[মিসিদা লেলিনের চিঠি, দৈনিক স্বাধীনতা, কলকাতা, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৭]।

সিলেট থেকে এসময় প্রকাশিত হত সাপ্তাহিক নওকেতাল। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মাহমুদ আলী (পরবর্তীকালে জাসদী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন, আরো পরে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানেই থেকে যান) এবং এর সম্পাদক ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। ভাষা আন্দোলনের প্রথম থেকেই পত্রিকাটি বাংলা ভাষার পক্ষে লড়াই চালিয়ে যায়। এসময় প্রকাশিত একটি বিতর্কে অংশ নিয়ে পত্রিকাটি বিশেষ সম্পাদকীয়তে লেখে:

এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উজিরে আজম জনাব লিয়াকত আলী খান যে অসংলগ্ন কথায় অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়।...এই সব অপরিণামদর্শী ভাষণের আলোচনাও এক দুঃখজনক ব্যাপার। তবে এসব ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যে মারাত্মক হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা জনাব লিয়াকত আলী খানকে তলিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।...পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের উল্লেখ করিতে যাইয়া জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন খান যে সব অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করিয়াছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে একদিন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। খাজা সাহেবের পারিবারিক ভাষা উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিতে চায়, এই তথ্য কোথায় আবিষ্কার করিলেন?

দৈনিক
দিকে দিকে আওয়াজ তুলুন: ভাষার লড়াইয়ে
আটক বন্দীদের মুক্তি চাই

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সৈনিক এর প্রথম পৃষ্ঠা। প্রকাশকাল : ১৮ মে ১৯৫২

[স্বাধীনতা', সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক নওকেতাল, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮]।

ভাষা আন্দোলন দ্বিতীয় পর্ব

পাকিস্তান গণপরিষদের (পাকিস্তান পার্লামেন্টের) অধিবেশন রাজধানী করাচিতে শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। এ অধিবেশনের শুরুতেই, 'পার্লামেন্টের ভাষা কী হবে' এ নিয়ে একটি বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত পরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রাজকুমার চক্রবর্তী। তাঁরা পরিষদের ভাষা ইংরেজি, উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। এই বিতর্কের পর পরিষদে ছোটাছুটিও হয়। ফলে 'বাংলার পক্ষের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। পরে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা করে। এর বিরুদ্ধে সরকার ছাত্রদের বিরুদ্ধে দমননীতি গ্রহণ করে এবং সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ছাত্ররা পাল্টা আন্দোলন তীব্র করে তোলে। ১৫ই মার্চ ১৯৪৮, মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ছাত্রদের চাপের মুখে ৭ দফা মেনে নেন এবং সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধজ্ঞা প্রত্যাহার করেন।

কিন্তু পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের বাংলা ভাষা বিরোধী ষড়যন্ত্র ও কুটচাল অব্যাহতই ছিল। উর্দু প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে এবার তারা আরবি হরফে বাংলা চালুর একটা নতুন অপপ্রয়াস শুরু করে। এর বিরুদ্ধে সারা প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ৪ঠা মার্চ ১৯৪৮ তারিখে যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশ নেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সাপ্তাহিক সৈনিক সম্পাদক শাহেদ আলী।

পাকিস্তান আন্দোলনের এ প্রথম পর্বের দিনগুলোতে ছাত্রসমাজ যখন একাই মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিল, তখন ছাত্রদের পাশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা নিয়মিত উৎসাহ ও সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে সংবাদপত্রগুলোকে কঠোর দমননীতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। তবু গণমাধ্যমের সমর্থন বন্ধ হয়নি। ১৯৫০ সালের ১৫ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর ছাত্ররা পাকিস্তানে ভাষা ও শিক্ষা সমস্যা নিয়ে যে সম্মেলন আয়োজন করেছিল তার প্রতি বিবৃতি দিয়ে সমর্থন প্রকাশ করেন সম্পাদক ও সাংবাদিক সমাজ। যাঁরা এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন:

১. আবদুস সালাম, সম্পাদক:
পাকিস্তান অবজারভার
২. মহিউদ্দিন আহমদ, সম্পাদক:
দৈনিক ইনসাফ

৩. জহুর হোসেন চৌধুরী: সাংবাদিক সমিতি
৪. শাহেদ আলী, সম্পাদক:
সাপ্তাহিক সৈনিক
৫. সৈয়দ নূরুদ্দিন, বার্তা সম্পাদক:
পাকিস্তান অবজারভার।

ভাষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসময়ে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঢাকার পল্টন ময়দানে ২৭শে জানুয়ারি ১৯৫২ একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। জনসভায় বক্তৃতাকালে পাকিস্তানের মনোনয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বলেন, 'উর্দুই' হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর তিনদিন পরই ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১শে জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন সাপ্তাহিক সৈনিক সম্পাদক আবদুল গফুর। এ সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে প্রতিবাদী হরতালের ডাক দেওয়া হয়।

ইত্তেফাক
THE ITTEFAK
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে জনগণ শেষ রক্তবিন্দু দিবে
শহীদদের অকৃত্রিম আদর্শ পূর্ব-পাকিস্তানীরা কখনও ভু
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বিভিন্ন দেবার প্রতিনিধিদের অভিমত

ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাওলানা আবদুল মতিন খান সম্পাদিত সাপ্তাহিক ইত্তেফাক এর প্রথম পৃষ্ঠা। প্রকাশকাল : ৫ মে ১৯৫২

হরতাল সমর্থন করায় ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পাকিস্তান অবজারভার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালামকে গ্রেফতার করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি হরতালের দিন পুলিশ গুলি চালালে অনেকে নিহত ও আহত হন। প্রতিবাদে সৈনিক আজাদ 'টেলিগ্রাম' সংখ্যা বের করে।

রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রতিবাদে বাজায় বের হয়ে আসেন, বেতারের লেখক-শিল্পীরা ধর্মঘট করলে বেতার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়।

ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করায় ছাত্র-জনতা ঢাকার বিদেশীদের ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ এবং মুসলিম লীগের পত্রিকা সংবাদ- এ আগুন লাগিয়ে দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, ঢাকার দৈনিক মিল্লাত শহিদদের লাশ সরকার গায়েব করে ফেলার নিন্দা করে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

শহিদদের স্মৃতিতে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। [এর আগে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রথম শহিদ মিনার উদ্বোধন করেছিলেন শহিদ শফিকের পিতা]।

মহান ভাষা আন্দোলনের সকল পর্বেই আন্দোলনের নিয়ামক শক্তি ছিল ছাত্ররা। রাজনীতিবিদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, তবু অধিকাংশেরই সমর্থন ছাত্রসমাজ লাভ করে। সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমও যার যার অবস্থান থেকে পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। কবিবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষাসৈনিকের এপ্রিল সম্মেলনে (১৯৫২ সালের ২৭শে এপ্রিল) আন্দোলনের মূল্যায়নকালে বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগ সরকার ও মর্নিং নিউজ গোষ্ঠী ছাড়া প্রত্যেকেই বাংলা ভাষা চায়'। এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন গণমাধ্যমের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, যদিও অধিকাংশে গণমাধ্যম ও এর সম্পাদক ও সাংবাদিকরা বাংলা ভাষার পক্ষে নানাভাবে তাঁদের ভূমিকা রেখেছিলেন।

লেখক: গবেষক ও প্রকাশক

আদর্শলিপি

মনি হায়দার

কী হয়েছে তোমার?

বসার ঘরে গম্ভীরমুখে শাহাদাতকে বসে থাকতে দেখে অবাক জাহাঙ্গীর। কথা বলতে বলতে বসে পাশে। শাহাদাত হোসেন সরকারের বড় কর্মকর্তা। থাকে ঢাকায়। জাহাঙ্গীরের ছোট বোনকে বিয়ে করেছে কয়েক বছর আগে। বিয়ের আগে শাহাদাত আর জাহাঙ্গীর বন্ধু ছিল। দু'জনে মাস্টার্স করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জাহাঙ্গীর মাস্টার্স করে চাকরি না খুঁজে ভাঙরিয়া উপজেলা শহরে ঔষধের বিরাট দোকান দিয়ে বসেছে। আরবান ফার্মেসী। প্রচুর বিক্রি হয় ঔষুধ। বছর কয়েক আগে নিজের বাড়িতে বন্ধু শাহাদাতকে বেড়াতে এনেছিল জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের ছোট বোন সূচনা তখন কলেজে বিএ পড়ে। সূচনার সঙ্গে শাহাদাতের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলে দুই পারিবারের মধ্যে কথা চালাচালির মাধ্যমে ওদের বিয়ে হয়। সেই সূত্রে শাহাদাত হোসেন হচ্ছে জাহাঙ্গীর হোসেনের ছোট বোনের স্বামী। ছোট বোনের স্বামী হলেও দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব আগের মতই প্রগাঢ়। হাসি-ঠাট্টায় চমৎকার বন্ধুত্ব দু'জনের।

শাহাদাত শ্বশুরবাড়ি এসেছে পূবালী লঞ্চে। লঞ্চ যখন কাউখালি পার হয়ে ছলারহাটের দিকে যাত্রা, তখন প্রায় দুপুর। কেবিনে একা একা ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎ কানে আসে খুব পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর- ভাই, আদর্শলিপি লাগবে? আদর্শলিপি?

মানুষটা বলে যেতে থাকে, আপনার নাতী-নাতনী ছেলে-মেয়েদের আদর্শলিপি কিনে নেন। আদর্শলিপিতে কত সুন্দর সুন্দর কথা লেখা আছে! ইক্ষু রস অতি মিষ্ট, ঈশ্বরকে বন্দনা কর, ঊর্ধ্ব মুখে পথ চলিও না...।

নিমিষে ঝিমুনি ছুটে যায় শাহাদাতের। দ্রুত কেবিনের বাইরে আসে। ইতোমধ্যে আদর্শলিপির ফেরিঅলা দোতলা থেকে নিচের দিকে চলে গেছে। লঞ্চের রেলিং ধরে এক মুহূর্ত ভেবে দ্রুত ফেরিঅলাকে অনুসরণ করে নিচে নামে। সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়ায়। ফেরিঅলা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বসা ক্লান্ত যাত্রীদের কাছে গিয়ে হাতের বই বাড়িয়ে ধরে, নেবেন ভাই আদর্শলিপি? বাড়িতে আপনার নাতী-নাতনী ছেলে-মেয়েদের হাতে আদর্শলিপি তুলে দিন। আদর্শলিপি পড়ে ওরা একদিন বড় আদর্শ নিয়ে বড় হবে। শুনুন, কত দামী কথা লেখা আছে আদর্শলিপিতে- ঊর্ধ্ব মুখে পথ চলিও না, ঈশ্বরকে বন্দনা কর...। দু'একজন যাত্রী বই হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করে দেখে। একজন কেনে। ফেরিঅলা খুব খুশি হয়ে ভাংতি টাকা দিয়ে আবার ঘুরে অন্য যাত্রীদের দিকে যায়। কণ্ঠে সুরেলা আওয়াজ- নেবেন ভাই একটা আদর্শলিপি?

গোটা ঘটনা নিজের চোখে দেখে বিস্ময়-বিপন্ন শাহাদাত। কি করবে ভেবে পায় না কিছু। দেখে ফেরিঅলা ওর দিকেই আসছে। দ্রুত বিষণ্ণ মর্মাহত শাহাদাত হোসেন

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। লঞ্চ যখন তেলিখালিতে ছেড়ে ব্যাগ নিয়ে নিচে নেমে আসে শাহাদাত। চারদিকে তাকায় কিন্তু কোথাও আদর্শলিপির ফেরিজলাকে দেখতে পায় না। কোথায় গেল?

জামাই মিয়া? আহমদ মাঝি শাহাদাতকে দেখেই কাদা ভেঙে তীরে এসে ব্যাগটা হাতে নেয়, আসেন। আমার নৌকায় আসেন। আহমদ মাঝি এলাকার মাঝি।

চলুন, জুতো জোড়া খুলে হাতে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে নৌকায় উঠে বসে শাহাদাত। নৌকা ছেড়ে দেয় আহমদ মাঝি। কচানদীতে জোয়ারের কাল। তেলিখালি থেকে বোথলা গ্রামে যেতে ঘণ্টাখানেক লাগবে।

আহমদ প্রশ্ন করে, জামাই কি ঢাকা দিয়া আইচেন?

হ্যাঁ। টাপুরে নৌকার গলুইয়ে আসন গেড়ে বসেছে শাহাদাত।

চিঠি লেহেন নাই? বাড়ি দিয়া কেউতো আমারে কিছু কইল না। আপনে আগুনের আগে পেরতেকবারতো আমারে কইয়া দেয় আপনের শ্বশুর...। তয় উনি আইজকাইল বাড়িতে বেশি থাহে না। হাটে-বাজারে বই বেচে।

শাহাদাত উত্তরে কোন কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। কচানদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া কচুরিপানা, উড়ে যাওয়া বকদের সারি দেখে। বিকেলে বাড়িতে পৌঁছে খাওয়া সেরে বসার ঘরে বসে ট্রানজিস্টারে আবদুল লতিফের গান শুনছে ঢাকা কেন্দ্রের...ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়...।

এতদিন মানুষের মুখে শুনেছি...গম্ভীরভাবে বলে শাহাদাত, আজ নিজের চোখে দেখলাম–

কি দেখলে?

বাবা লঞ্চে বই বিক্রি করছে।

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যায় জাহাঙ্গীর- কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। আগেতো ভাঙ্গরিয়া উপজেলায় গিয়ে বই বিক্রি করত। আমি ঔষুধের দোকান দেওয়ার পর নিষেধ করেছি। কয়েকদিন বাড়ি থেকে বের হতে দিইনি...। আমাদের এত টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, আর আমার বাপ দোকানে দোকানে গিয়ে বই বিক্রি করে। কি বই? আদর্শলিপি। মান-সম্মান আর রইল না।

তুমি ভাব দৃশ্যটা, আমি লঞ্চের কেবিনে বসে আছি। আর আমার শ্বশুর যদি ঢুকে বলতেন, ভাই একটা বই কিনবেন? আমি কি করতাম? আমার মরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকত না।

কি করা যায় বাবাকে নিয়ে?

আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে–

জাহাঙ্গীর তাকায় শাহাদাতের দিকে, কী প্ল্যান?

বাবাকে কাচারি ঘরের বড় রুমটার মধ্যে আটকে রাখলে কেমন হয়? আর বাড়িতে যত আদর্শলিপি আছে সব লুকিয়ে রাখব খাটের নিচে। কয়েকদিন বাড়ি থেকে বের হতে না পারলে বই বিক্রির ব্যাপারটা থেমে যেতে পারে। তুমি কি বল? শাহাদাত তাকায় জাহাঙ্গীরের দিকে।

আইডিয়াটা ভাল। কিন্তু লোকে শুনলে বলবে কি।

লোকে কি এখন ভাল কিছু বলছে?

দ্বিধার করাতে কাটতে থাকে জাহাঙ্গীর, তা বলছে না। কিন্তু আটকে রাখাটা কি ঠিক হবে?

আমরাতো বাবাকে সম্মানের সঙ্গে রাখব। রুমে পর্যাপ্ত খাবার থাকবে। নরম গদিজলা বিছানা থাকবে। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে গল্প করব। মোটের উপর গুনার বই বিক্রির ব্যাপারটা ভুলিয়ে রাখা দরকার। কয়েকদিন বা মাসখানেক এভাবে রাখলে আমার ধারণা বই বিক্রির ব্যাপারটা ভুলে যাবেন– জোর দিয়ে বলে শাহাদাত।

ঠিক আছে, কালকে থেকেই বাবাকে কাচারি ঘরের বড় রুমটার মধ্যে রাখব। কিন্তু রাখলেইতো হবে না, তার সুবিধা অসুবিধার দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে।

সেটা আমি রাখব, তুমি চিন্তা কর না। আমি আছিতো সাত-আট দিন। অন্তত এই কয়টি দিন আমি চোখে চোখে রাখতে পারব।

জামাতা এবং পুত্র নিজেদের মান-সম্মান বাঁচাতে কফিলউদ্দিনকে কাচারি ঘরে আটকে রাখে। প্রথমে ওরা ঘরটায় সুন্দর চেয়ার টেবিল, বিছানাপত্র দিয়ে সাজিয়েছে। বাথরুমে যাবার বদনা রেখেছে। খাবারের পানির কলস রেখেছে একটা। দুটি গ্লাস। সকালে উঠে কফিলউদ্দিন নাস্তা সেরে আদর্শলিপি কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগে ভরে বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছে মাত্র, জাহাঙ্গীর এসে সামনে দাঁড়ায়, বাবা কোথাও যাচ্ছেন?

হাসেন ষাটোর্ধ্ব কফিলউদ্দিন, যাব না মানে? আমিতো এখনই বের হচ্ছি। কত জায়গায় যেতে হবে তুই জানিস? জানিস না। তুরাগপাড়া প্রাইমারি স্কুলে আজ আমার আদর্শলিপি বিতরণের দিন। স্কুলের মত ছেলেমেয়েরা আমার অপেক্ষা করছে। আমার কি দেরি করার সময় আছে?

যাবার আগে একটু কাচারি ঘরে আসবেন?

কাচারি ঘরে কেন?

শাহাদাত তোমার সঙ্গে কি একটা জরুরী কথা বলবে–

ও শাহাদাত? চল, ঢগঢগ করে পানি খেয়ে খালি গ্লাসটা রেখে ছাতাটা হাতে নিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ঢোকে কফিলউদ্দিন। শ্বশুরকে দেখে দাঁড়িয়ে যায় শাহাদাত। শরীরের খোঁজ-খবর নিয়ে শাহাদাত আর জাহাঙ্গীর একসঙ্গে রুম থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। হতভম্ব কফিলউদ্দিন জানালার সামনে এসে অবাক কণ্ঠে, এসব কী হচ্ছে বাবারা?

বাবা, আপনার বয়স হয়েছে। আপনি রাস্তায় রাস্তায় লঞ্চে বাসে ছুলে ছুলে গিয়ে বই বিক্রি করেন, আমরা চাই না- কথা বলতে বলতে জাহাঙ্গীর তাকায় শাহাদাতের দিকে।

জি বাবা, জাহাঙ্গীর ঠিকই বলেছে। সমর্থন করে বলে শাহাদাত- আপনার খাওয়া পরার কি অভাব আছে? আপনি কেন বই বিক্রি করবেন? আজ থেকে আপনি এই ঘরে থাকবেন। খাবেন। সব আয়োজন থাকবে.. আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে ডাকবেন, আমি সব পৌঁছে দেব। প্রথম একটু খারাপ লাগবে আপনার, পরে ঠিক হয়ে যাবে...। বাবা, আমরা যা করছি, আপনার ভালর জন্যই করছি।

কফিলউদ্দিন কয়েক মুহূর্ত নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন পুত্র এবং জামাতার দিকে। গোটা ঘটনা কয়েটির ভেতরে নিয়ে যখন বুঝলেন তাকে বন্দী করা হয়েছে, তিনি বিবশ হয়ে গেলেন ভেতরে ভেতর। পুত্র এবং জামাতা যে ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল- চিৎকার চেঁচামেচি করবে, লোক ডাকবে, দরজায় কষাঘাত বা লাথি মারবে, তার কিছুই

না করে কফিলউদ্দিন রুমের ভেতরে খাটের উপর বসলেন। মনটা অবশ। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। বন্দী পরিস্থিতিতে কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। একবার মনে হয়, চিৎকার করে কাচারি বাড়ির দরজা ভেঙে বেরিয়ে সব গুঁড়িয়ে দিয়ে যেদিকে ইচ্ছা চলে যাবেন। কিন্তু নিজেকে নিজে থামালেন। পুত্র ও জামাতাকে একটি কথাও না বলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহাদাত অবাক হলেও খুশি হয়েছে, যাক বাবা- কোনো ঝামেলা তৈরি করেনি। কয়েকটা দিন এভাবে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বন্দী অবস্থা তিন দিন তিন রাত পার হয়েছে। কফিলউদ্দিন পুত্র বা জামাতার সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। নিয়মিত খাবার দিচ্ছে, তিনি খাচ্ছেন। সময় কাটানোর জন্য ট্রানজিস্টার দেয়া হয়েছে, কফিলউদ্দিন আগেও ট্রানজিস্টার শুনতেন। এখন বেশি সময় ধরে শুনছেন। তিন দিন পর এক সকালে, জাহাঙ্গীর আর শাহাদাত উপজেলা সদর ভাণ্ডারিয়া চলে যায়। কফিল বিছানায় শুয়ে আছেন।

দাদু? এই দাদু? জাহাঙ্গীরের মেয়ে তৃণা জানালার ওপাশ থেকে ডাকছে। কফিল উঠে বসেন। চশমাটা চোখে দিয়ে দেখেন তৃণার সঙ্গে এসেছে শাহাদাতের ছেলে রজত। তৃণা পড়ে ক্লোরে। রজত পড়ে সিক্সে। দু'জনার মধ্যে খুব ভাব। বিছানা থেকে নেমে কফিলউদ্দিন জানালার সামনে দাঁড়ান, কি দাদুরা? তোমরা কেমন আছ?

আমরাতো ভাল আছি। কিন্তু তোমাকে আটকে রেখেছে কেন মামাভাই? শাহাদাতের ছেলে রজত চটপট কথা বলে সবসময়ে।

গভীর বেদনাসহিত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কফিলউদ্দিন বলেন, আমি যে আদর্শলিপি বিক্রি করি-

আদর্শলিপি বিক্রি করলে কি হয়? পাল্টা প্রশ্ন করে তৃণা।

শোন তোমরা, তোমাদের বলি। কারণ তোমাদের বাবা মা জানে না। জানতেও চায় না। আমি যখন তোমাদের মত ফুলে পড়ি, ঠিক ক্লাস ফোরে আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা, তখন আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

কারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল দাদু? জানতে চায় তৃণা।

পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসকেরা। শুরু হয় মায়ের ভাষা রক্ষার আন্দোলন। আমার বাবা শফিউদ্দিন ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। তখন ঢাকা থেকে পেপার আসত দুদিন পরপর। সেই পত্রিকা পড়ে এলাকাবাসীকে শোনাতেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনেক মানুষ এই অঞ্চলাকাবাসীকে মিছিল করেছিল। সবার সামনে ছিল বাবা শফিউদ্দিন। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে তিনি ভাবলেন দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে বর্ণমালা পৌঁছে দেওয়া দরকার। তখনতো আর এত মানুষজন ছিল না, ছিল না যন্ত্রপাতি। বাবা ঢাকা থেকে হাজার হাজার কপি আদর্শলিপি কিনে এনে বিলাতে লাগলেন হাটে মাঠে স্কুলে আর স্কুলে। বিলাতেন আর বলতেন, আদর্শলিপির বর্ণ ও লেখাগুলো মুখস্থ করতে পারলে আমাদের সন্তানেরা কখনো ভুলে যাবে না। আর ভুলে না গেলে ধ্বসে করাও সম্ভব হবে না। বাজারে দোকান দিলেন 'ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি'। বাবা জানতেন, ভাষা বেঁচে থাকে বর্ণমালায়। সেই বর্ণমালা যদি একবার দেখা যায় কিংবা অসংখ্য শিশু-কিশোরদের শিখিয়ে দেয়া যায় কেউ ধ্বসে করতে পারবে না বাংলাভাষা।

তারপর?

কফিলউদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, আমার বাবা মারা গেলে আমি 'ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি' চালাতে লাগলাম। লাইব্রেরির টাকায় ছেলের মা-বাবাকে লেখাপড়া শিখালাম। বড় করলাম। আর এখন ওরা আমাকে বন্দী করে রাখে, চোখ ভিজে যায় জলে। আমি যদি আদর্শলিপি বিক্রি না করি কোথায় পাবো? আজকালতো কেউ আদর্শলিপি পড়তে চায় না। কিন্তু আমি চাই এদেশের ঘরে ঘরে আদর্শলিপি পৌঁছে যাক...

দাদু?

চেঁচালায় সাড়া দেন কফিলউদ্দিন, কী দাদাভাই?

তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমরা আসছি- তৃণা হাত ধরে রজতের। দু'জনে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। কফিলউদ্দিন বিছানায় বসে ঝিমুতে শুরু করেন। অনেকদিন পর স্ত্রী সুফিয়াকে খুব মনে পড়ে। সুফিয়া তিনদিনে বাড়িতে লঙ্গরখানা বানিয়ে দিত। যা জানতেন কফিলউদ্দিনকে।

দরজা খুলে যায়। অবাক কফিলউদ্দিন, দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে তৃণা আর রজত। তৃণার হাতে তালা আর চাবি। রজতের হাতে আদর্শলিপির ব্যাগ।

দরজা খুললে কীভাবে?

বাবা চাবি রেখেছিলেন ড্রয়ারে, চুপিচুপি বলে তৃণা। সেখান থেকে নিয়ে এসেছি।

আর আদর্শলিপি লুকিয়ে রেখেছিল খাটের নিচে। সেখান থেকে নিয়ে এসেছি- বলতে বলতে রজত হাত ধরে টানায়, চল এখন।

কোথায় যাব?

আমরা দু'জনে তোমার সঙ্গে ঘরে ঘরে আদর্শলিপি বিক্রি করব।

কফিলউদ্দিনের বুকের ভেতর হাজার হাজার বর্ণমালা নাচতে শুরু করে, বাঁধভাঙা জোয়ারের উচ্ছ্বাস তার কণ্ঠে, সত্যি বলছো তোমরা?

হ্যাঁ সত্যি বলছি। দেখি, আমাদের কে আটকায়? দাদার হাত ধরে তৃণা।

চল।

তিনজনে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

গ্রামের লোকেরা অবাক চোখে দেখছে, কফিলউদ্দিন হাতে আদর্শলিপি নিয়ে প্রায় দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, লাগবে আদর্শলিপি? মনে রাখুন আদর্শলিপির চিরন্তন উপদেশ- ঔদার্য অতি মহৎ গুণ, ওষধি গাছ পাকিলে মরে, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট...

নানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ায় রজত, হাতে আদর্শলিপি। চিৎকার করে চারপাশের মানুষদের বলছে...আপনারা বর্ণমালা নেবেন? বর্ণমালা। রফিকের সফিকের জব্বারের বর্ণমালা।

দু'জনের একটু পিছনে তৃণা হাঁটছে আর হাতাসে পতাকার মত আদর্শলিপি দোলাতে দোলাতে বলছে, আমার কাছে আদর্শলিপি আছে, বর্ণমালা আছে... ঘরে অ আছে, ঘরে আ আছে... আপনারা কি নেবেন...আসুন আমার কাছে..

পথের মানুষ তাকিয়ে থাকে আদর্শলিপির ফেরিওয়ালাদের দিকে।

লেখক কথাসাহিত্যিক

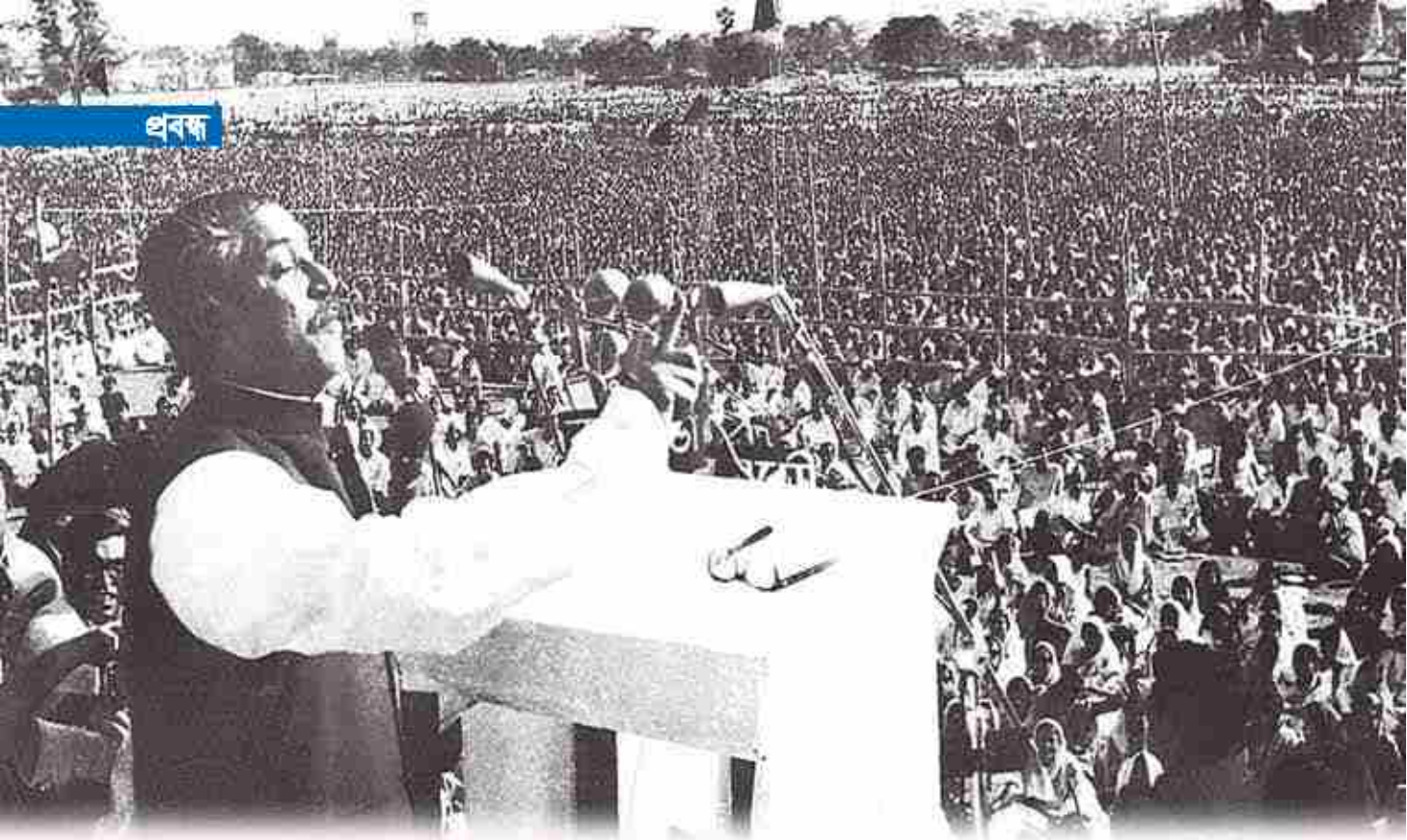

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ : বেতারকর্মীদের ভূমিকা

আশফাকুর রহমান খান

বর্তমান বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে বেতার কেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হয়েছিল ঢাকায়, ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বৃটিশ শাসনামলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে চালু হওয়া সেই বেতারের সরকারি নাম 'অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা' হলেও বাঙালি উপস্থাপক নিসোচন বাবু কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ঘোষণা করলেন 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র'। পাকিস্তান আমলে বাঙালি বেতার কর্মীদের সুপ্ত জাতীয়তাবোধ রেডিও পাকিস্তানের চাপিয়ে দেয়া 'তাহজিব তমদ্দুন' এর মধ্যেও জেগে উঠেছিল ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানিয়ে পুলিশের গুলিতে বাঙালি তরুণদের শহিদ হওয়ার ঘটনায়। এরই প্রতিবাদে বেতারকর্মীরা আকস্মিকভাবে তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। চারদিন পর কাজে যোগদান করে তারা ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় অধিবেশন বিবরণী লিখে প্রতিবাদ জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় '৭১-এ অসহযোগ আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বেতারকর্মীরা।

১৯৭১ এর ১লা মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের পূর্ব নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে দেশের সমস্ত বাঙালি জনগণ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ সামরিক সরকারের সাথে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ২রা মার্চ থেকে দেশব্যাপী হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সর্বস্তরের মানুষ, সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও খুলনা সবকটি বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা শুধু একাত্মতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি। ৩রা মার্চ থেকে প্রতিষ্ঠানের নাম 'রেডিও পাকিস্তান' বর্জন করে স্থানিক নাম 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র', 'চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র', 'রাজশাহী বেতার কেন্দ্র' এরূপ পরিচিতি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য এইসময়ে ঢাকা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব আশরাফ-উজ-জামান খান। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্ব ও নির্দেশে আমরা বেতারকর্মীরা অসহযোগ আন্দোলনের পুরো সময়টাতে কাজ করেছি। অনুষ্ঠানসূচির পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশাত্মবোধমূলক গান, অসহযোগভিত্তিক ঘোষণা, নির্দেশ, বহির্প্রচার অনুষ্ঠান, নাটক,

স্লোগান প্রভৃতি প্রচার করা হতে থাকে। নথিপত্রে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। শিল্পীদের সংগঠন 'বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ' আয়োজিত বহিরাঙ্গনের অনুষ্ঠানও রেকর্ড করে বেতারে প্রচার করা হয়। জাতীয় সংবাদ পিডি থেকে রিলে করা হত বিধায় স্থানীয় সংবাদ প্রচারে জনসংযোগ আন্দোলনকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হত।

ইতোমধ্যে ঘোষিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা এবং তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। এ প্রসঙ্গে আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফ-উজ-জামান খান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন "এত বড় ঘটনা কিন্তু বেতারের ভূমিকা এ সম্বন্ধে নিরবতা পালন ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ, দেশের সরকার ব্যতিত রাজনৈতিক নেতাদের কোন বক্তৃতা প্রচার করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মার্চের ৫ তারিখে ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব ও তোফায়েল আহমদ বেতার ভবনে এসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করে প্রচারের দাবি জানালেন। সন্ধ্যেবেলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা হলে তিনি বললেন, 'যে ব্যবস্থা নিতে হয় ভেবে-চিন্তে নেবেন, বিপদের সম্ভাবনা থাকলে প্রচার হবে না।'

কিন্তু বেতারের অনুষ্ঠান কর্মীরা ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, যা ঘটে ঘটুক ভাষণ প্রচারের কাজ নিয়ে তারা এগিয়ে যাবেই। খুব সতর্কতার সাথে আমাদের এগুতে হয়েছিল সেইসময়ে। বেতার ভবনের প্রাঙ্গণেই সশস্ত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প। বেতার-কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন উর্দুভাষী কর্মী। তাই বেতার ভবন ছেড়ে আমরা আলোচনার স্থান বেছে নেই এ্যালিফ্যান্ট রোডে সহকারী পরিচালক মবজুলুল হোসেন এবং অনুষ্ঠান প্রযোজক কাজী রফিক-এর গৃহে।

স্টুডিওর বাইরে থেকে অনুষ্ঠান রিলে করতে টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিভাগের সহায়তা নিতে হয়। ঝুঁকি মাথায় নিয়েই সকলে এগিয়ে এলেন তখন। ৬ তারিখ নাগাদ রেসকোর্স

ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি সভাস্থলে পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ১০ থেকে ১২ লক্ষাধিক কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে মহাসমুদ্রের গর্জন : 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'। বঙ্গবন্ধু মঞ্চের উপর দু'হাত তুলে সেই স্লোগানে সাড়া দিচ্ছিলেন। এসময় আঞ্চলিক পরিচালক দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার কথা জানালেন। একথা শুনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের মধ্যে নির্দেশ দিলেন "মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিও আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।" এই নির্দেশ হটলাইনে শোনার পর বেতারকর্মীরা আঞ্চলিক পরিচালকের কথামত কোন ঘোষণা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে সম্প্রচার বন্ধ করে বেতার কেন্দ্র থেকে বের হয়ে সভামঞ্চের সহকর্মীদের সাথে মিলিত হয়।

মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের সকল আয়োজন সম্পন্ন। টেলিফোনযোগে রেসকোর্স থেকে প্রদত্ত ভাষণ শাহবাগ বেতার স্টুডিওতে এনে প্রেরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হবে আকাশে। সব সংযোগ বারবার পরীক্ষা করে বঙ্গবন্ধুকে আয়োজন সম্পন্নতার কথা জানানো হল। কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি জেনে তিনি খুশি হয়ে উঠেছিলেন। সব আয়োজন নির্বিঘ্ন ভেবে রাত ৮.০০ টার সংবাদের পরপর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের পূর্বঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ঢাকার বাইরের সকল আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র থেকে রিলে করে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়।"

৭ই মার্চ বেতার অফিস বন্ধ রেখে ট্রান্সমিটার থেকে পূর্বে রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। আঞ্চলিক পরিচালকের নেতৃত্বে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল কর্মীদেরকে বেতার ভবন ও ভাষণমঞ্চে রাখা হয়। উপস্থাপনা সংগঠক মফিজুল হক এবং উপস্থাপনা তত্ত্বাবধায়ক বাহরাম সিদ্দিকীকে দেয়া হয়েছিল স্টুডিওর তত্ত্বাবধানে। স্টুডিওর যূথে ছিলেন অনুষ্ঠান সংগঠক আশকাফুর রহমান খান। মাস্টার কন্ট্রোলরুমে রেডিও ইঞ্জিনিয়ার মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে ছিলেন সহকারী প্রকৌশলীরা। ভাষণমঞ্চে আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফ-উজ-জামান এর নেতৃত্বে কর্মরত ছিলেন সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক আহমদ উজ জামান, অনুষ্ঠান সংগঠক নাসার আহমেদ চৌধুরী, অনুষ্ঠান সংগঠক কাজী আব্দুর রফিক, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমান এবং আরো কয়েকজন প্রকৌশল কর্মী।

সকাল থেকে ঢাকার রাজপথে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। দলে দলে মানুষ মিছিল ক'রে নানা রকম স্লোগান সহকারে এগিয়ে যাচ্ছে রেসকোর্স ময়দানের দিকে। প্রায় সকলের হাতেই পতাকা লাঠি কিংবা স্লোগানশোভিত প্লাকার্ড। দূর-দূরান্ত, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকেও মিছিল আসছে শহরে। সকাল দশটা থেকেই লোকে লোকারণ্য রেসকোর্স ময়দান। এত মানুষের সমাবেশ ঢাকায় আর কখনো দেখা যায়নি।

এদিকে দুপুর বারোটার দ্বিতীয় অধিবেশনের থেকেই বারবার প্রচার করা হচ্ছিল ভাষণের পূর্বঘোষণা। সেই সাথে অসহযোগের শ্লোগান এবং দেশাত্মবোধক গান। এক নম্বর স্টুডিওতে অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিল মঞ্জুর কাদের (শব্দসৈনিক বাবুল আকতার)। আমি স্টুডিওর বুথে প্যানেল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছিলাম। মনিটরে হটলাইনে রেসকোর্স ময়দানে অপেক্ষমান মানুষের কোলাহল ও শ্লোগান শোনা যাচ্ছিল।

এত সতর্কতামূলক আয়োজনের মধ্যেও একটি আশঙ্কা মন থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছিল না- যদি শেষ মুহূর্তে কোন বাধা আসে। এজন্য বেতার ভবনের সবগুলো টেলিফোনের রিসিভার ক্রেডেল থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে বাইরে থেকে কেউ কোনে সংযোগ করতে না পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই আশঙ্কাই সত্য হল। বার্তা বিভাগের সহকারী বার্তা সম্পাদক মহসিন উদ্দিন আহমদ বিকেল তিনটায় বৈকালিক পালায় কাজ করতে এসে তার টেলিফোনের রিসিভার নামানো দেখেন। এর কারণ জানা ছিলনা বলে সেটি যথাস্থানে উঠিয়ে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল। মহসিন সাহেব রিসিভার তুলতেই অপরপ্রান্ত থেকে সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম থেকে কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক সামরিক কর্তৃপক্ষের একটি ইংরেজি বার্তা পড়ে শোনায়। যার মর্মার্থ, "পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের কোন ভাষণ বেতারে প্রচার করা যাবে না।" মহসিন সাহেব তখনই বার্তাটি একটি চিরকুটে লিখে উপস্থাপনা সংগঠক মফিজুল হককে দিলেন। মফিজ সাহেব স্টুডিওতে এসে বার্তাটি আমাকে দেখাতেই আমরা কন্ট্রোলরুমে ছুটে গেলাম। মফিজ সাহেব হটলাইনে বার্তাটি মঞ্চে অবস্থানরত আঞ্চলিক পরিচালককে পড়ে শোনালেন।

ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি সভাস্থলে পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ১০ থেকে ১২ লক্ষাধিক কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে মহাসমুদ্রের গর্জন: 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'। বঙ্গবন্ধু মঞ্চের উপর দু'হাত তুলে সেই শ্লোগানে সাড়া দিচ্ছিলেন। এসময় আঞ্চলিক পরিচালক দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার কথা জানালেন। একথা শুনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের মধ্যে নির্দেশ দিলেন "মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিও আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।" এই নির্দেশ হটলাইনে শোনার পর বেতারকর্মীরা আঞ্চলিক পরিচালকের কথামত কোন ঘোষণা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে সম্প্রচার বন্ধ করে বেতার কেন্দ্র থেকে বের হয়ে সভামঞ্চের সহকর্মীদের সাথে মিলিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বেতারে প্রচার সম্ভব না হলেও মঞ্চে কর্তব্যরত বেতারকর্মীরা একটি ছোট মেশিনে সম্পূর্ণ ভাষণ রেকর্ড করেছিল।

বঙ্গবন্ধু "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এই ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়ে ভাষণ শেষ করার পর এ্যালিক্যান্ট রোডে কাজী রফিকের বাসায় আঞ্চলিক পরিচালকের নেতৃত্বে এক জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়- বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার না করা হলে, বেতারের সব অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকবে এবং কোন কর্মী বেতার কেন্দ্রে যাবে না। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ফলে সেদিন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের তৃতীয় অধিবেশন অর্থাৎ বিকেল, সন্ধ্যা ও রাতের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে দেশের উত্তর অংশ এবং বহির্বিশ্ব ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে থাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে পিন্ডির প্রভুরা। তারা পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে অবিলম্বে ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু করার জন্য নির্দেশ দেয়। এসময় আঞ্চলিক পরিচালক তার বাসা ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাও ফরমান আলী রাত ১০.০০ টার দিকে টেলিফোনে তাঁকে ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু করতে বলেন। আঞ্চলিক পরিচালক তাঁকে জানান, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করতে না দিলে, কর্মীরা বেতার কেন্দ্রে যাবে না।' জেনারেল রাও তখন ভাষণ প্রচারে সম্মতি জানিয়ে অবিলম্বে অনুষ্ঠান প্রচার করতে বলেন। আঞ্চলিক পরিচালক তাঁকে জানান, "প্রকৌশল এবং অনুষ্ঠান শাখার কর্মীদের খবর দিয়ে এনে স্টুডিও এবং ট্রান্সমিটারের যন্ত্রপাতি চালু ক'রে অনুষ্ঠান প্রচার রাতের অধিবেশনের সময়সীমার মধ্যে সম্ভব নয়। ভারচেয়ে পরদিন ভোর থেকে পূর্বঘোষণা দিয়ে সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করলে ভাল হবে।" অগত্যা জেনারেল রাও ফরমান আলী আঞ্চলিক পরিচালকের কথা মেনে নিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ৮ই মার্চ সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও খুলনা কেন্দ্র থেকে একযোগে প্রচারিত হল। বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাসভবনে ঢাকা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে রেডিওতে নিজের ভাষণ শুনেছিলেন।
এরপর পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ৬টি বেতার কেন্দ্র এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিটি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পূর্ণ অথবা নির্বাচিত অংশ প্রচার করা হয়।

পাকিস্তান সরকারের একান্ত আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান ছিল রেডিও পাকিস্তান। তারই অধীনস্থ বাঙালি বেতারকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বেতারে প্রচারের দাবিতে যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত এবং সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তার কাছে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা প্রথমবারের মত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। আর মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকাতো অবিস্মরণীয়। এই সব ঘটনাবলী এবং বাঙালি বেতারকর্মীদের ভূমিকা ও অবদান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান লাভের দাবি রাখে।

লেখক: বাংলাদেশ বেতারের অবসরপ্রাপ্ত উপমহাপরিচালক এবং স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক

কপালের আকাশে

প্রত্যয় জসীম

বাঁকা চাঁদের মত কপালের আকাশে
একটি চুল হিরন্ময় হয়ে ভাসে
বুঝিনা কবি মন কাকে ভালবাসে...।

অনেক কাছে তুমি... কিছুটা উদাস মনে ভাবি
কতদিন উপোসী... কত অনাহারী... অভাবী...।
চুল যেন নদীর ঢেউ... নারীও তো নদী...
বুকের নদীতে আনন্দস্রোত বহমান নিরবধি

ফক্কা জোছনা যেন তোমার মায়াবী চুল
পূর্ণিমা... জোজাগরী রাতে-
তোমার চুলের অরণ্যে হব ঘুমে ব্যাকুল
মনে সংশয়... ভাবি, যদি হারাই দু'কূল।

পিতার কণ্ঠস্বর : বাঙালির প্রাণ-স্পন্দন

আনওয়ার হুসাইন

যুগ-যুগান্তরের সুপ্ত ঐতিহ্য আমার অস্তিত্বের
অনুভবে মানচিত্রের চতুষ্কোন জেগে ওঠে জলন্ত সূর্য
চেতনায় মিছিলে, রাজপথে তনি পিতার কণ্ঠস্বর
আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, সনাতন আকাশের
নীচে মাকে মা বলে ডাকার অনাবিল অধিকার
অদৃশ্য বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার মত জন্মভূমি।

স্বকীয় মহিমায় ফটোফ্রেমে বাঁধানো নিষ্পলক চোখ
যেন চর্যাপদের পঙ্‌ক্তিমালা, আদি নিদর্শন।
অতীতের ক্ষত চিবুক স্পর্শ করে আবহমান কাল
মায়ের বক্ষ নিংড়ানো বাণী সৃষ্টি নিলয়ে প্রাণ-স্পন্দন

কাঁচের মত স্বচ্ছ হৃদয় থেকে উচ্চারিত অমর
উজ্জ্বল ভরা জোয়ারে বর্ষার আনন্দের মত
উপচে পড়া নদীর শত সহস্র ধারা জাতির
উপলব্ধির অধ্যায় আমার মূল্যবোধের পরিচয়।

ভাষা-ভালবাসা

ফজলুল হক সিদ্দিকী

১.
আগুন-আগুন ফুলগুলি
রক্তে ফাগুন বিগুণ আলো
ভরা বুকের অন্ধকারে
গভীর ব্যথায়- গভীর কালো।
'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো...'
২.
স্বাধীন সুরে- স্বাধীনতা
বাংলা ভাষার ন্যায্য কথা
এক মিছিলে ছড়িয়ে গেল
আন্দোলনের এক পতাকা ।
'আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা'
৩.
বরকত-সালাম-রফিক -জাব্বার
এক তর্জনীতে গর্জে ওঠে-
"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার..."
এক মুজিবের ঐক্যজোটে ।
৪.
মা-মাসী সেই থেকে বীরাঙ্গনা
ভাষা-স্বাধীনতার একাকার-
'আমার সোনারবাংলা...'
তুমিই তুলসা- উপমা তোমার।

জলের স্বভাব

রফিকুল নাজিম

জলেরও রাগ আছে
জলেরও গোছা হয়
গোছা মলে বানের জলে ভেসে যায় দুই তীর,
সাপের মত ফুঁসতে ফুঁসতে জল ঢুকে যায়
কৃষাণ-কৃষাণীর বাসর ঘরে
ভাসিয়ে নেয় বাসরের ফুল চন্দন ও সোহাগী রাত
জল ভাসিয়ে নেয় থালাবাটি, চুড়ি, ফিতে, স্নেহ ও কাম
রেখে যায় পিচ্ছিল পথ, মাঠ ধানক্ষেত, মাছের বংশকুল।
জলের তুলুল ক্ষোভে ও আঘাতে নদীর দুই তীর ভাঙে
নিশ্চিহ্ন করে যায় বিস্তৃত এঁটেল ও বেলেমাটির ছায়াভাস
তারপর চারিদিকে শুধু জল আর জল; খোলস মানুষ।
জলেরও রাগ আছে
এই নিষ্ঠুরদ-এই নির্লিপ্ত জলেরও গোছা হয়
জল ক্ষেপে গেলে নেমে যায় নিচে; যতটুকু সে পায়।
স্বভাবতই জল নিম্নগামী হয়...

বঙ্গবন্ধুর শিশু আইনের ধারাবাহিকতা ও জাতীয় শিশুদিবস

রফিকুর রশীদ

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল শিশুর মত সরল প্রাণ, শিশুর মত আবেগভরা সহজ হৃদয়। শিশুদের তিনি ভালবাসতেন বুকের মমতা দিয়ে, নিবিড়ভাবে। রাষ্ট্রনায়ক হবার পরও একটুখানি সময়-সুযোগ পেলেই তিনি শিশুদের সঙ্গে গল্প খুলে মিশতেন, অপার আনন্দ পেতেন, নতুন কালের উত্তীপনা লাভ করতেন। শিশুরা ছিল তাঁর কাছে অফুরন্ত প্রেরণার উৎসভূমি। ফুলের মত ফুটে থাকা বিচিত্র সব শিশুমুখের দিকে তাকিয়ে এই মহান নেতা বাংলার ভবিষ্যৎ দেখতেন। তিনি প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন- আজকের শিশুই আগামী দিনের রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা, কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, চিত্রবিদ। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক শিশুর ভেতরেই আছে অপরিমেয় সম্ভাবনা। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করা এবং সেটা করা উচিত রাষ্ট্রের স্বার্থেই। এই সব বিকশিত প্রতিভার গৌরবে গর্বিত হবে রাষ্ট্র, তাদের সেবার অবদানে ধন্য হবে রাষ্ট্র। কাজেই রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে শিশুবান্ধব এবং প্রতিভা বিকাশে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে। শিশু অধিকার রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকেই যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

হাজার বছরের শোষিত বঞ্চিত বাঙালি জাতির বুকের পঞ্জরে লালিত স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ মুকুলিত শুধু নয়, প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। তাঁরই হাত ধরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। পরিত্যক্ত বাড়িঘর অগ্নিদগ্ধ। অনাবাদি ফসলের মাঠ। দীর্ঘ নয় মাস পরে এলাই মাকে এল স্বাধীনতা। মানুষের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই। কোথায় চিকিৎসা! কোথায় বা শিক্ষা! সব কিছু ভেঙে পড়েছে বাংলাদেশে। তবু স্বাধীনতা এসেছে অবশেষে। যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যে-কোনো বিবেকবান মানুষই স্তম্ভিত এবং আতঙ্কিত না হয়ে পারে না। মানবেতর এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে শিশুরা টিকে থাকবে কেমন করে। আর শিশুরাই যদি অপুষ্টির শিকার হয়, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে, অসুস্থ থাকে তাহলে সেই জাতি উঠে দাঁড়াবে কার ভরসায়? সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলাই চলে। বাংলাদেশের বিজয় লাভের পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশের মাটিতে পা রাখতেই বঙ্গবন্ধু আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কান্নায় ভেঙে পড়েন। চারপাশে তাকিয়ে তিনি চমকে ওঠেন- এই কি তাঁর সোনার বাংলা! তাঁর দু'চোখ ভরে ওঠে অশ্রুজলে। গোটা জাতি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে জাতির পিতার মুখের দিকে। প্রবল আত্মবিশ্বাস আর সাহসিকতার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন দেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। পুরানো ক্ষতক্ষতি কাটিয়ে উঠে বাংলাদেশের সন্তানী জনগণ যেন আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, দু'হাতে আগল সরিয়ে স্বাধীন এই ভূখণ্ডকে যেন শিশুর নিরাপদ বাসস্থানে পরিণত করা যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সরকার। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান। সেখানে মর্যাদার সাথে ঘোষিত হয় শিশু অধিকারের কথা। বাংলাদেশের নতুন সংবিধানের ২৮(৪) ধারায় শিশুর উন্নয়ন ও তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার কথা যথাযথভাবে স্থান দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তরিক আগ্রহ এবং উদ্যোগের কারণে ১৯৭৪ সালে এই দেশে প্রণয়ন করা হয় জাতীয় শিশু আইন। স্মরণ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশে এই আইনটি যখন প্রণয়ন ও পাস হচ্ছে, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ তখনও অনুমোদিত হয়নি। সেটি হয় ১৯৮৯ সালে। পরের বছর, অর্থাৎ

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সেই আন্তর্জাতিক সনদেও স্বাক্ষর করে। বস্তুত একটু গর্বের সঙ্গেই বলা যায় জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে প্রথম স্বাক্ষরকারী ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। মজার ঘটনা হচ্ছে, জাতিসংঘে অনুমোদিত এই আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই ১৯৭৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশের শিশু আইনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শিশু অধিকারের প্রশ্নে ছিলেন অধিকতর আধুনিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন।

বঙ্গবন্ধু প্রণীত বাংলাদেশের শিশু আইনের দেশখ্যে যেমন আছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপর্যস্ত প্রেক্ষাপট, জাতিসংঘ অনুমোদিত শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন ও প্রস্তুতির পেছনেও তেমনি রয়েছে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিশপ্ত প্রেক্ষাপট। যুদ্ধ থেকে দেশেও তার অশুভ চিহ্ন রয়ে যায়। সে চিহ্ন বেশি করে বয়ে চলে শিশুরা। মা-বাবা হারিয়ে কেউ এতিম হয়েছে, হাত-পা হারিয়ে কেউ বা পঙ্গু, বারুদের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ অনেক শিশু। শিশুরাই যদি ভবিষ্যৎ হয়, তাহলে এই সব বিপন্ন মানবশিশুকে বাঁচাতে হবে, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিতে হবে। মূলত এই ভাবনা থেকেই এগিয়ে আসে বিশ্ববিবেক। ১৯৫২ সালে 'শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন' এর উদ্যোগে বিশ্ব শিশুদিবস পালনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও ১৯৫৩ সালের ৫ অক্টোবর বিশ্বের ৪০টি দেশে এ দিবসটি কথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ১৯৫৪ সালে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার ঘোষণা গৃহীত হয় এবং সারাবিশ্বে দিবসটি পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয় ইউনিসেফকে। তারই ধারাবাহিকতায় সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশও। এদিকে সার্কভুক্ত দেশগুলো ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দশকটিকে 'সার্ক কন্যাশিশু দশক' হিসেবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সম্প্রতি যোগ হয়েছে অটিজম বা প্রতিবন্ধী শিশুদের মানবিক বিকাশে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ।

সুখের কথা, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার এই সামাজিক আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু যে শিশু আইন উপহার দিয়ে যান, পরবর্তীতে তারই আলোকে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি ২০১১-তে শিশুর সার্বিক দিক বিবেচনায় এনে শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের কথা বলা হয়েছে। এই শিশুনীতিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শিক্ষাকে ঝরে পড়া প্রতিরোধসহ ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

সেই ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিশু আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রতি মনোযোগ ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, শিশুদের আহার-বাসস্থান-চিকিৎসা তাঁরবার পাশাপাশি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য উন্মুক্ত করে দেন শিক্ষার দুয়ার। অবৈতনিক শিক্ষার সাথে সাথে বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সুলভ এ উদ্যোগে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার আবারও দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয়করণ করেন, বছরের শুরুতেই মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মাঝারের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার ও আধুনিক ই-মেইল প্রযুক্তি।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশই শিশু। কাজেই শিশুর ভবিষ্যৎ মানেই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। মনে রাখতে হবে- আমার বাসস্থান শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে বেড়ে ওঠার অধিকার নিশ্চিত করাও সকল শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্পীমন থাকে। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে শিশুকে যুক্ত করার পাশাপাশি তার অন্তরের গভীরে সুপ্ত কোমল সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে পারলে তবেই হবে শিশুর সুষম বিকাশ। অবশ্য এ জন্য শুধু রাষ্ট্রের উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না, পারিবারিক পরিচর্যা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই সত্যিকার অর্থে একুশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য নাগরিক গড়ে উঠবে বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে থেকে। এরাই গড়ে তুলবে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা'। শিশুদের গভীরভাবে ভালবাসতেন বলেই বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিনে কচিকাঁচার আসর, খেলাঘর প্রভৃতি শিশু সংগঠনের শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করতেন, শিশুদের চোখের গভীরে দেখতেন বাংলার ভবিষ্যৎ। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। এদেশের শিশুদের নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। সবাই মিলে এই রাষ্ট্রকেই করে তুলতে হবে শিশুবান্ধব রাষ্ট্র। তবেই হবে জাতীয় শিশুদিবস পালনের সার্থকতা।

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বছরে একাধিকবার শিশুদিবস পালন করা হয়। এর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একান্ত নিজেদের মত করেও পালন করে শিশুদিবস। বাংলাদেশে জাতীয় শিশুদিবস পালিত হয় ১৭ মার্চ, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে। এরকমভাবে শিশুদিবস নির্ধারণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই আছে।

আন্তর্জাতিকভাবে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জাতীয়ভাবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোন দিবসকে শিশুদিবস হিসেবে পালন করে থাকে। প্রতি বছর জুনের দ্বিতীয় রবিবার আমেরিকায়, ১ জুলাই কানাডায়, ৪ এপ্রিল চীনে, স্কটল্যান্ডে ৩০ আগস্ট, জাপানে ৫ মে, জার্মানিতে ২০ সেপ্টেম্বর, ভারতে ১৪ নভেম্বর (প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন) এবং এরকম আরও বিভিন্ন দিন বিভিন্ন দেশে জাতীয় শিশুদিবস হিসেবে পালিত হয়। তবে সব দেশেই শিশুদিবস পালনের উদ্দেশ্য একটাই- দেশের শিশুদের অধিকার ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বার্তা দেওয়া। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব শিশুদিবস পালন করা হলেও জাতীয় শিশুদিবস ছিল না। এই অভাব পূরণে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই সরকারের মন্ত্রিসভা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশুদিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়। এ দিনটি সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। বঙ্গবন্ধু নিজে কখনো নিজের জন্মদিন পালন করতে পছন্দ করতেন না। জন্মের এই দিনটিতে শিশুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে আনন্দ করে কাটাতে ভালবাসতেন। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং দায়িত্ববোধের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর জন্মদিন ১৭ মার্চকে জাতীয় শিশুদিবসের মর্যাদাদান তুলত শিশুদরদী জাতির পিতার প্রতি গোটা জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন বলে গণ্য করা যায়। এই লেখকে শিশুবান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তবেই এই শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ণতা পাবে, জাতীয় শিশুদিবস পালনও সার্থক হবে।

লেখক কথাসাহিত্যিক

২৫ মার্চ কালরাত

ইসমত আরা পলি

> ২৫ মার্চের গণ হত্যার (অপারেশন সার্চলাইট) প্রথম পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়। অধ্যাপক ফজলুর রহমান এবং তার দুই আত্মীয় নীলক্ষেতের ২৩নং ভবনে নিহত হন। পাকিস্তানি বাহিনী অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং অধ্যাপক রশিদুল হাসানের (ইংরেজি বিভাগ) বাসভবন আক্রমণ করে। তাঁরা দুজনেই খাটের নিচে লুকিয়ে বেঁচে যান, কিন্তু পরবর্তীতে আল-বদর বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। ২৪নং ভবনে বাংলা সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম থাকতেন।

২৫ মার্চ, ১৯৭১। এখন থেকে প্রায় ৫১ বছর আগে সেই ভয়াল কালরাতে রক্তস্নাত জন্ম বাংলাদেশ নামের এই স্বাধীন রাষ্ট্রের। নিরস্ত্র বাঙালিদের গণহত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট। মেজর জেনারেল কহমানের নেতৃত্বে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপিআর সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ধ্বংস ও পরাভূত করা এবং ২য় ও ১০ম ইবিআর-কে নিরস্ত্র করা। ২৫ মার্চে পাকিস্তানি বাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বিচারে হত্যা। সেই রাতে সমগ্র ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করা হয় ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েকটি সুসজ্জিত দল ঢাকার রাস্তায় নেমে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল ১৮নং পাঞ্জাব, ২২নং বেলুচ, ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এবং

কিছু সহযোগী ব্যাটেলিয়ন। এই বাহিনীগুলোর অস্ত্রসম্ভারের মাঝে ছিল ট্যাংক, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, রকেট নিক্ষেপক, ভারী মর্টার, হালকা মেশিনগান ইত্যাদি। এই সমস্ত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অগ্রসর হয়। ইউনিট নং ৪১ পূর্বদিক থেকে, ইউনিট নং ৮৮ দক্ষিণ দিক থেকে এবং ইউনিট নং ২৬ উত্তর দিকে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে ফেলে।

২৫ মার্চের গণহত্যার (অপারেশন সার্চলাইট) প্রথম পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়। অধ্যাপক ফজলুর রহমান এবং তার দুই আত্মীয় নীলক্ষেতের ২৩নং ভবনে নিহত হন। পাকিস্তানি বাহিনী অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং অধ্যাপক রশিদুল হাসানের (ইংরেজি বিভাগ) বাসভবন আক্রমণ করে। তাঁরা দুজনেই খাটের নিচে লুকিয়ে বেঁচে যান, কিন্তু পরবর্তীতে আল-বদর বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। ২৪নং ভবনে বাংলা সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম থাকতেন। তাঁর বাসভবনে প্রবেশমুখে দুইজন আহত নারী তাদের সন্তানসহ কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের রক্তের দাগ লেগে ছিল মাটিতে। পাকিস্তানি বাহিনী যখন তাঁর বাসভবন আক্রমণের জন্য আসে, তখন তারা রক্তের দাগ দেখে ধারণা করে নেয় অন্য কোন ইউনিট হয়ত এখানে কাজ সমাধা করে গেছে, তাই তারা আর প্রবেশ করেনি। এভাবে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম নিতান্ত ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।

১২নং ফুলার রোডের বাসভবনে পাকিস্তানি আর্মি সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সায়েদ আলী নোকির বাসায় যায়। আর্মি তাকে ছেড়ে দিলেও ওই একই ভবনের ভূ-তত্ত্ববিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল মুক্তাদিরকে হত্যা করে। তাঁর মৃতদেহ জহরুল হক হলে (তদানীন্তন ইকবাল হল) পাওয়া যায়। ইংরেজি সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ক ম মুনিম, যিনি সেই সময় সলিমুল্লাহ হলের হাউস টিউটরের দায়িত্বে ছিলেন, পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে আহত হন। ঢাকা হলের গণিত বিভাগের অধ্যাপক আ র খান খাদিম ও শরাফত আলীকে হত্যা করা হয়। তারা জগন্নাথ হলে শিক্ষকনিবাসে আক্রমণ করে এবং অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মির্জা হুদা ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবিরকে লাঞ্ছিত করে।

তৎকালীন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের আবাস জগন্নাথ হল আক্রমণের সময় হলের প্রভোস্টের বাসাও আক্রমণ করা হয়। তারা জনপ্রিয় শিক্ষক, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক জি সি দেবকে হত্যা করে, সঙ্গে তাঁর মুসলিম দত্তক কন্যার স্বামীকেও। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী বাসভবনে আক্রমণ করে এবং সেখানে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামানকে তাঁর পুত্র ও আত্মীয়সহ হত্যা করে। জগন্নাথ হলে প্রভোস্ট অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা তাদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। হলের ইলেক্ট্রিশিয়ান চিত্রাবলী ও চাক্ষুষ সাক্ষী রাজকুমারী দেবী জানান, ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকেরা অধ্যাপক ঠাকুরতাকে চিনতে পারেন এবং তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের কাছে একটি গাছের নিচে সমাহিত করেন। পরের সকালের বর্ণনা দিয়েছেন বুয়েটের শিক্ষক ড. নূরুলউল্লা। তিনি সেই সকালের ঘটনা ক্যামেরাবন্দী করে রেখেছিলেন দূর থেকে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত জেনোসাইডের সবচেয়ে বড় দলিলের অন্যতম। তিনি সকাল ৭-৮ টার দিকে যে দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করেন তার বর্ণনা দেন এভাবে-

'...জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম, জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে কিছু ছেলেকে ধরে আনা হচ্ছে এবং লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে। তখনই আমার সন্দেহ হয় এবং আমি ক্যামেরা অন করি। ...কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম, ছেলেগুলোকে একধারছে গুলি করা হচ্ছে এবং এক এক জন করে পড়ে যাচ্ছে। আবার কিছু সংখ্যক লোককে ধরে আনা হচ্ছে।...'

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার সাথে অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকেও রাখা হয় এবং পরে হত্যা করা হয়। সহযোগী হাউস টিউটর অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকেও ছাত্রাবাসেই হত্যা করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন মূলত গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহরুল হক হলের 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র আন্দোলন পরিষদ'-কে কেন্দ্র করে। তাই, পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম লক্ষ্য ছিল এই হলটি। অধ্যাপক ড. ক ম মুনিমের মতে, এই হলের কম-বেশি ২০০ জন ছাত্রকে তারা হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযানটি কতটা নৃশংস ছিল, জগন্নাথ হলের ক্যান্টিনের কর্মী সুনীল কুমার দাসের বিবরণে তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'সেদিন (জগন্নাথ হলের) শহিদ মিনারের পাশে কত লোকের যে লাশের সারি ছিল, তার কোন হিসাব নেই। হল থেকে ছাত্রদের, হলের

শিক্ষক-কর্মচারীদের হত্যা করে লাশ এনে কবর দেওয়া হয়। আমিসহ চারজন কর্মচারী একটা ট্রেনে লুকিয়ে ছিলাম। আমরা পরদিন সকালে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই।'

সবচেয়ে বড় হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে জগন্নাথ হলে। রাত বারটার পর সেনারা জগন্নাথ হলে প্রবেশ করে এবং প্রথমে মর্টার আক্রমণ চালায়, সেই সাথে চলতে থাকে অবিরাম গুলি। তারা উত্তর ও দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকে নির্বিচারে ছাত্রদের হত্যা করতে থাকে। সেই আঘাতে ৩৪ জন ছাত্র প্রাণ হারান। জগন্নাথ হলের কয়েকজন ছাত্র রমনা কালীবাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে ৫/৬ জনকে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র একজনের নাম পরবর্তীতে জানা যায়, তার নাম রমণীমোহন ভট্টাচার্য। ছাত্রদের কাছে আসা অনেক অতিথিও এই সময় প্রাণ হারান। এদের মধ্যে ভৈরব কলেজের হেলাল, বাজিতপুর কলেজের বাকুল পাল, জগন্নাথ হলের বদরুদ্দোজা, দেওকোনার জীবন সরকার, মোজাফ, বাচ্চু ও জমর। ছাত্রদের মাঝে ভীতি সঞ্চারের জন্য সেনারা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে লাশ ফেলে রেখে যায়। এর মধ্যে শহিদুল্লাহ হলের পুকুর পাড়েই তারা ১০টির মত লাশ ফেলে রেখে যায়।

শহিদ মিনার ও বাংলা একাডেমি আক্রমণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাদলটি শহীদুল্লাহ হল সংলগ্ন শিক্ষকনিবাসগুলোর এবং মধুসূদন দে'র বাসভবনেও আক্রমণ করে। ১১নং ভবনে ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি বিল্ডিংয়ের শিক্ষক মোঃ সাদেককে হত্যা করা হয়। এখানে তারা প্রায় ৫০টির মত হত্যাকাণ্ড ঘটায়, যাদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশ অফিসার (রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পালিয়ে আসা), রাষ্ট্রপতি ভবনের পাম্পগার দায়িত্বে থাকা ইপিআর সদস্যগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ২৩নং আবাসিক ভবনের ছাদে আশ্রয় নেয়া নীলক্ষেত বস্তির কয়েকজন অধিবাসী।

তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছিলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। ২৭ মার্চ সকালে শহর থেকে কারফিউ তুলে নেওয়ার পর সাইমন বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফরাসি আলোকচিত্রী শিপেল লয়া। ২৫ মার্চ রাতের ধ্বংসযজ্ঞ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন শহরজুড়ে। এক সাক্ষাৎকারে সাইমন ড্রিং বলেন, ২৭ মার্চ ঘুরতে ঘুরতে তিনি ইকবাল হলেও ঢুকেছিলেন। তিনি সেখানে নিজে ৩০টি লাশ গুনে দেখেছেন। ড্রিং জানান, সেদিন মর্টারের শেল আর মেশিনগানের অবিরাম গুলিতে শুধু ইকবাল হলেই নিহত হয়েছিলেন ২০০ নিরপরাধ ছাত্র। রাজারবাগ দুই দিন পরও দেখা যাচ্ছিল পুড়ে যাওয়া রুমের মধ্যে পড়ে থাকা লাশ আর লাশ। পাকিস্তানি বাহিনী আরও বহু লাশ সরিয়ে ফেলেছিল আগেই।

২৫ মার্চ রাতে মেয়েদের আবাসিক হল রোকেয়া হলেও আক্রমণ হয়েছিল। কারণ, এই হলের মেয়েরা তামি রাইফেল হাতে কুচকাওয়াজ করতেন। সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ছাত্রীরা হল থেকে দৌড়ে বের হওয়ার সময় মেশিনগানের গুলি চালিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে রোকেয়া হলে কী ঘটেছিল, সে ব্যাপারে ঢাকার সে সময়ের মার্কিন কনসাল জেনারেল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি প্রতিবেদন পাঠান। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের একটি কক্ষে ছয়টি মেয়ের লাশ পা-বাঁধা ও নগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ঢুকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানকার চার কর্মচারী, সলিমুল্লাহ হলে ঢুকে সেখানকার বারজন ছাত্র, ফজলুল হক হলের সাতজন, সূর্যসেন হলের সাতজন এবং মুহসীন হলের দশজন ছাত্রকে হত্যা করে।

জগন্নাথ হলে সেদিন যারা শহিদ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ৬৬ জনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের নামের তালিকা উৎকীর্ণ আছে হলের মাঠে গণকবরের জায়গায় তৈরি একটি নামফলকে। সম্প্রতি এ গণকবরটি আধুনিকায়ন করে অত্যাধুনিক একটি 'গণকবর স্মৃতিসৌধ' তৈরি করা হয়েছে।

একাত্তরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী দেশজুড়ে নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে গণহত্যা চলেছে তার মধ্যে বাংলাদেশের গণহত্যার পরিধি ও মাত্রিকতা সজিয়বিহীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ভ্যাপ আর নেই। দিনটিকে ঘিরে গণহত্যার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক-সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে পৃথিবীর কোথাও আর কখনোই এরকম গণহত্যার ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তাই ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালনের সিদ্ধান্তটি ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি

সোহরাব পাশা

শেষবার সবকটি আঙুলে খামচে ধরেছিলে রক্তে ভেজা
গাঢ় লাল ঘাস, ধুলোমাটির দলা
যা ছিল তোমার প্রাণে শ্রেষ্ঠ অহংকার।

মৃত্যুর শব্দেরা খুব করুণ নির্মম
হঠাৎ চমকে ওঠে, কোলাহলে মত্ত
আরণ্যক পাখি
পাখিরাও উড়াল খুঁজেছিল মৃত্যু থেকে
তুমি শুধু ভালবেসেছিলে
মৃত্যুর অধিক এই স্বদেশের মাটি।

তোমার সে রক্তভেজা মৃত্তিকার দোলে
শস্যময় জীবনের হাসি
স্বপ্নের নক্ষত্র হয়ে থির থির কাঁপে
গভীর উজ্জ্বল লাল পতাকার দেশ-
সব থেকে প্রিয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাম
বাংলাদেশ।

একুশে ফেব্রুয়ারি

মনিজা খানম

একুশ তুমি রক্তমাখা দিন
একুশ তুমি মাতৃভাষার চিন।

একুশ তুমি রক্তকন্যা দিয়ে
টিকিয়ে রাখলে বাংলা ভাষা,
একুশ তুমি হৃদয়ে জাগালে
স্বাধীন বাংলার আশা।

একুশ তুমি ফাগুন আলোয়
বাংলা ভাষার ধারাপাত,
সেই আলোতেই কণ্ঠে শ্লোগান
'অত্যাচারী যাক নিপাত!'

একুশ তুমি ভাষার গানে
স্বাধীনতার সূত্রপাত,
একুশ তুমিই শিখিয়েছ
শত্রুবুকে হানতে আঘাত।

একুশ তুমি জ্বেলেছ হৃদয়ে
ভাষা দিবসের আলো,
তাইতো একুশ আমি তোমায়
বাসি এত ভাল।

স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত

কল্পনা সরকার

পরাধীনতার বিষবাষ্পে আবদ্ধ যারা
চোখ থাকতেও অন্ধজন তারা
সৌরশক্তির দীপ্ত বিকিরণ
চাঁদের কিরণ,
আলো, ছায়া, মায়া- বহমান নদীর উত্তাল ঢেউ
অনুভবে ছুঁয়ে যায় না সেই মন!
মৃত্যুর মত সত্য- জীবন আক্রান্ত!
মরণেই খোঁজে সর্বত্র অব্যাহতি।
পক্ষান্তরে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত যারা
আপন স্বরূপ চিত্র
শেকড় থেকে শিখরে সিঁড়ি বেয়ে উঠা
এমন স্বপ্নছবি আঁকতে পারে তারা
সবুজ শ্যামল সুঘ্রাণে বুক ভরে
রংধনুর সব রং ছুঁয়ে যায় মানসপটে
ফুল হয়ে অনন্তকাল ফোটে
প্রজন্মের প্রবাহমান ধারা
স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত যারা।

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২২

সবাই মিলে বেতার শুনি, বেতারেই আস্থা রাখি
Radio and Trust

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩০ মাঘ ১৪২৮
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাণী

বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৩ ফেব্রুয়ারি 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২২' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বেতারের শ্রোতামণ্ডলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বেতার একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সব ধরণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু মিডিয়া বৈচিত্র্যের অন্যতম অনুসঙ্গ। স্বাধীন গণমাধ্যম দেশ ও জাতির কল্যাণ ও মুক্তির আলোকবর্তিকা। এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপ্রাদ্য 'সবাই মিলে বেতার শুনি, বেতারেই আস্থা রাখি' (Radio and Trust) অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ বেতার দেশের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যম। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গর্বিত উত্তরসুরি বাংলাদেশ বেতার আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনমানুষের তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম উৎস। এছাড়াও যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী শিক্ষার প্রসার, ডিজিটাল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন বার্তা প্রচারেও বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করতে বাংলাদেশ বেতার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৮
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাণী

বিশ্ব বেতার দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আমি বেতারের শিল্পী, শ্রোতা, সম্প্রচারকর্মী ও কলাকুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য- 'সবাই মিলে বেতার শুনি, বেতারেই আস্থা রাখি (Radio and Trust)' নির্ধারিত হয়েছে। করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। দুর্যোগের এই সময়ে সঠিক বার্তা, দিকনির্দেশনা, সর্বোপরি করোনা মোকাবিলায় সরকার গৃহীত নানা উদ্যোগ এবং এই মহামারী থেকে সুরক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে এসেছে বেতার, অর্জন করেছে আস্থার জায়গা। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সঠিক সংবাদ ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রচার এবং সৃজনশীল অনুষ্ঠান বেতারকে আরও শ্রোতামুখী করছে প্রতিনিয়ত।

১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উন্নয়ন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার মান উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসসহ সার্বিক উন্নয়নে বেতারের ভূমিকা অনবদ্য। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' হিসেবে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশ বেতারের অনন্য ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ তৎকালীন স্বৈরশাসকের বাধার মুখে ৮ মার্চে বেতারে প্রচার করা, মুক্তিকামী বাঙালিকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশ বেতার সবসময় এদেশের জনগণের পাশে থেকেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই দেশে গণমাধ্যমের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই দেশে প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দিই। আমরা ২০০৯ সাল থেকে গণমাধ্যম, তথ্য ও তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়ন করে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে অনেকগুলি টেলিভিশন, এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের ফলে টেলিভিশন সম্প্রচারে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় নিরন্তর সেবা পৌঁছে দিচ্ছে বেতার। সমসাময়িক যুগের চাহিদা মেটাতে বর্তমানে এ্যাপস- এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ ও অনুষ্ঠান ইন্টারনেটে দেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের শ্রোতার কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বেতার নানা আয়োজনের মাধ্যমে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' পালন করছে। এই আয়োজনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ ও অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, সাংগঠনিক দক্ষতা, ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর ভূমিকার ওপর বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদন ও তথ্যসমৃদ্ধ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বেতার আমাদের সরকারের চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ও দেশের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২২'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৮
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাণী

১৩ই ফেব্রুয়ারি সারাবিশ্বে একযোগে উদযাপিত হচ্ছে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব বেতার দিবস। এ উপলক্ষে আমি বেতারের শ্রোতা, শিল্পী, কলাকুশলী সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সবাই মিলে বেতার শুনি, বেতারেই আস্থা রাখি (Radio and Trust)'। বর্তমান সময় বিবেচনায় এই প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী। বিশ্বব্যাপী বেতার তার প্রচারিত সংবাদ ও অনুষ্ঠানের মেলবন্ধনে শ্রোতাদের প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে বিশেষ করে করোনার এই দুঃসময়ে জনগণের মাঝে একটি বিশ্বাসের জায়গা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উত্তরসূরি বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ বেতারের নাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকেরা তাদের কণ্ঠযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের মুক্তিকামী মানুষকে প্রেরণা যুগিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

সম্প্রচার পরিধি এবং সম্প্রচার সময় বিবেচনায় বাংলাদেশ বেতার দেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। দেশ ও বিদেশের কোটি কোটি শ্রোতার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সংবাদ আর অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে দেশের এই প্রাচীন গণমাধ্যমটি। বাংলাদেশ বেতার সরকারের নীতিমালা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিনোদন, খেলাধূলাসহ সকল ক্ষেত্রে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করে জাতীয় অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রাখছে। করোনা মহামারী বিপর্যয় মোকাবেলায় সঠিক দিকনির্দেশনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগ এবং করোনা হতে রক্ষা পেতে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা প্রতিনিয়ত প্রচার করে জনগণের সঙ্গী হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ বেতার। এছাড়াও রূপকল্প-২০৪১ ও ডেল্টা পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নত-সমৃদ্ধ ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নানামুখী তথ্য সরবরাহ করে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে বাংলাদেশ বেতার।

দেশের বৃহত্তম গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনকল্যাণে গৃহীত সরকারের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার পাশাপাশি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিগত পঞ্চাশ বছরে দেশের অর্জন তুলে ধরার পাশাপাশি একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগসমূহ এবং সরকারের নীতি ও কার্যক্রম জনগণের কাছে তুলে ধরছে বাংলাদেশ বেতার।

আমি বিশ্ব বেতার দিবস-২০২২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৮
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব বেতার দিবস। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১২ সাল থেকে দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে। আজকের এ বিশেষ দিনে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বেতারের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, শ্রোতা, সম্প্রচারকর্মীসহ সকল কলাকুশলীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রতিবছর বিশ্ব বেতার দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সমাজে বেতারের গুরুত্ব এবং এর কার্যকর ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয়। এবারের বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'সবাই মিলে বেতার শুনি, বেতারেই আস্থা রাখি (Radio and Trust)' সামনে রেখে শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী সংবাদ ও সৃজনশীল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা দিয়ে বেতারই পারে জনগণের কথা বলতে এবং তাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠতে। ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ বেতার অব্যাহতভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংবাদ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে চলেছে। আপদকালীন সময় ও দুর্যোগে বাংলাদেশ বেতার সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বেতারের সম্প্রচার কার্যক্রম পৌঁছে গেছে দুর্গম পাহাড় ও সুদূর সমুদ্রে। পাশাপাশি গুজব, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং কৃষি, জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচারের সুফল পেয়েছেন দেশ-বিদেশের শ্রোতারা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মোবাইল অ্যাপ ও অনলাইন সম্প্রচারের পাশাপাশি সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগের ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়নসহ আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ বেতার বদ্ধপরিকর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সঠিকতথ্য জানাতে বাংলাদেশ বেতার বছরব্যাপী প্রচার করছে বিশেষ সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান।

আমি আশা করি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশ গড়ার কাজে সকলকে আগ্রহী করে তুলতে বাংলাদেশ বেতার তার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি বিশ্ব বেতার দিবস-২০২২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মকবুল হোসেন, পিএএ

বেতার ও আস্থা

আহম্মদ কামরুজ্জামান

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে একটি পাঁচ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তৎকালীন অলইন্ডিয়া রেডিও-র ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে এই ভূখণ্ডে তার যাত্রা শুরু করেছিল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ বেতারের এখন রয়েছে দেশে ও বিদেশে কোটি কোটি শ্রোতা। প্রতিদিন নানামুখী সংবাদ ও অনুষ্ঠান বেতারে প্রচারের মধ্য দিয়ে দেশ-বিদেশের শ্রোতারা পাচ্ছেন তথ্য ও বিনোদন।

বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম জাতীয় গণমাধ্যমটি এতদঞ্চলের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে রেখেছে অনন্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রয়েছে বেতারের। দেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের বিষয়বস্তু দেশের আপামর জনতার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল বাংলাদেশ বেতার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ ও অনুষ্ঠান দেশের মুক্তিপাগল জনতাকে করেছিল উজ্জীবিত। যুদ্ধকালীন বাংলার মানুষ অধীর আগ্রহে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ও সংবাদ শুনত। এই কেন্দ্রের সূচনা সঙ্গীত ছিল 'জয় বাংলা, বাংলার জয়'। ঠিক এভাবেই দেশের সকল আন্দোলন-সংগ্রাম আর জাতিগঠনে বাংলার মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেশের এই প্রাচীনতম গণমাধ্যমটি।

কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশ বেতারের কর্মপরিধি বেড়েছে অনেকগুণ। সময়ের পথ বেয়ে বাংলাদেশ বেতার ৮৩ বছরে পদার্পণ করেছে। দীর্ঘ এইসময়ে বেড়েছে বাংলাদেশ বেতারের কলেবর, আয়তন, কার্যক্রম এবং সম্প্রচার সময়। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী করোনা মোকাবেলায় মধ্যম তরঙ্গ, ক্ষুদ্র তরঙ্গ, একএম ট্রান্সমিটারের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফরম অর্থাৎ ওয়েবসাইটে অনলাইন স্ট্রিমিং এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য ও বিনোদন দিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করেছে এই বেতার। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যথা- ফেইসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহার করে বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারসীমার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে দেশ-বিদেশের সকল শ্রোতার জনগোষ্ঠীর কাছে। এই প্রেক্ষাপটে এবছরের বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'সবাই মিলে বেতার অলি, বেতারেই আস্থা রাখি' বাংলাদেশ বেতারের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ বেতার প্রতিনিয়ত সম্প্রচার করছে সংবাদ ও অনুষ্ঠান। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, স্মার্টবাংলাদেশ-২১০০ এবং এসডিজি সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত বেতারে সম্প্রচার করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার ১৫টি মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার, ২টি শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার ও ৩৪টি একএম ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৭৩ ঘন্টার বেশি সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে ২টি পূর্ণাঙ্গ এফএম বেতার কেন্দ্র চালু হয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে ২টি করে একএম ও এইচডি ট্রান্সমিটার চালু করা হয়েছে। যার ফলে এনালগ এফএম এর পাশাপাশি এইচডি প্রযুক্তিতে ডিজিটাল সম্প্রচার সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের সবচেয় সংযোজন ২টি DRNG ভ্যান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করেছে বাংলাদেশ বেতার। বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা 'কেমন দেখেছি তাঁরে' এবং 'তিনি আমাদেরই লোক' শিরোনামে প্রতিদিন ২টি করে প্রতিবেদন প্রচার করে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন ঘটনা ও স্থান নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'আমাদের বঙ্গবন্ধু', দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক অবৈধ ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ের সরকারগুলোর দেশের উন্নয়নে রাজনৈতিক ব্যর্থতা তুলে ধরে আলোচনা অনুষ্ঠান '৭৫ পরবর্তী অবৈধ সরকার', জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ', বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে জনসাধারণের ভাবনার উপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে ধারাবাহিক পাঠ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিসন্ধ্যা, কবিতা, নাটক প্রচার করেছে এবং করছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার প্রচার করেছে বিশেষ সংবাদ ও অনুষ্ঠান। জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে দেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছে বেতার। এছাড়াও ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, অগ্নি ও অগ্নি তৎপরতা প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনা সমুন্নত রাখা, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, ভারত-বাংলাদেশ সীমানা বিরোধ মীমাংসা, ল্যান্ড ইকোনমি, মায়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমানা নির্ধারণে বিজয় অর্জন, শুদ্ধাচার, এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জন, তথ্য অধিকার আইন, বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, তথ্য বাতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার। এছাড়াও বৈশ্বিক মহামারী করোনা মোকাবেলায়

বহুব্যাপী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, জেন্ডার প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। জাতীয় সংবাদ, জাতীয় অনুষ্ঠান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ও গুণীজনদের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন ও গঠনমূলক বিষয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ বেতার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেশের আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ২০২০ সালকে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম এবং মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার উপর প্রতিদিনই প্রচারিত হচ্ছে সংবাদ এবং অনুষ্ঠান। যার লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনা দেশের জনগণ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্নীতিমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ বেতার। পঞ্চসচেতনতা গড়তে জলবায়ু, মাদক এবং জঙ্গিবাদের মত বিভিন্ন বিষয়ের কুফল নিয়ে নিয়মিতভাবে বিশেষ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে আসছে বেতারে। পাশাপাশি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠির বিনোদন ও তথ্যের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাদের নিজস্ব ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে অনুষ্ঠান ও সংবাদ। একই সঙ্গে সরকারের সাদা উদ্যোক্তা উদ্যোগ ও সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ বেতার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের প্রত্যাশার কথা স্মরণে রেখে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনগণের কথা তুলে ধরে সংবাদে প্রতিবেদন প্রচার করার পাশাপাশি বহির্বাজনের মত জনমুখী অনুষ্ঠান প্রচার করছে এই প্রতিষ্ঠান।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও মাঠ থেকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন খবরাখবর ও আন্তর্জাতিক খেলা সরাসরি সম্প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার। এই সম্প্রচার বাংলাদেশ বেতারকে জনগণের কাছে করেছে আরও জনপ্রিয়। ক্রীড়াঙ্গনের খবরাখবর নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রচার হয় অনুষ্ঠান ও সংবাদ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ বেতারকে সবসময় কাছে পায় দেশের আপামর জনগণ। প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের পাশে থেকে রাত-দিন নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করে থাকে বাংলাদেশ বেতার। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, ফুলমুলের সময় একটানা জরুরী তথ্য ও সতর্কবার্তা জনগণের নিকট পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশ বেতার ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার শ্রোতাদের জন্য প্রতিদিন ৪৭৩ ঘন্টারও বেশি অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচার করে। ফোন-ইন লাইভ প্রোগ্রাম, এসএমএস ভিত্তিক অনুষ্ঠান ফেইসবুক লাইভ, কেইসবুক ক্যানপেইজ, অ্যাপ, বেতার সাইভ স্ট্রিমিং-এর মত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতারা সরাসরি যুক্ত হতে পারছেন বেতারের সঙ্গে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতাক্লাব। এই ক্লাবগুলোর সদস্যরা শ্রোতা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত চিঠি লিখে বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। নিয়মিতভাবে সংবাদ পাঠক-পাঠিকা ও শিল্পীদের নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে বেতার।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ বেতার আধুনিকায়নের কাজ করছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। বাংলাদেশ বেতারের কক্সবাজার কেন্দ্রে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষুদ্রতরঙ্গ ট্রান্সমিটার এবং ১টি ২/২/০.৫ Rotatable Antenna স্থাপন করা হয়েছে। একসঙ্গে লিঙ্কড অটোমেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে সংবাদ প্রস্তুত করা থেকে সংবাদ রিপোর্টিং পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি কম্পিউটার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। সাইভ রিপোর্ট করার জন্য কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলমান আছে। বর্তমানে 'মুজিববর্ষ', এসডিজি, সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ও এর সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততার বিষয়টি সংবাদে লিঙ্কড আইটেম, ভয়েস ইন্সার্টসহ এবং প্রতিবেদন আকারে প্রচারিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বেতারের সকাল ৭টা ও রাত সাড়ে ৮টার সংবাদ একযোগে সকল এফএম চ্যানেলে প্রচারিত হওয়ায় দেশের জনগণ দেশ-বিদেশের সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন এবং জনজনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারছেন।

শুধু দেশে নয় বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সঙ্গে কাজ করছে ওতপ্রোতভাবে। যার মধ্যে আছে বিবিসি, ভয়েস অফ রাশিয়া, এনএইচকে ওয়ার্ল্ড, রেডিও জাপান ইত্যাদি। বাংলাদেশ বেতার Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD)-এ পরপর দুই মেয়াদে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার তার কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পেয়েছে পুরস্কার। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গৌরবময় ভূমিকার জন্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশ বেতারকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের সংগ্রহে রয়েছে ৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য তথ্যচিত্র, হাজারো সিনেমার গানের সংগ্রহ, মুক্তিযুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। এই অডিও আর্কাইভটি দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের সংরক্ষণে মূল্যবান ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বেতার সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে জনগণকে তার সেবা সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। নিয়মিত নিয়োগের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ বাংলাদেশ বেতারের একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিসিএস তথ্য ক্যাডারে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জটিলতা কাটিয়ে উচ্চতর পদসমূহে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাংলা ভাষা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে রচনা করে বাংলাদেশ বেতার তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বেতারের অঙ্গীকার- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একজন অংশীদার হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

১১তম বিশ্ব বেতার দিবস ২০২২ : বেতার এবং আস্থা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে কমিউনিটি বেতার

এ এইচ এম বজলুর রহমান

এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে, বেতার একটি সবচেয়ে বিস্তৃত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বছরের পর বছর ধরে, বেতার সঠিক সময়ে তথ্যে দ্রুত, সাশ্রয়ীভাবে প্রবেশাধিকার সৃষ্টি এবং জনস্বার্থ বিষয়ে পেশাদারিত্বমূলক উপস্থাপনা, সেইসাথে দূরশিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বিনোদন প্রদান করছে। বেতার এখন গতানুগতিক এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করছে। পডকাস্ট এবং মাল্টিমিডিয়া ওয়েবসাইটগুলোর মত বিভিন্ন ডিভাইস এবং ফরম্যাটের মাধ্যমে রেডিও এখন নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়বস্তু প্রচার করছে।

এখনও, বিশ্বের সকল নাগরিক বিশ্বাস করে না যে, তারা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং কোভিড-১৯ মহামারির কারণে স্বাভাবিকভাবে গণমাধ্যমের প্রতি আস্থা কমেছে, যা মূলত সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুত ছড়িয়ে পড়া মিথ্যা বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উদ্দীপিত হয়েছে। একই সাথে, আর্থিক প্রেক্ষাপট, কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি এবং ইন্টারনেট কোম্পানিগুলির কাছে বিজ্ঞাপন চলে যাওয়া রেডিওসহ অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের বিশেষ করে স্থানীয় রেডিও স্টেশনগুলোর আয় কমে যাওয়াকে ত্বরান্বিত করেছে এবং যাচাইকৃত তথ্য প্রচারের খরচ বাড়িয়েছে।

নির্দিষ্ট কিছু গণমাধ্যম বিষয়ক গবেষণায় ইন্টারনেট এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির উপর বিশ্বব্যাপী আস্থার সংকটের বিষয়টি উঠে এসেছে, তবে সংবাদ-এর উপর সামগ্রিকভাবে আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনও অনেকেই অন্য যে কোন মিডিয়ার তুলনায় বেতারে বেশি আস্থা রাখছে। এই আস্থা, সাশ্রয়িকতার সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য- যা বর্তমান সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ গণমাধ্যমের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে, সে ধরনের তথ্য প্রদানের জরুরতকে আরও জোরদার করছে এক্ষেত্রে খরচ যতই হোক না কেন।

রেডিওর প্রতি মানুষের আস্থার একটি অংশ এর স্বল্প খরচ এবং বিশ্বব্যাপী রেডিওর একই রূপ। ডিজিটালাইজেশন একটি বৈশ্বিক প্রবণতা হওয়া সত্ত্বেও, ইন্টারনেট এখনও এবং এমনকি যখন বিদ্যুৎ বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে তখনো বেতার শোনা সম্ভব। তাই বেতার যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমগুলির মধ্যে একটি, যা বেশিরভাগ মানুষ ব্যবহার করে।

হোম-এ কম্পিউটারের মালিকানা উভয়ের ক্ষেত্রে, অঞ্চল এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। সেই সাথে তথ্যে ডিজিটাল প্রবেশাধিকারও সমান নয়। সে তুলনায়, রেডিও সাশ্রয়ী মূল্যে জন্য করা যায় এবং শোনা যায়।

ডিজিটালাইজেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে প্রত্যাবর্তনকে আরও সমর্থন করে। কারণ স্মার্ট স্পিকার বা প্রবেশযোগ্য বেতার রিসিভারগুলির ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য নতুন পরিষেবা এবং বিষয়বস্তু তৈরি করা যেতে পারে।

গণমাধ্যমের উপর আস্থার মাত্রা বজায় রাখতে এবং আরো বাড়াতে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে, বেতারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রয়েছে, কারণ এটি সংখ্যালঘুদের জন্য অনুষ্ঠান তৈরি করতে পারে এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সহজ উপায়ে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে অনুষ্ঠানে এনে তাদের কথা তুলে ধরতে পারে। যার জন্য তাবা পরিষেবা বা ক্যামেরার ব্যয়বহুল রোল-আউট প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিটি রেডিও তাদের কাছে পৌঁছায় যারা মূলধারায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় যাদের প্রতিনিধিত্ব কম এবং স্থানীয় পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে পারে যা তাদের স্থানীয় স্টেশনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করে। বেতার নিউজরুম এবং সম্পাদকীয় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের জন্য শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

এই অনন্য সাধারণ সক্ষমতাই হল ব্যাপক জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছানো, তার মানে হল বেতার একটি সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারছে, যা এই সময়ে বিভিন্নতা নিয়ে কাজ করছে এবং যারা প্রতিনিধিত্ব করছে সবাই শুনছে এবং কথা বলছে। বেতার স্টেশনগুলো সমাজে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়গুলোকে নিয়ে কাজ করছে এবং ভিন্নমাত্রার ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য আলোচ্য বিষয় তৈরি ও মতামত প্রদান করছে পাশাপাশি সমাজে বসবাসরত সকল শ্রোতাদের সংগঠনগুলোকে নিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার বিষয়টি তুলে ধরছে।

কমিউনিটি বেতার: কণ্ঠহীনদের কণ্ঠস্বর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি রেডিও চালু করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ এ দিনবদলের সনদ'র ১৯.১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্থানীয়ভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও চালুর উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে চলমান ১৮টি কমিউনিটি রেডিও প্রতিদিন অবিরত ১৬০ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। স্থানীয় ১০০০ জন যুব ও যুবনারী কমিউনিটি সম্প্রচারকারীর অংশগ্রহণে নতুন ধারার এ গণমাধ্যমটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ১৬টি জেলায় সর্বমোট ১২১টি উপজেলার বর্তমানে প্রায় ৬০ লাখ জনগোষ্ঠী কমিউনিটি রেডিও'র সুবিধা ভোগ করছেন। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত স্থাপিত কমিউনিটি রেডিও গুলোর অর্জন ইতোমধ্যে সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কমিউনিটি রেডিওগুলোর সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ এর প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৯.১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আবারও ঘোষণা করেছেন যে "প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরও অধিকসংখ্যক কমিউনিটি রেডিও-র লাইসেন্স দেওয়া হবে।" যা বাংলাদেশে কমিউনিটি মিডিয়া বিকাশের জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি রেডিও ইতোমধ্যে একটি শক্তিশালী জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তথ্য দারিদ্র (Information Poverty) অথবা কণ্ঠস্বরের দারিদ্র (Voice Poverty) তথা কণ্ঠহীনদের কণ্ঠস্বর (Voices of the Voiceless) বিভাজনে বিভাজিত পল্লীঅঞ্চলে কমিউনিটি রেডিও একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে সংযোগ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আমরা দেখতে পাই সরকারের উন্নয়ন কৌশলসমূহ অর্জনে কমিউনিটি রেডিও'র বিরামহীন অবদান। বিশেষ করে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি উদ্যোগ, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ ইত্যাদি সহজ এবং সরলভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা বাংলাদেশে এবং বহির্বিশ্বে আজ ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

সাধারণ জনগণের তথ্য পাওয়ার এবং তা কাজে লাগানোর অধিকার সমুন্নত রাখা টেকসই উন্নয়নের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে কারণে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত নারী, পুরুষ এবং শিশুদের বক্তব্য উপস্থাপন এবং নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ আবশ্যক। কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে বর্তমানে উন্নয়ন প্রক্রিয়াসমূহের সাথে সাধারণ জনগণের এক ধরনের যোগসূত্র তৈরি হয়েছে।

কমিউনিটি রেডিওগুলো ৩টি প্রেক্ষিত নিয়ে ২০১০ সাল হতে শুরু করে ব্যাপক প্রচারাভিযান। প্রেক্ষিতগুলো হল- অধিকার, সুশাসন এবং উন্নয়ন প্রেক্ষিত। বলাবাহুল্য যে, একটি প্রেক্ষিত আরেকটি প্রেক্ষিতের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত হলেও প্রতিটি প্রেক্ষিতের একটি নিজস্ব ভিন্নতা রয়েছে।

তথ্য প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন বিষয়ক কমিউনিটি রেডিও সংলাপসমূহে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সংলাপ প্রক্রিয়াকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য সময়ে সময়ে অনুশাসন প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি রেডিওগুলোর টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে মূল প্রভাব হল:

১. জনগণের দোরগোড়ায় স্থাপিত এই গণমাধ্যম দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজেদের কথা সরাসরিভাবে বলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে কণ্ঠহীনদের কণ্ঠস্বর সোচ্চার হওয়া ও শোনার সুযোগ।
২. এই নয়া গণমাধ্যম সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে পল্লীঅঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে তথ্য এবং যোগাযোগের অধিকার এনে দিয়েছে।
৩. সুশাসন নিশ্চিতকরণে জনপ্রতিনিধি, সরকারী, এবং বেসরকারী কর্মকর্তাদের সাথে জনসাধারণের সংলাপ আদান-প্রদানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।
৪. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, শেখ হাসিনা'র বিশেষ উদ্যোগ, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান খাতগুলোর সাথে জনসাধারণের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রযুক্তির নতুন প্রজন্ম তথা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে প্রবেশ করেছে। প্রযুক্তিগত এই বিপ্লব মূলত ডিজিটাল, ফিজিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল এই তিনটি ক্ষেত্রকে এমনভাবে একীভূত করেছে যা বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী আগে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এক মহাপরিবর্তন এবং এর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে টিকে থাকা আমাদের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। এই পরিবর্তন এমন এক ধারা যেখানে রয়েছে অভাবনীয় অনিশ্চয়তা, ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং ব্যাপক বাদানুবাদ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে কমিউনিটি রেডিওসমূহকে মোকাবিলা করতে হবে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যে প্রভাবসমূহ আমাদের কমিউনিটি রেডিও'র উপর পড়তে শুরু করেছে। দিন দিন আমাদের শ্রোতাসংখ্যা বহুগুণে রেডিও সেটের পরিবর্তে মোবাইল সেট এবং সামাজিক মাধ্যমে রেডিও শুনছে এবং অংশ নিচ্ছে। শ্রোতারা ভিডিও কনটেন্ট দেখতে বেশি আগ্রহী হচ্ছে। আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে অডিও কনটেন্ট-এর শতকরা ৯০ ভাগ উন্নীত হবে ভিডিও কনটেন্টে। দেশে ৫জি মোবাইল চালু হচ্ছে। কমিউনিটি রেডিও গুলোকেও চলে যেতে হবে ডিজিটাল সম্প্রচারে।

এছাড়া চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। কেননা প্রযুক্তির কারণে কৃষি, গার্মেন্টস এবং আসবাবপত্র খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসছে। এতে কর্মসংস্থান কমছে। এই সকল বাস্তবতার আলোকে আমাদের তথা কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারকারীদের এমন পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সৃজনশীলতা এবং নতুন নতুন দক্ষতা বিকাশে কমিউনিটি রেডিওগুলোর ভূমিকা আরো জোরাল এবং যুগোপযোগী হয়। বিশেষ করে গণমাধ্যম, তথ্য ও বিনোদনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার অব্যাহত রাখা যায়।

সেমোতাবেক আমরা বিশ্বাস করি পল্লীঅঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা, সৃজনশীলতা এবং নতুন নতুন দক্ষতা বিকাশে কমিউনিটি রেডিও'র পাশাপাশি অনলাইন কমিউনিটি টিভি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে সহায়তা করবে। কমিউনিটি রেডিও সহায়তা করবে অনলাইন কমিউনিটি টিভিকে, আবার অনলাইন কমিউনিটি টিভি সহায়তা করবে কমিউনিটি রেডিওকে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত উপলব্ধি তৈরি করা একান্ত আবশ্যক। পাশাপাশি দরকার এই পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হওয়া এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে দ্রুত স্বাগত জানানো।

স্বাগত জানানোর পদক্ষেপগুলো হল-

-দ্রুত কমিউনিটি রেডিওগুলোকে ইন্টারনেট সম্প্রচারের আওতায় আনা। কমিউনিটি রেডিও'র সম্প্রচারকে ফেইসবুক, ইউটিউব এবং টুইটার লাইভে সম্প্রচার করা। কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের সকল সম্প্রচারকারীকে মোবাইল জার্নালিজম বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা।

-কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারে অতি দ্রুত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং অংক (STEM) বিষয়সমূহে গুরুত্ব প্রদান করা।

-তথ্যে প্রবেশাধিকার এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও খাতের প্রসার, শক্তিশালীকরণ এবং সম্প্রসারণ, সম্প্রচারকারীদের সক্ষমতা বাড়ানো।

এতে কণ্ঠস্বর ভেসে উঠবে দেশের প্রান্তীয় মানুষের কণ্ঠস্বর। সকলেই সুযোগ পাবে তার কথা নিজের মত করে বলার। সকল জনগোষ্ঠীর ভাবনা জানতে পারবে দেশের নীতি-নির্ধারকগণ। স্থানীয় সরকারী এবং কেন্দ্রকারী কর্তৃপক্ষ সরাসরি জানবে উদ্দিষ্ট মানুষদের চাওয়া পাওয়া।

লেখক: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি)

বিশ্বস্ত বেতার

শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী

সারা পৃথিবীতেই বেতার বা রেডিও হচ্ছে বিশ্বস্ততার প্রতীক। সময়ের কাঁটার সাথে যারা তাল মিলিয়ে চলেন, তারা জানেন- যান্ত্রিক ঘড়িটা শ্লথ হতে পারে, তবে বেতার নয়। ঘড়িটাকে রেডিওর সাথে মিলিয়ে নিলেই হল। বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্রেই সকাল সাতটায় খবর ঠিক সাতটায়ই হয়। রেডিও টাইম কথাটা এমনিতেই আসেনি। স্টুডিও কিংবা ডিউটি রুম- কোনখানেই এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক নেই। এই বিশ্বাস একদিনে অর্জিত হয়নি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বেতারকে বিশ্বাস করতেন, তেমনি বিশ্বাস করতেন বেতারকর্মীদের। সত্তরের নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয়ের সংবাদ পোনার জন্য সবাইকে নিয়ে তিনি বেতারের সামনেই বসেছিলেন। একাত্তরের উত্তাল মার্চে বেতারকর্মীরা তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল। পাকিস্তানের সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একাত্তরের ১লা মার্চ জাতীয় সংসদের পূর্বনির্ধারিত অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। সমর্থন জানাল তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ৩টি বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা। ৪ঠা মার্চ থেকে 'রেডিও পাকিস্তান' নাম বর্জন করা হল। ঢাকা বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র, রাজশাহী বেতার কেন্দ্র- এরকম নামেই শুরু হল অনুষ্ঠান সম্প্রচার।

একাত্তরের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভার সিদ্ধান্ত নেয়া হল ফলপ্রসূ বিশ্ব বেতারকর্মীরাও প্রস্তুতি নিল রমনার রেসকোর্স ময়দান থেকে সে ভাষণ রিলে করে প্রচারের। দুপুর বারটায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলে বেতারে বারবার ভাষণ প্রচারের ঘোষণা শোনান যচ্ছিল। কিন্তু ঠিক আগে আগে সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক সাহেবাদের বেতার ভবনে টেলিফোন করে জানাল সামরিক কর্তৃপক্ষের বার্তা। যার মর্মার্থ- বেতারে বঙ্গবন্ধুর কোন ভাষণ প্রচার করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোলরুম থেকে হটলাইনে সভামঞ্চে কর্তব্যরত বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফ-উজ-জামান খানকে বার্তাটি জানানো হয়। তিনি দ্রুত মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার কথা জানালেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যেই নির্দেশ দিলেন- "যদি রাখেব রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।" তাৎক্ষণিক সম্প্রচার বন্ধ করে বেতার কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। অনুষ্ঠান প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ হলে টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের। খোঁজ করে বের করা হল আঞ্চলিক পরিচালককে। পূর্বাঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী শেখসহ ভাষণ প্রচারে সম্মতি জানিয়ে বেতার কেন্দ্র চালু করতে বলেন। মঞ্চে দায়িত্বরত বেতারকর্মীরা ঠিকই ছোট মেশিনে সম্পূর্ণ ভাষণ রেকর্ড করেছিল। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পরদিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সারাদেশে একযোগে প্রচার করা হল। সাড়ে সাত কোটি মানুষের আস্থা অর্জন করল বেতার।

একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে এদেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি

হানাদারেরা। শুরু হল নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ। ২৬শে মার্চ গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। তাঁর সেই ঘোষণা বেতারের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সবার আগে সক্রিয় হয়ে উঠল সম্প্রচারকর্মীরা। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান চট্টগ্রামে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। কেপ্টেন মোস্তাফা, মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন খান, আবুল কাশেম সন্দীপ, মেজর আমিনুর রহমান সহ দশজন শব্দসৈনিক প্রথম পর্যায়ে বেতারে স্বাধীনতার বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

একাত্তরের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের পর ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। সে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে একটি শক্তিশালী ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম্যওয়েভ ট্রান্সমিটার দেয়। কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নম্বর বাড়িটি ঘরে ওঠে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থায়ী কার্যালয়। এসময় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বেতারকর্মী, শিল্পী, কলাকুশলীরা মুজিবনগরে আসতে থাকে। টাঙ্গাইলের আবদুল মান্নান এমএনএ ইনচার্জ ইনফরমেশন হিসাবে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের দায়িত্ব নেন। অনুষ্ঠান বিভাগে সামসুল হুদা চৌধুরী, বার্তা বিভাগে কামাল লোহানী, প্রকৌশল বিভাগে সৈয়দ আবদুস শাকের সহ বেতারকর্মীরা বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কালজয়ী সব গান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যোগাল। নাটক 'জল্লাদের দরবার', 'রক্তের আখরে লিখি'- এরকম অসংখ্য অনুষ্ঠান জন্ম নিল। অন্যতম জনপ্রিয় ছিল পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অসংলগ্ন অবস্থানকে পুরোনো ঢাকার আঞ্চলিক ভাষার সংলাপে তুলে ধরা এম আর আখতার মুকুল উপস্থাপিত 'চরমপত্র'। মানুষ অধীর আগ্রহে মুক্তিযুদ্ধের গান, রণাঙ্গনের খবরাখবর, সাফল্যকাহিনী, সংবাদ বুলেটিন, ধর্মীয় কথিকা শুনতে থাকল। একাত্তরের ডিসেম্বরে আমাদের বিজয়বার্তা যখন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়, তখন আপামর মানুষের বাঁধভাঙা উল্লাস দেখে কে।

পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল বাংলাদেশ। প্রমাণিত হল- শব্দ কখনও কখনও অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে। কবিতা শত্রুর কাছে হতে পারে এক আতঙ্কের নাম। গান হতে পারে আশার প্রতীক। আর সেই বঙ্গকণ্ঠ, আজীবন আমাদের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

বেতারের প্রতি আপামর জনসাধারণের আস্থার মূল্য দিতে স্বাধীন দেশে বেতার আরও বেশি মানুষের কাছাকাছি চলে আসে। অঞ্চলভিত্তিক কৃষির চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে ফসলের কথা, পশুপালনের কথা প্রচার হওয়ায় কৃষকের কিছু সখী হল বেতার। জাল আর নৌকার মতই সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া জেলের সহচর তাঁর বেতার। গভীর সমুদ্রে, যেখানে কেউ পৌঁছাতে পারে না, সেখানেও বেতার তাঁকে সাইক্লোনের পূর্বাভাস দেয়। অন্যান্য মিডিয়া রাজধানীকেন্দ্রিক হলেও বেতার শিল্পী নিয়ে কাজ করলেও রংপুরে, সিলেটে, খুলনায়, রাজশাহীতে- সর্বত্রই শিল্পীর শিল্পচর্চার বিশ্বস্ত কেন্দ্র হয়ে উঠল বেতার। বেতার যানেই শিল্পীর আঁতুড়ঘর।

সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনের পালেও হাওয়া লাগে। ঘরে ঘরে এখন আর রেডিও সেট পাওয়া যায় না। মানুষ এখন মোবাইল ফোনে রেডিও শোনে। অনলাইনেও বেতার শোনা যায়। আগে শ্রোতারা রেডিওতে অনুষ্ঠান শুনে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখত। সারাদেশে এখন একমাত্র শিবেদিতপ্রাণ শ্রোতা ছাড়া কেউ চিঠি লিখে না। বেতার শ্রোতাসংগঠনগুলো এখন কেসমুকেও সক্রিয়। ফোন-ইন অনুষ্ঠানে তারা সরাসরি প্রশ্ন করে বিশেষজ্ঞকে। জনাদরণ্য ডাক্তারের কাছে জানতে চায় তার অসুখের চিকিৎসা। বিশ্বস্ততার সাথে বেতার সমস্যার সমাধান দেয়।

অনেকেই ভর পাল- বেতারের দিন শেষ হয়ে গেল। কে আর এখন বেতার শোনে- প্রশ্ন করে অনেকেই। যারা বেতারের ইতিহাস ভুলে যায়, তাকে এটা বোঝানো কষ্ট। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে মারা গেছেন অনেক মুক্তিযোদ্ধা। আর কয়েকবছর পর হয়ত কোন মুক্তিযোদ্ধাই বেঁচে থাকবেন না। কিন্তু আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে বাংলাদেশ বেতার। কেননা বাংলাদেশ বেতারের সকল বেতারকর্মীই একেকজন শব্দসৈনিক। তাঁরা আগামীর কথা ভেবেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অডিও আর্কাইভে বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ ভাষণ আছে, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সাক্ষাৎকার আছে, আছে প্রত্যন্ত গ্রামে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করা সাধারণ মানুষের অসাধারণ বীরত্বগাথার মর্মস্পর্শী বর্ণনা। এগুলো বাংলাদেশ বেতারের হাজারও মূল্যবান সম্পদের কিয়দংশ মাত্র।

মনে রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস- বঙ্গবন্ধুর বঙ্গকণ্ঠ একদিন যারা সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ডিজিট্যাফে ছিল। তাঁদের প্রয়োজন এত সহজে ফুরোবে না। রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে এ প্রজন্মের শব্দসৈনিকেরা শব্দকেই তাঁদের হাতিয়ার করেছে। বেতারকর্মীরা বেতারের প্রয়োজনে নিজেরাই বাউলের মত অ্যাপ তৈরি করে, যাতে শ্রোতাদের চাওয়ামাত্র তাদের পছন্দের গান শোনানো যায়, জানানো যায় গানটির সাথে জড়িত সকল কুশীলবের তথ্য। যাতায় যাতায় তালিকাভুক্ত শিল্পী যাতে নিয়মিত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারে, সেজন্য বেতারকর্মীরা নিজেরাই অ্যাপ তৈরি করেছে। দেশের প্রয়োজনেই তাঁদের কাজে লাগাতে হবে, উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে বেতারকর্মীদের প্রতি। বেতারকর্মীদেরও বিশ্বাস রাখতে হবে শ্রোতাদের প্রতি। বিশ্ব বেতার দিবস এলে সবাই মনে করিয়ে দেয়- আমাদের কিন্তু ভুলবেন না। কোভিড-১৯ এর ছোবলে হয়ত আয়োজন সীমিত করতে হয়, কিন্তু শ্রোতাদের কি ভোলা যায়। এবারের বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য- 'সবাই মিলে বেতার অনি, বেতারেই আস্থা রাখি'। বেতারের প্রতি আমাদের এই আস্থা- এই বিশ্বাস অটুট থাকুক।

লেখক সহযোগী পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতারে বিশ্ব বেতার দিবস উদ্‌যাপন

সম্প্রচার মাধ্যম হিসাবে বেতারের গুরুত্ব তুলে ধরে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি পালিত হয়

বিশ্ব বেতার দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'সবাই মিলে বেতার করি, বেতারেই আস্থা রাখি (Radio and Trust)'। বাংলাদেশ বেতারে প্রতিবছর সাড়ম্বরে দিবসটি পালন করা হলেও এবছর করোনা মহামারীর কারণে সীমিত পরিসরে বিশ্ব বেতার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আগারগাঁওস্থ জাতীয় বেতার ভবন অডিটোরিয়ামে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এম.পি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও দফতর প্রধান Beatrice Kaldum ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) সালাহউদ্দিন আহমেদ।

বিশ্ব বেতার দিবসের আলোচনায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধে বেতার

দিবসটির ব্রান্ড হিসেবে কাজ করেছে, এটি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি উন্নত রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি একটি মননশীল জাতি গঠনে বেতারকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন এবং মানুষের মানবিকতা ও নৈতিকতা রক্ষায় বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অব্যাহত রাখতে নতুন নতুন অনুষ্ঠান নির্মাণের আহ্বান জানান। সেইসাথে তিনি সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বেতারের প্রচার আরো বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ বলেন, বেতার তার সংবাদ ও অনুষ্ঠানে যে তথ্য দিয়ে থাকে তার ওপর মানুষের আস্থা তৈরি হয়েছে এবং গতানুগতিক পথ থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ বেতার তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করছে, যা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা যায়। সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহম্মদ কামরুজ্জামান আশা প্রকাশ করে বলেন, দেশের এই প্রাচীন গণমাধ্যম আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন প্রযুক্তির সমন্বয়ে আরো বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের গৌরব ধরে রাখবে।

সভাশেষে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক ও বেলাবেলার শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

কথার ফেরিঅলা

খায়রুল আলম রাজু

উনিশশো বায়ান্ন সাল। কদমের ফুলফোটা দিন। উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটায় ডালগুলি ভরে গেছে চোখ ধাঁধানো লাল ফুলে- আগুনের ফুলকির মত রক্ত। টুকটুকে লাল। বারান্দায় বসে রবি ঠাকুরের বই পড়ছিল শিউলি। বইটিতে কি চমৎকার মজার মজার ছড়া। শিউলি বইটির একটি ছড়া মুখস্থ করার চেষ্টা করছিল। সে উঠোনের শিউলিগাছে চোখ রেখে বইটি বন্ধ করে মনে মনে পড়ছিল,

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

বাহ! বাহ! বলে তার বয়সী একটা ছেলে হাততালি দিতে দিতে বলল, ছড়াটা বুঝি তুই লিখেছিস?

উঁহু, এটা রবি ঠাকুরের লেখা। তুমি কে? আমায় তুই করে বলছ?
আমি ফেরিঅলা।

ফেরিঅলা! শিউলি বিস্ময় চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখল, ছেলেটার দুষ্টু-মিষ্টি চেহারা। মোটাসোটা শরীর। পায়ে জুতো নেই। পরনে ঢিলেঢালা প্যান্টের সাথে হাফহাতা নীল শার্ট। বয়স খুব বেশি হলে আট হবে। হাতে কোনো পুটলি নেই। মাথায় ঝুড়ি-টুড়ি কিছুই নেই। সে কি-সা ফেরিঅলা।

শিউলি প্রশ্ন করে, তোমার কাছে চকোলেট, টিপস্-বিস্কিট, হাওয়াই মিঠে কিছুই নাই। তুমি কী বেচাকেনা করা?

আমি কথার ফেরিঅলা। কথার মালা বেচি। শিউলি অবাক হয়ে, হা করে তাকিয়ে রইল। অবাক হবে না, কথা কি বিক্রি করা যায় নাকি? তাও আবার কথার মালা! শিউলি বলল, যুতসই মালা হয়। কথার মালায় কথা গাঁথিস্তো।

ছেলেটা হেসে হেসে বলল, কথারও মালা হয়। নানান রকম কথা একত্রিত করে মালা গাঁথতে হয়। তুই কথার মালা গাঁথবি?

শিউলি রেগে গেল। কড়াগলায় বলল, আমায় তুই তুই করে বলবে না। তোমার বয়স কত? আমায় তুই তুই করে বলছ-

-একশ। একশ বছর। শিউলির চোখ কপালে উঠবার মত অবস্থা। ঠাট্টা করছ? শিউলি আবার রেগে গিয়ে বলল, তোমার দাড়ি কই? গোঁফ কই? ধবধবে সাদা পাকাচুল কই?

একশ বছরের মানুষ এত ছোট হয় নাকি? তুমি দেখি আমার মত বাচ্চা।

-দূর, আমার শুনবের দরকার নেই। কথার মালা যারা বেচে তাদের দাড়িগোঁফ থাকতে নেই। তাদের চুল-টুলও পাকে না।

তুমি কিছুই জান না। বোকা মেয়ে। ছি! ছি! ছি।

শিউলি কাঁদোকাঁদো। ছোটদের মত কাঁদবে ছেলেও কাঁদল না। বড়দের মত করে সে কান্না লুকিয়ে ফেলল। হাসি-খুশি ভাব নিয়ে বলল, কই তোমার কথার মালা? আমায় দেখাও, দেখি-

-মালাতো আমার মাথায়। মগজে। সেখানে অনেক মালা আছে। সবতো দেখানো যায় না। একটির বেশি দেখাবার নিয়ম নেই। তুমি চাইলে... আর সে মালা দেখাও যাবে না। আমি বলছি তুমি শোন। ছেলেটা ছেসে ছেসে বলছে,

পাতা সবুজ পাতা
ফলদে মুটো আতা
এই নিয়ে যা চিলে...
কথায় কথা কথা
সবুজ তরলতা
কোথায় তোরা ছিলে?

এই তোমার মালা? এইটা ছড়া। শিউলি হেসে আকুল। ছেলেটা বলল, হাসছিস কেন? এইটাই তো কথায় মালা। এই ছড়াটি তুই পড়বি। মুখে বলার সময় তোর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে। গলা ছেড়ে বারবার যখন পড়বি, তা হবে কথার মালা- এদিক ওদিক ছন্দ ছড়াবে। যাহ! তাইতো। ঠিক বলেছ তুমি। তুমি কি কবি? ছেলেটা শিউলির পাশে বসতে বসতে বলল, হ্যাঁ, আমি কবি। আমি কথায় মালা বেচি। কথায় মালা, শিউলি ফিক করে হেসে ফেলল। খুশির আনন্দে শিউলি আরও একটি ছড়া, মানে কথার মালা জানতে চাইল। ছেলেটা নড়েচড়ে বসে ছন্দে ছন্দে বলল,

বন্ধু হলে তুই-
দোলাগ দেব, শালপা এবং
ডালিয়া আর জুঁই।

বাহ! সারুন! বন্ধু বানাতে চাও?
বন্ধু হবে? হুম, আজ থেকে আমরা বন্ধু। আচ্ছা তুমি এত মধুর সুন্দর কথা পাও কই? কিনে আন বুঝি? না, না। আমি কথা কিনিনি। আমি কথা শুধু একত্রিত করে মালা গাঁথি। এইসব কথা তো তারা কিনেছে। যারা শতকাল ঢাকার রাজপথে আমার জন্য মিছিল করেছে। দান করেছে তরতাজা প্রাণ। পিচঢালা পথ ভিজেছে তাদের রক্তে। তাদের জন্য আমি আজ লিখছি। উর্দু নয় শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছি। দামাল সেই ছেলেদের পাকিস্তানিরা পরাজিত করতে পারেনি। মায়ের মুখের ভাষা তারা প্রাণ দিয়ে কিনেছে। শিউলি কথাগুলোর কিছুই বুঝেনি! ভাষাও কি কিনতে হয়? ছেলেটা বলে কী। ভাইয়া আসুক। ভাইয়ার কাছ থেকে জেনে নিব। ছেলেটা শিস দিতে দিতে চলে গেল। এদিক ওদিক চেয়ে শিউলি কোথাও তাকে দেখল না। তার কানে বাজল কোকিলের কুহু কুহু ডাক। হঠাৎ দেখল, তাদের বাড়ির উঠোনে লোকদের ভিড়। উঠোনের শিমুলগাছের ছায়ায় বড় একটা কাঠের বক্সি কাঁধে করে এনে নামিয়ে রাখল কিছু লোক। বক্সির ভেতরে শিউলির বড় যে ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত তার লাশ। বক্সির পাশে বাবা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন। খবরটি শুনে মা জ্ঞানহারা। শিউলি বাবাকে নিচু গলায় প্রশ্ন করে, বাবা, ভাইয়াও কি ভাষা কিনতে গিয়ে মারা গেছে?...

লেখক: কবিগ্রাম, কবিগঞ্জ থেকে

ছবি: তাসমিলা এহসান তূর্ব, নবম শ্রেণি, ঢাকা কেন্টনমেন্ট মডেল কলেজ, ঢাকা

মেঘ উড়ে যায় মেঘপুরে

শাকিব হুসাইন

এই যে শোন, মেঘের মেয়ে
যাচ্ছ কোথায় উড়ে?
একটু কাছে নেমে আসো কেন এত দূরে?

সূর্যটা কেন ভয় করেছ
কি হয়েছে বল?
বলবে না থাক আমার সাথে আমার গাঁয়ে চল।

আজ যাব না খোকন মিয়া
কালকে যেতে পারি
আজ আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে বাড়ি।

সেই সকালে বেরিয়েছি
এখন সূর্য ডুবু
এখন যদি না যাই বাড়ি চিন্তা করবে মুরু।

যাও তাহলে মেঘের মেয়ে
কালকে এস আবার
খাওয়াই-মিঠাই, মিষ্টি, ক্যান্ডি খাব হরেক খাবার।

ঐ দেখা যায় আলোর ঝিলিক
ঐ দেখা যায় দূরে
মেঘের মেয়ে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে ওরা মেঘপুরে।

মা আমার মা

ইসরাত জাহান মৃত্তিকা

মা আমার মা, আমার প্রিয় মা
সবার থেকে বেশি তাকেই ভালোবাসি
মা হাসলে হাসি নইলে যে কাঁদি।
মা আছে মনে আমার-
মা-যে আমায় হাঁটতে শেখায়
বলছি কথা, তার শেখানো ভাষায়
মাকে আমি রাণী করতে চাই
তাতে কোন মানা নাই।
মা আমার মা, আমার ভাল মা।

বসন্ত এসে গেছে

রকিবুল ইসলাম

ঋতুরাজ বসন্ত এসে বুঝি বাজে
চারিদিকে এত পাখি তাই বুঝি নাচছে।
পাখি নাচে গান গায় ফুলগুলো ফুটছে
প্রজাপতি পাখা মেলে ঐদিকে ছুটছে।

পুরাতন পাতাগুলো গাছ থেকে ঝরছে
বাতাসে ভর করে উড়ে উড়ে পড়ছে।
ধুলো-গড়া মেঠোপথ গায়ে কাঁটা দিচ্ছে
মৌমাছি ফুলে ফুলে মৌ খুঁজে নিচ্ছে।

ফুল থেকে সুবাসের ঢেউ ভেসে আসছে
প্রোদমাখা কোকিলের গান শুধু ভাসছে।
থেকে থেকে রাখালের বাঁশিখানা বাজছে
বাংলার গাঁওখানা ফুলে ফুলে সাজছে।

নতুন বই

মেহেরুন ইসলাম

চারিদিকে আবছা অন্ধকার, সূর্য তখনো ওঠেনি। মসজিদে আযান হচ্ছে, মুসল্লীরা মসজিদে যাচ্ছে। পাখিরাও জেগে গেছে, কিচিরমিচির শব্দে ঝংকিত যেন আশপাশ। মোরগও ডাকছে কুককুরুকু...

মোরগের ডাকেই ঘুম ভাঙল রিশার। টের পেতেই হুড়মুড় করে জেগে উঠল সে। উঠেই মায়ের সাথে রাগারাগি শুরু করল। তার মা অনেক আগেই উঠেছে কিন্তু তাকে ডাকেনি। আর এজন্যই তার রাগ। আজ রিশা নতুন স্কুলে যাবে, নতুন বই পাবে। তার মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। নতুন ক্লাস, নতুন স্কুল, নতুন বই, ভাবতেই রিশা প্রফুল্লিত হচ্ছে।

আম্মু তোমাকে নিয়ে আর পারি না। নিজেতো ঠিকই আগে উঠছো, তাহলে আমাকে কেন ডাকোনি?

আরে পাগলি মেয়ে, কেবল সাতটাও বাজেনি। তুই স্কুলে যাবি নয়টায়। দশটা না বাজলে স্কুলে কেউ আসে না।

উহু! আম্মু তুমি এত বেশি বোঝ কেন? কেউ আসুক না আসুক তাতে আমার কি বলতো? আমার নতুন স্কুলে আমি আগেই যাব। আগে গিয়ে একটু ঘুরে ফিরে দেখব।

আচ্ছা, বুঝলাম ম্যাম। তা আপনি কার সাথে যাবেন?

আপনার আব্বুরতো এত আগে ঘুম ভাঙবে না।

ভাঙবে...ভাঙবে...

তুমি আব্বুর নাস্তা দাও, আমি ডেকে আনছি।

রিশা এবার ক্লাস সিক্সে উঠেছে। সে খুব ভাল মেয়ে, পড়ালেখায়ও খুব মনযোগী। তবে একটু বেশিই চঞ্চল, স্থির থাকতে চায় না। মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সেটি না করা পর্যন্ত শান্ত হয় না।

নতুন স্কুলে যাওয়ার আনন্দে সকালের নাস্তাও করেনি রিশা। নতুন বই, নতুন স্কুল- এই আনন্দেই পেট ভরেছে।

দশটা বাজার আগেই রিশা তার আব্বুর সাথে স্কুলে পৌঁছে গেল। স্কুলের গেটে ঢুকে নামটা পড়তে লাগল- 'চিলা মনুমিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। তারপর সোজা ভিতরে ঢুকে গেল। চারপাশের সবুজ পরিবেশ, সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ দেখে তার মনটা আরও ভাল হয়ে গেল। তবে রিশা বেশি খুশি হয়েছে নোয়াল গাছ দেখে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুরা মিলে নোয়াল খাবে সেই মজা করে।

ভর্তিসহ নতুন স্কুলের নিয়মকানুন মেনে বই পেতে রিশার প্রায় বারোটা বেজে যায়। নতুন বইয়ের ছোঁয়ায় যেন রিশার চোখে-মুখে খুশির ফোয়ারা বইছে। ইশ। নতুন বইয়ের কী দারুণ গন্ধ- বলছে আর গন্ধ শুঁকছে রিশা।

লেখক: সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা থেকে

ডাক দিয়ে যায় প্রভাতফেরি

গিয়াস উদ্দিন রূপম

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির একুশ যখন আসে
মনমাতানো নিসর্গটা গর্ব ভরে হাসে।
বন-বনানীর গাছ-পালা সব নতুন রূপে সাজে
ভোমরা এবং মৌমাছিদের জলতরঙ্গ বাজে।
পলাশবনে উড়তে থাকে মরনা-শ্যামা-টিয়ে
গাইতে থাকে ফিঙে-কোকিল একটানা শিস দিয়ে।
বইতে থাকে শান্ত বাতাস ঢেউ তিরতির বিলে
ঝাঁক বেঁধে সব উড়তে থাকে গাঙচিলেরা মিলে।
আজনকরা কৃষ্ণচূড়ায় দখিন হাওয়া এসে
চুম দিয়ে যায় আলতো করে মধুর ভালবেসে।
ডাক দিয়ে যায় প্রভাতফেরি বীর শহিদের বেশে
মন চলে যায় হঠাৎ আমার দূর ফাল্গুনের দেশে।

চাঁদ ও খোকা

শাহিন স্বপন

আজকে রাতে চাঁদ উঠেছে
ফর্সা আকাশটাতে,
সেই চাঁদেরই জোছনা পড়ে
খোকার বারান্দাতে।

দৌড়ে গিয়ে ছোট্ট খোকা
কাছে মায়ের কাছে-
আচ্ছা মাগো, চাঁদের বাড়ি
কিসের ভালো আছে?
কিসের এত ঝলমলানি?
ভুবন জুড়ে খেলা,
বাড়ির উপর তারই ছায়া
পড়ছে রাতের বেলা।

মা খোকাকে জড়িয়ে ধরে
ফিসফিসিয়ে বলে-
চাঁদের আলো নয়কো খাঁটা
রবির আলো জ্বলে।
রবির কাছে ধার নিয়েছে
দিনের আলোটাকে।
খোকা শুনে- 'বুঝে গেছি'
বলল তখন মাকে।

স্বপ্নের জয়

আখতারুল ইসলাম

‘একথা শুনে তমিজার মন আনন্দে ভরে ওঠে। ভাবে সাহেবেরা অনেক ভালমানুষ। বর্তমানে বড়লোক মানুষেরা তো গরীবদের মানুষই মনে করে না। যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। সে অনুযায়ী সাহেবের ব্যবহার কত ভাল। তার ফলে আজ দীর্ঘদিন সে ও বাড়িতে কাজ করছে।’

কাকডাকা ভোর, সূর্যের আলোর ঝিলিক পেতে এখনো অনেক দেরি। আরো ঘুমাতে ইচ্ছে করলেও বাধ্য হয়ে উঠে যেতে হয়। জীবন ও জীবিকার তাগিতেই কাজ করতে হয়। সারাদিন কাজ আর কাজ। কাজ করতে করতে শরীরটা এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, রাতে ঘুমালে ভোরে সহজে ঘুম ভাঙতে চায় না। অনি'র ঘুম ভাঙলেও মা এখনো ঘুমে বিভোর।

অনি মাকে ডাকে, মা, ওমা ওঠ। বেলা হয়েছে। কাজে যাবে না।

মা ও ছেলের সংসার। অনি যখন ছোট তখন তার বাবা মারা যায়। মার কাছে শুনেছে তার বাবার নাকি একটা কঠিন অসুখ হয়। সে অসুখের সাথে যুদ্ধ করে কিছুদিন বেঁচে থাকার পর বাবা পরপারে চলে যায়। বাবা মারা যাওয়ার পর মা-ই হল অনি'র পৃথিবী। দু'একজন আত্মীয়-স্বজন থাকলেও যাওয়া-আসা হয় না। মা'র কাছে শুনেছে বাবার নাকি ইচ্ছে ছিল অনিকে লেখাপড়া করাবে, অনেক বড় মানুষ হবে অনি, তাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না। অনি'র বাবা তরিতরকারি ভ্যানে করে বিক্রি করত। যেদিন অনির জন্ম হয় সেদিন কি যে খুশি হয়, ওদের পুরো বস্তির ঘরে ঘরে মিষ্টি খাওয়ায়। তখন চিন্তা করে, বেশি বেশি পরিশ্রম করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করবে। বস্তির নোংরা জীবন ওর গায়ে লাগতে দেবে না। মা অন্যের ঘরে কাজ করে সারাদিন সন্ধ্যার পর সাহেবদের ঘরের কাজ শেষে বাসায় ফিরে আসে। কিন্তু অনি'র বাবা মারা যাওয়াতে অনি অনেক বড় হবে সে আশা ছেড়ে দেয় তমিজা। তবুও চিন্তা করে কীভাবে ছেলেকে বড় করবে। নিজে সামান্য পড়ালেখা শিখেছে, এতে ছেলে অক্ষর জ্ঞানটুকু দিতে পারে। পরে একসময় ছেলেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়। ছেলে লেখাপড়া করে, মাঝে মাঝে সাহেবদের বাসারও নিয়ে আসে। সাহেবদের অনি'র মত একটা ছেলে আছে। অনি বড় হতে লাগল। মা অনিকে তার বাবার স্বপ্নের

কথাগুলো বলে।

একদিন অনি মাকে বলে, মা আমিও তরিতরকারি বিক্রি করব। তখন অনি সবে ক্লেম ক্লেসিতে উঠেছে।
মা বলে, না। তুই লেখাপড়া করবি, আমি সাহেবদের বাসায় কষ্ট করে যা উপার্জন করব তা দিয়ে তুই লেখাপড়া করবি।
অনি মাকে আশ্বস্ত করে। শোন মা, আমি স্কুলে যাওয়ার আগে ও স্কুল থেকে ফিরে যে সময়টুকু পাই সে সময়ে তরিতরকারি বিক্রি করব।
তবুও মা'র মন সায় দেয় না। কারণ তরিতরকারি বিক্রি করতে গিয়ে যদি লেখাপড়ার ক্ষতি হয়।
কিন্তু অনি মাকে বলে, দেখ মা আমার পড়ালেখার কোন ক্ষতি হবে না। আমি ভুলে যাব।
অনি'র জোরাজুরিতে মা রাজী হয়। মা তার জমানো টাকা দিয়ে তাকে তরিতরকারি ফেরি করতে বলে।

এভাবে মা ও ছেলের সংসার চলে। ভোরে ওঠে মা যায় সাহেবদের বাসার আর ছেলে তরকারি ফেরি করতে। হঠাৎ একদিন অনির খুব জ্বর। তরকারি বিক্রি করতে করতে মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে। হঠাৎ বস্তির অন্যঘরের একটা লোক দেখে তাকে বাসায় নিয়ে আসে। তার মাকে খবর দেয়। খবর শুনে মা বলে, সাহেব আমার ছেলের খীষণ অসুখ- আমাকে যেতে হবে। ও ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি আসতে পারব না।
ঠিক আছে যাও। তমিজা যাচ্ছে। সাহেব আবার ডাক দেয়। বলে, শোন মুন্না টাকা লাগলে নিয়ে যেও আর ভাল ডাক্তার দেখাবে। যদি কোন সমস্যা হয় আমাদের খবর দিও।

একথা শুনে তমিজার মন আনন্দে ভরে ওঠে। ভাবে সাহেবেরা অনেক ভালমানুষ। বর্তমানে বড়লোক মানুষেরা তো গরীবদের মানুষই মনে করে না। যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। সে অনুযায়ী সাহেবের ব্যবহার কত ভাল। তার ফলে আজ দীর্ঘদিন সে ও বাড়িতে কাজ করছে।
বাড়িতে গিয়ে দেখে অনি জ্বরে কাতরাচ্ছে। মা তুমি আসছ। আমি মনে হয় বাঁচব না।
মা অমি, একথা মুখে আনিস না। তমিজার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে। তোর কিছু হইব না আমি তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।
পাশের বাসার বানু আপাকে ডেকে সে বড় এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।
ডাক্তার শুনে বলে, রোদে বেশিক্ষণ ছিল বলে মাথা ঘুরে ওঠে আর ভালমত খাওয়া-দাওয়া হয়নি। শরীর দুর্বল, তবে দু'একদিনে সেরে উঠবে। অস্থির হবার কিছুই নেই।
অনি সেরে উঠলে মা বলে, শুন বাবা তোর কাজ করার দরকার নেই। তুই শুধু স্কুলে যাবি আর লেখাপড়া করবি।
না, মা তা হবে না। আমার জন্য শুধু পরিশ্রম করে মরবে। আমি ছেলে হয়ে তা দেখতে পারব না। আমি এখন থেকে সব নিয়মিত করব। আমার আর কিছু হবে না।
শুন তোর জন্য আমার চিন্তা। তুই ছাড়া কি এই ত্রিভুবনে আমার আর কেউ আছে।

দেখতে দেখতে একসময় ছেলের এস.এস.সি পরীক্ষা আসে। পরীক্ষার সময় সে লেখাপড়া করে, পরীক্ষা দিয়ে আসে ।
অন্য আট-দশটা ছেলের মত লেখাপড়া করেনি শুধু। ভোর হতে তরকারি বিক্রি, ১০ টার স্কুল। বিকালে আবার তরকারি বিক্রি। স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে বই ধার করে পড়া, খাতা-কলম কিনতে কষ্ট হত কত। কি যে কষ্ট!

মুন্না পাকেরঘরে কাজ করছে। ঘরে সাহেব এবং সে যার কাজে। হঠাৎ দরজায় ঠক-ঠক শব্দ, তখন দুপুর ১২টা হবে। শব্দ শুনে সাহেব মুন্নাকে ডাক দেয়, তমিজা কে আসছে দেখ। তমিজা পাকেরঘর থেকে এসে দরজা খুলে দেয়। দেখে দু'জন মানুষ। বলে, এই বাড়ীর কর্তা কে?
মুন্না বলে, বড় সাহেব কে আসছে দেখেন।
ভিতর থেকে সাহেব আসতে আসতে অপরিচিত দু'জন লোককে দেখে ভয় পেয়ে যায়। বলে, আপনারা কারা?
লোক দু'জন বলে আমরা সাংবাদিক। সাংবাদিকের কথা শুনে সাহেব আরো অবাক হয়। কোন সমস্যা তার গ্রামের বাড়িতে? জায়গা-জমি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা চলছে সাক্ষি? সেখানে কোন সমস্যা?
ভয়ে বলছে, বলুন। কী ব্যাপার বলুন তো।
না তেমন কিছু না, সাংবাদিক শুনে ঘরের সবাই এসে ড্রইংরুমে জড়ো হয়। তখন একজন সাংবাদিক বলল আমরা পত্রিকা থেকে এসেছি। এ বাড়ির একজন ছাত্র এবার এস.এস.সি তে জিপিএ ৫ পেয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এবং সে সব বিষয়ে জিপিএ ৫ পাওয়াতে ছেলেটার একটা সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি।

সাহেব বলল, না তো এখানে তো এমন কেউ নেই। আমার ছেলে মেয়ে বড় বড় হয়ে গেছে। চাকুরি করে। একটা ছেলে শেষ জনার্স পড়ছে।
তখন সাংবাদিক বলে, আমরা ভুলে গেলে তার ঠিকানা এই বাড়ি বলে দেয়। ছেলের নাম ফারহাদ উদ্দিন অনি। পিতা এই, মাতা এই, রোল এত।
তখন তমিজা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। সাহেবতো অবাক।

বলে, আমরা বস্তিতে থাকি। কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। দীর্ঘদিন আপনার বাসায় কাজ করছি। আই এই ঠিকানা দিয়েছি।
সাংবাদিক তো আরো আগ্রহ নিয়ে সব তথ্য জেনে নেয়। পরদিন পত্রিকাতে ছাপা হবে, হতদরিদ্র এক মায়ের সার্থক সন্তান, এবার দেশের সেরাদের একজন।
পরে সাহেব তমিজার সব কথা শুনে বলে, তুমিতো কোনদিন বলনি তোমার ছেলে লেখাপড়া করে।

সাহেব বলিনি, আমরা গরীব আর ও পাশ করতে পারে কিনা।
তুমি জান না তোমার ছেলে কি ভাল রেজাল্ট করেছে। ওতো দেশের সম্পদ।
সাহেব মিষ্টি কিনে এনে তমিজাকে বলে, বস্তির সব মানুষকে খাওয়াবে। কাল থেকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসবে।
বাড়ির অফিসারও অবাক।

পরদিন পত্রিকায় নিউজ হয়। তমিজা ও অনিকে সাহেব পত্রিকা দেখায় আর বলে, আর তরকারি বিক্রি করতে হবে না। আজ থেকে ও এই বাড়িতে থাকবে। লেখাপড়া করবে। তার সব খরচ আমার। এ কথা শুনে তমিজার দু'চোখ বেয়ে আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

লেখক রোকিন ছেত্রী, চট্টগ্রাম থেকে

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ০৮ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফএম ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১০ ভাষার গান: এন্থ কিশোর

১২-১৫ আঁধার পেরিয়ে এলাম: নিশুতি'র নাটক
রচনা ও প্রযোজনা: মমতাজউদ্দিন আহমেদ (পুনঃপ্রচার)

১-১৫ বর্ণালী: ভাষার গানের অনুষ্ঠান

১-৪০ সেই আমি এই আমি: গান, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য অঙ্গনে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার: শিমুল ইউসুফ
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মোঃ শাহাদাত হোসেন
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

২-০০ ঐ দেখ বর্ণমালার বাগান: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রঙ্গু শাহাবুদ্দিন
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: আজাদ মিন্টু
প্রযোজনা: ফারজানা ও মো: মনিরুজ্জামান (পুনঃপ্রচার)

২-৩০ পঞ্চকবির গান

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৭-৩০ আমার বাংলাভাষা: শুদ্ধ বাংলাভাষা চর্চা বিষয়ক অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিভিন্ন শব্দের সঠিক উচ্চারণ ও প্রয়োগ
গ. মহাদেব সাহার 'এই অক্ষরে' কবিতার আবৃত্তিরূপ উপস্থাপন
গবেষণা ও গ্রন্থনা: ইকবাল গোরশেদ
উপস্থাপনা: ইকবাল গোরশেদ ও মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

৭-৪০ ভাষার গান

৮-৩০ দর্পণ: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. এই দিনে: এই দিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন
খ. কারাগারের রোজনামচা থেকে পাঠ: জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
গ. বাংলা আমার অহংকার: ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন
সাক্ষাৎকার প্রদানে: আবদুল গাফফার চৌধুরী
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ওয়াসিম আকরাম

ব.রূপালী সংস্কৃতি:
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে
নির্মিত চলচ্চিত্র নিয়ে সংকলন
(বাংলা): ফাতেমাতুজ জোহরা
ঙ.সাহিত্য সমাচার:
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে
প্রথম প্রতিবাদী নাটক 'কবর' নিয়ে
গবেষণাধর্মী আলোচনা:
ড. সৌমিত্র শেখর
চ.ভাষারণাম: সোমদুর মনির কোনাল
পাণ্ডুলিপি পাঠে: এসএম উপমা শিরিন
গ্রন্থনা: নাসির আহমেদ
উপস্থাপনা: জাবের আহমেদ পলাশ ও
তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

৯-৩৫ চেতনার একুশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: মুহম্মদ নূরুল হুদা,
তারিক মঞ্জুর ও
মো: শাফীউল মুজসবীন
সঞ্চালনা: মো: মঞ্জুরুল হক
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১০-৩০ একুশ আমার চেতনার পাখি:
বিশেষ গীতিনক্শা
গীত রচনা ও গ্রন্থনা: রফিকুর রশীদ
সুর সংযোজনা: মো: শাহনেওয়াজ
ধারাবর্ণনা: শেখ শাকিল আহমেদ ও
লায়লা নার্গিস পলি
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও
মো: মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে
সম্পাদকীয় মন্তব্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

দুপুর

১২-১০ বর্ণমালার গল্প: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ভাষার গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
গ. নাটিকা: রচনা ও প্রযোজনা:
মানুম আজিজ
ঘ. একুশের কবিতা পাঠ:
সমৃদ্ধি সুচনা ও সাদনাম খাজী
ঙ. ভাষার গান
চ. এসো গল্প শুনি: সেলিনা হোসেন
এর লেখা ছোটগল্প: 'একুশের রক্ত পলাশ'
পাঠে: রেজওয়ানা হাসান ও
মালিহা মেহনাজ রূপকথা
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
নবীন কিশোর গৌতম
গ্রন্থনা ও গান রচনা: আনজীর লিটন
উপস্থাপনা: মারজুকা বিনতে মাহিরান
বিভা ও রবিজিত সরকার দুর্জয়
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

১২-৪৫ কবিতায় একুশের প্রতিধ্বনি:
স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শিহাব শাহরিয়ার
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

বেলা

১-০০ ভাষার গান
১-৩০ আমার ভাষা আমার অহংকার:
ভাষাসৈনিকদের নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: খন্দকার শামসুজ্জোহা
বর্ণনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা ও
আহসান হাবীব বাপ্পি
প্রযোজনা: মো: মোঙ্গাফিজুর রহমান

২-০৫ ভাষার গান
২-৫০ ভাষার গান
৩-০৫ আমাদের জন্ম হলো: বিশেষ নাটক
রচনা: সৈয়দ শামসুল হক
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা:
রামেন্দু মজুমদার

বিকাল

৫-১০ সুবর্ণ বর্ণমালা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

৫-৩০ ভাষার গান
৫-৪৫ কণিকা: একুশ আমার অহংকার-
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

সন্ধ্যা

৭-৩০ দুর্বার: সৈনিক ভাইদের জন্য
জাতীয় অনুষ্ঠান
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আফরোজা হাসান
প্রযোজনা: মো: মনিরুজ্জামান

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশ্ববিচিত্রা: বিভিন্ন দেশে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
পালনের রীতি
গ.চলতিবিশ্ব: আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে
দেশে ও বিদেশে আয়োজিত
অনুষ্ঠানের খবর
ঘ.নন্দিতজন:
ভাষাসৈনিকের স্মৃতিচারণ-
ভাষাসৈনিক রেজাউল করিম
ঙ.কবিতা আবৃত্তি:
মো: রফিকুলইসলাম
চ.গান: সামিনা চৌধুরী
পাণ্ডুলিপি পাঠে:
শিকলার সনরত আলী কনুজ
গ্রন্থনা: আমান চপল
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম ও
সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা: তনুজা মঙ্গল

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে বেতার বিষয়ণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মো: আতিকুর রহমান

১০-৩০ পলাশ শিমুলের গল্প: বিশেষ নাটক
রচনা: ফজলুল করিম
প্রযোজনা: মোঙ্গাফিজুর রহমান চৌধুরী

ঢাকা-ক মঙ্গল তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে
স্মৃতিচারণ: আহমদ রফিক
গ. ভাষার গান: মিতা হক
ঘ. প্রামাণ্য প্রতিবেদন:
কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার:
মো: জসিম উদ্দীন
ঙ.কবিতা আবৃত্তি:
আরমান পারভেজ মুরাদ
গ্রন্থনা: লিয়াকত খান
উপস্থাপনা: লিয়াকত খান ও
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

৮-০০ বর্ণালী: ভাষার গানের অনুষ্ঠান

সন্ধ্যা

৭-৩০ একুশ আমার চেতনার পাখি:
বিশেষ গীতিনক্শা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: রফিকুর রশীদ
সুর সংযোজনা: আজাদ মিন্টু
ধারাবর্ণনা: শেখ শাকিল আহমেদ ও
লায়লা নার্গিস পলি
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও
মো: মনিরুজ্জামান

রাত

৮-৩০ ভাষার গান
৯-৩০ আমার ভাষা আমার অহংকার:
ভাষাসৈনিকদের নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: খন্দকার শামসুজ্জোহা
বর্ণনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা ও
আহসান হাবীব বাপ্পি
প্রযোজনা: মো: মোঙ্গাফিজুর রহমান
(পুনঃপ্রচার)

১০-০০ ভাষার গান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৭-৩০ ভাষার গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

৭-৪০ ভাষার গান:
একুশ তুমি চেতনার বাতিঘর

৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. আজকের চট্টগ্রাম
গ. পত্র-পত্রিকার শিরোনাম
ঘ. ইতিহাসের পাতায় আজকের দিন:
মৌমিতা আফরোজ
ঙ. আঞ্চলিক ভাষা সংরক্ষণের
প্রয়োজনীয়তা
কথক: ড. প্রকাশ নাগগুপ্ত
চ. কবিতা আবৃত্তি:
এ.বি.এম রাশেদুল হাসান
ছ. প্রামাণ্য: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবস নিয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা
বহিঃধারণ: ফরহাদ-বিন-সাদেক
জ. একুশের গান
গ্রন্থনা: ঝিনুক হায়দার
উপস্থাপনা: নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৮-৪৫ চেতনার একুশ: বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
ক. বাংলা ভাষার প্রসারে করণীয়
কথক: ড. হরিশংকর জলদাস
খ. ভাষার গান
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৯-৩০ হৃদয়ে বর্ণমালা:
শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: আয়েশা খাতুন
শিশু উপস্থাপক: তাকিয়া যাহীন ও
প্রবা প্রতিতী চৌধুরী
ক. একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে শিশুতোষ
আলোচনা: নাজনীন হক
খ. একুশের কবিতা আবৃত্তি
গ. একুশের গান
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

১০-০৫ আমি কি ভুলিতে পারি:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান

১০-৩০ স্মৃতির মিনার: মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ কবিতা
আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আয়েশা হক শিমু
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

১০-৫০ ভাষার গান

বেলা

১১-০৫ আ-মরি বাংলা ভাষা: যুবসমাজের
জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: প্রিয়ম কৃষ্ণ দে
উপস্থাপনা: সৈয়দা তাবজিনা ইসলাম মীম
ও প্রিয়ম কৃষ্ণ দে
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. ভাষার গান:
অর্পিতা ঘোষ ও দীপা দাস
গ. তারুণ্যের মিলনমেলা:
বিষয়-বাংলাভাষার শুদ্ধ চর্চা
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: সুমাইয়া শাহরীন
ঙ. ভাষাশহিদ সালাম ও
বরকতের পরিচিতি:
মুহাম্মদ ফরহাদ হাসান
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে বিভিন্ন
পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়
মতামত নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

২-৩০ সুরময় বর্ণমালা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ড. আহমেদ মতলা
সুরসংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
পাপিয়া আহমেদ
ধারাবর্ণনা:
ইমরান মাহমুদ ফরহাদ
ও সেজুতি দে
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

৩-০৫ একুশ আমার অহংকার:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. আনোয়ারা আলম
অংশগ্রহণ: আবদুস সালাম,
ড. মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ ও
বেগম তহুরীন সবুর
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৩-৩০ বাংলার গান গাই:
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: রুমি বড়ুয়া চৌধুরী
উপস্থাপনা: হাবিব রেজা করিম
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

বিকাল

৫-১০ একুশের গান

৫-২৫ পাহাড়িকা:
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মালতী চৌধুরী মাহলাচিং
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. মাতৃভাষা বাংলা চর্চার গুরুত্ব
কথক: উক্যমু মারমা
গ. গান
প্রযোজনা:
মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

রাত

১০-৩০ প্রিয় বর্ণমালা: বিশেষ নাটক
রচনা: অশোক কুমার চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ মঈনুদ্দীন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: এস এম তিতুমীর
উপস্থাপনা: গোলাম মর্তুজা হেনা
ভাষার মাস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
ক. আজকের রাজশাহী
খ. আজকের কুইজ
গ. এইদিনে ও জন্মদিনের অভেচ্ছা
ঘ. মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য
কথক: ড. আবুল হাসান চৌধুরী
ঙ. ভাষার গান
চ. রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন
বিষয়ক কথিকা
কথক: ড. তসিকুল ইসলাম রাজা
ছ. একুশের কবিতা আবৃত্তি:
মনিরা রহমান মিঠি ও
জয়দীপ ভাদুড়ী
জ. অমর বাণী
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

৮-২০ প্রভাত ফেরি:
ভাষার গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুখেন মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা: ফারজানা ইরাসমিন

৮-৪৫ আ-মরি বাংলাভাষা:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান:
একজন ভাষাসৈনিকের সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকারদানে: ভাষাসৈনিক
মো. মোশাররফ হোসেন আখুঞ্জি
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: আব্দুর রোকন মাসুম

প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-০৫ একুশ আমার অহংকার:
শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আখতার বানু
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. ভাষার গান:
সুমাইয়া তাসনিম রাইসা
গ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক):
নাজিফা নওশিন
ঘ. রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা নিয়ে
শিশুতোষ আলোচনা
ড. আনন্দ কুমার সাহা
ঙ. ভাষার গান: প্রিয়ন্তী দাস
প্রযোজনা: মাসরীণ বেগম

৯-৩০ মোদের গরব মোদের আশা,
আমরি বাংলা ভাষা:
কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাকিলা শবনম
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

১০-০৫ বছর ঘুরে ফাগুন এলো: গীতিনকশা
রচনা: ড. অনীক মাহমুদ
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মো. রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
ধারাবর্ণনা: বিলকিস বেগম
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

১০-৩৫ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও
স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপর
ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আকবারুল হাসান মিল্লাত
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

বেলা

১১-০৫ বর্ণমালার মিছিল: বিশেষ নাটক
রচনা: এস এম মোজাম্মেল হক
প্রযোজনা: সুখেন মুখোপাধ্যায়

দুপুর

১২-১৫ অহংকারের বর্ণমালা: গীতিনকশা
রচনা: সোহেল রানা
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মাকসুদুল হুদা
ধারাবর্ণনা: শিখা খাতুন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বেলা

২-৩০ নবারুন: মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপজীব্য করে ক্যাম্পাস বিচিত্রা
পরিবেশনা: বঙ্গবন্ধু কলেজ, রাজশাহী
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৩-০৫ এ আমার মায়ের ভাষা:
দেশ-বিদেশের
বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
উম্মে সালমা রিংকী
ক. ভাষার সৌন্দর্য বর্ধনে আঞ্চলিক রূপ
কথক: ড. সাইফুদ্দিন চৌধুরী
খ. পাবশাল বাড়ির অন্দরে একদিন:
পাবনা ও বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক
ভাষার রচিত রম্য স্পট
অংশগ্রহণে: আনোয়ারুল ইসলাম
বকুল ও নূরজাহান বেগম
গ. আঞ্চলিক ভাষার গান
ঘ. প্রমিত ভাষা না আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে
প্রামাণ্য প্রতিবেদন: জিহাদ জনি
ঙ. দাদান ভাষার আমার ভাষা:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?
বাক্যটির বিভিন্ন ভাষার রূপান্তর
চ. আঞ্চলিক কবিতা আবৃত্তি:
নিশাত আরা
প্রযোজনা: তনুশ্রী সান্যাল

৩-৪০ বাংলা তোমার জন্য:
স্বরচিত কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামাল দ্বীন সুমন
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

বিকাল

৪-১০ সুখী পরিবার: জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও
পুষ্টি বিষয়ক আনয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
আনোয়ারুল ইসলাম বকুল
অংশগ্রহণে: এস.এম. রবিউল করিম
মন্টু ও মোসা: সুলতানা খাতুন হিরা
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. একুশের চেতনায়
সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠনে
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব:
ক. মুর্শিদা ফেরদৌস কিনতে হাবীব
গ. ভাষার গান
প্রযোজনা: মাসরীণ বেগম

৫-১০ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ভাষা
আন্দোলন: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ভানিয়া ভহমিনা সরকার
অংশগ্রহণে: ড. অনীক মাহমুদ এবং
ড. শিখা সরকার
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৫-৪০ তুমি বাংলা, বাংলা তুমি:
ভাষার গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সেলিম রেজা রত্ন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

রাত

৯-২০ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে
রাজশাহী বেতার অঞ্চলে আয়োজিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ:
ফেরদৌস উর রহমান রাজন
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

১০-০০ এখনও পলাশ ফোটে:
বিশেষ নাটক
রচনা: দেওয়ান হামিদুজ্জামান
প্রযোজনা: মনসুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৭-৩০ দৃষ্টিপাত: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. আজকের ডায়েরি
খ. এইদিনে
গ. যা কিছু প্রথম:
ভাষা আন্দোলনের যা কিছু
প্রথম নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকি
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৯-০৫ প্রাণের বাংলা ভাষা:
ছোটদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শাহীদা আখতার
ক. বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
খ. দলীয় পরিবেশনা
গ. ভাষাশহিদ পরিচিতি
ঘ. একুশের গান
ঙ. একুশের কবিতা আবৃত্তি
চ. বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১০-০৫ একুশের প্রথম প্রহর:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে খুলনা কেন্দ্রে
প্রচারিত বিভিন্ন গীতিনকশা থেকে
নির্বাচিত গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফাজল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১০-৩০ একুশের বর্ণমালা:
স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তাকদীরুল গণি
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

বেলা

১১-০৫ আমি বাংলার গান গাই:
গোষ্ঠীভিত্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠান
পরিবেশনায়:
জেলা শিল্পকলা একাডেমি, যশোর
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১১-৩০ পলাশ রাঙা একুশ।
বিশেষ সাহিত্য আসর
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
অধ্যাপক আব্দুল মান্নান
ক. বাংলা সাহিত্যে ভাষা
আন্দোলনের প্রভাব
খ. ছড়া সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন
গ. ২১শে ফেব্রুয়ারির কবিতা
ঘ. ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির
জাগ্রত চেতনা
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: কোনো এক মাকে
প্রযোজনা: মোঃ আল-আমিন শেখ

দুপুর

১২-১৫ বাংলা আমার প্রাণের ভাষা।
কবিতা নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইমরুল কায়েস
ধারাবর্ণনা: শেখ আসাদুজ্জামান মিথুন
প্রযোজনা: শাহলা শারমিন স্নিগ্ধা

বেলা

২-৩০ ভাষার গান

৩-৩০ বুকসম্ভার: বুকসমাজের জন্য
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: এস.এম আবির হাসান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. প্রমিত বাংলার কথা বলার গুরুত্ব
গ. ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু
ঘ. কবিতা (বাংলা ভাষা:
অতুলপ্রসাদ সেন)
ঙ. বাংলা ভাষার সঠিক চর্চা ও ব্যবহার
চ. যুব সংবাদ
প্রযোজনা:
শেখ মোহাম্মদ গিয়াস রায়হান পারভেজ

বিকাল

৪-১০ বাংলা আমার তৃষ্ণার জল।
একুশের গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অশোক কুমার দে
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৪-৩০ একুশের চেতনা বাঙালির অহংকার।
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মকবুল হোসেন মিন্টু
অংশগ্রহণে:
তালুকদার আব্দুল খালেক,
শেখ হারুনুর রশীদ ও অধ্যাপক
আনোয়ারুল কাদির
প্রযোজনা:
শেখ মোহাম্মদ গিয়াস রায়হান পারভেজ

৫-১৫ একুশের জারী।
রাশিদা পারভীন ও তার দল

৫-৩০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে খুলনায়
আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: মোঃ রেজাউল হক
প্রযোজনা: কে.এম ইকরামুল কবির

৫-৫৫ ভাষার গান

রাত

১০-০০ নাটক: সেই ফাল্গুন
রচনা: এম.এম এবাদুল ইসলাম
প্রযোজনা: এফ.এম সেলিম আক্তার

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৭-৩০ ভাষার গান

৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার ম্যাগাজিন
ক. আজকের ডায়েরি
খ. ইতিহাসের এইদিনে
গ. প্রসঙ্গকথা:
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
ঘ. মহান ভাষার মাসে বিশেষ
ধারাবাহিক: চেতনার একুশ
ঙ. কবিতা আবৃত্তি
চ. জানা-অজানা:
জাতীয় শহিদ মিনার
ছ. সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন
গ্রন্থনা: এস এম খলিল বাবু
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-০৫ প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: ইকবাল হাসান
সুর ও সঙ্গীত: চম্পক কুমার পাল
উপস্থাপনা:
আনফাল রাকিন আদ-দীন
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-৪০ দিবসভিত্তিক গান।
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

১০-৩০ প্রাণের ভাষা হামার বাংলা ভাষা:
বিশেষ ভাওয়াইয়া গীতিনক্শা
রচনা: পঞ্চানন রায়
উপস্থাপনা: মাহমুদুল হাসান ও মুনিরা
শাহনাজ চৌধুরী কেয়া
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

বেলা

১১-০৫ একুশের ভাওয়াইয়া

১১-১৫ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে
বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় মতামতের
পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান
পর্যালোচনা: মাহবুবুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

১১-৪০ প্রভাত ফেরী:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মারুফ হোসেন মাহবুব
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

১-১৫ একুশ মাসে বাংলা ভাষার জয়:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: ব্রজগোপাল রায়
ধারাবর্ণনা: মোঃ রায়হানুল ইসলাম ও
মিনাক্ষী বনিক
সুর ও সঙ্গীত: আব্দুর রশিদ
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

২-১০ ভাষার গান

৩-০৫ একুশের গান:
ভাষার গান নিয়ে অনুষ্ঠান

৩-৩০ একুশের চেতনা ও বাঙালি
জাতীয়তাবাদ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: অধ্যাপক আতাহার আলী খান
অংশগ্রহণে: অধ্যাপক শাহ আলম,
ড. নাসিমা আক্তার ও সোহরাব দুলাল
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

বিকাল

৪-০৫ সাহিত্য বিচিত্রা:
সাহিত্য বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য
অংশগ্রহণে: সোহরাব দুলাল
ক. প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. মনীষীর জীবন ও কর্ম:
জহির রায়হান সংকলিত
পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ।
মুনীরা শাহানাজ চৌধুরী কেয়া
গ. বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন।
মোতাহার হোসেন সুজন
ঘ. গ্রন্থের বিষয়বস্তু আলোচনা।
জীবন থেকে নেয়া-জহির রায়হান:
রানা মাসুদ

প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু
৫-২০ একুশের জারী:
ক. রমজান আলী সরকার ও তাঁর দল
খ. শাহাজ উদ্দিন বয়াতী ও তাঁর দল
৫-৪০ অমর একুশে:
বিশেষ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এস এম খলিল বাবু
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক

খ. ভাষাশহিদগণের পরিচিতি:
জোবায়ের আলী জুয়েল
গ. ভাষার গান
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম
৫-৫৩ দিবসভিত্তিক গান:
ও আমার এই বাংলা ভাষা:
আব্দুল লতিফ

সন্ধ্যা
৬-৪০ ভাষার গান

রাত
৯-০৫ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে
রংপুরে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম
৯-২০ ভাষার গান
১০-০০ অমর গাথা: বিশেষ নাটক
রচনা: সুমিত মোহন্ত
প্রযোজনা:
ইফতেখারুল আলম রাজ

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল
৭-৩০ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো:
একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এনায়েত হাসান মানিক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৮-২০ ভাষার গান: হিমাংশু বিশ্বাস
৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা:
ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু
খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎস
ভাষা আন্দোলন
কথক: সুনিল ইন্দু অধিকারী
গ. ভাষার গান
ঘ. কাঁদতে আসিনি ফাঁসির
দাবী নিয়ে এসেছি:
কবিতা আবৃত্তি: সুকান্ত গুপ্ত
ঙ. আমাদের মাতৃভাষা বিশ্ব
সাহিত্যের অনন্য সম্পদ
কথক: অধ্যাপক সন্দলাল শর্মা
চ. ভাষার গান
গ্রন্থনা: আবিদ ফয়সাল
উপস্থাপনা: রাবেয়া বেগম ও
মিথুন চন্দ্র দাস
প্রযোজনা: ইফতেখার আলম রাজন
৯-২০ প্রাণের ভাষা, বাংলা ভাষা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. '৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও
ভাষা শহিদদের পরিচিতি:
শিশুতোষ আলোচনা:
কাজী আতাউর রহমান
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সম্প্রীতি চক্রবর্তী রাই
ঘ. আমার হৃদয় মাঝে দোলে বাংলা
মায়ের বোল: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: নিখিল রঞ্জন মজুমদার
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ ওয়াসিম
ধারাবর্ণনা:
আজমাইন ফাইরাজ আহমেদ

গ্রন্থনা: আনোয়ার বেগম
উপস্থাপনা: অম্লিলা দাস
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাস
১০-০৫ একুশ মানে প্রতিবাদের ভাষা,
একুশ মানে দীপ্ত:
একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুল হামিদ মানিক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১০-৩০ ভাষায় মিছিল:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বেলা
১১-০৫ রক্তে রাঙা ফাগুন:
গোষ্ঠীভিত্তিক পরিবেশনা
পরিবেশনায়:
বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা
১১-৩০ অভিবাদন হে একুশ:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

দুপুর
১২-১৫ আজকের সংবাদপত্র: জাতীয় ও
স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রের
শিরোনামের উপর ভিত্তি করে
পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান
পর্যালোচনা:
শাহ দিলার আলম চৌধুরী
উপস্থাপনা: আল আজাদ
প্রযোজনা: ইফতেখার আলম রাজন

বেলা
১-৫০ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জারী গান
২-৩০ হৃদয়ে একুশ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শামসুল আলম সেলিম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
সজল কুমার দত্ত
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৩-০৫ রক্তে রাঙা বর্ণমালা:
একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সন্ধ্যা রাণী চন্দ

প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল
৪-০৫ একুশ তুমি চেতনার বাতিঘর:
তরুণ-তরুণীদের ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট:
কামরুন নাহার মুনিরা ও
প্রিয়াংকা দাশ
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা: জয়া রায়
ঘ. আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে
মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব:
খাদিজা আক্তার শিলা ও
সাদিকা মাহমুদ
ঙ. ভাষার গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মারিল তাসলীম জলৈ
প্রযোজনা:
ইফতেখার আলম রাজন
৫-৩০ মহান ভাষা আন্দোলন ও বিশ্ব
দরবারে বাংলা ভাষা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
অধ্যাপক ড. ফারজানা সিদিকা
অধ্যাপক হোসনে আরা কামালী ও
অধ্যাপক জাকির হোসেন
সঞ্চালনা: ড. আবুল ফাতেহ ফাত্তাহ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

রাত
৯-০৫ একুশ স্মরণে:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে সিলেট অঞ্চলে অনুষ্ঠিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ ও গ্রন্থনা:
এম রহমান ফারুক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১০-০০ বর্ণমালা আমার বর্ণমালা:
বিশেষ নাটক
রচনা: সুদীপ চৌধুরী
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬-৫৫ ভাষার গান: আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

৭-৩০ বাংলা আমার প্রাণের ভাষা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে গীতিনকশা
রচনা: শেখ কামরুন্নাহার কাদির
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: সজীব আহমেদ
বর্ণনা: মুনিয়া রহমান রচি
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ

৮-৩০ রক্তে রাঙানো ফাগুন: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: পংকজ কর্মকার
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: আহসান হাবীব দুলাল
বর্ণনা: কেরদৌসি খান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-৪৫ অমর একুশে: ভাষার মাস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোহাম্মদ তানভীর কায়হার
ক. ভাষা আন্দোলনে শিক্ষকসমাজের ভূমিকা: সাক্ষাৎকার প্রদান: ড. মো: ছাদেকুল আরেফিন
খ. ভাষার গান
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ

১০-৩০ স্বাধীনতার সোপান ভাষা আন্দোলন: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: জাহিদ হোসেন
অংশগ্রহণে: প্রফেসর মো: মোরাজ্জেম হোসেন, মো: সামবিদ ইসলাম এবং ফাজল ঘোষ
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ

বিকাল

৪-০৫ সম্পাদকীয়: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: অধ্যক্ষ তপংকর চক্রবর্তী

৪-৩৫ তারুণ্য: যুবসমাজের জন্য অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. ভাষা আন্দোলনে হাজসমাজের ভূমিকা: মার্জিয়া বিনতে হালাম মৌরী
গ. ভাষার গান: ইসরাত জাহান সেজুতী
ঘ. ভাষার কবিতা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কাজী নুসরাত জাহান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৪-৫৫ ভাষার গান

৫-৩০ ভাষা আন্দোলনে নারী: সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মাহাবুবা হুসাইন চৌধুরী
সাক্ষাৎকার প্রদানে প্রফেসর শাহ সাজেদা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-৪৫ জারী গান: এ.কে.এ জহির বরাতী ও সঙ্গীরা

সন্ধ্যা

৬-৩৫ প্রিয় বর্ণমালা: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: দেবাশীষ হালদার
আবৃত্তিতে: সুজয় সেন গুপ্ত ও ফারহানা ইসলাম লিনা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত

১০-০০ নাটক: কবর
রচনা: মুনীর চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: কাজী মোর্শেদ

১০-৪০ বেতার বিবরণী: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বরিশালে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহিঃধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ শহীদুল হক
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৭-৩০ ভাষার গান: আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

৮-৩০ উত্তরাচল: প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা: অমর একুশে উদযাপন
খ. আজকের ডায়েরি, ইতিহাসের এইদিনে ও কুইজ
গ. বঙ্গবন্ধু রচিত 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থ থেকে পাঠ
ঘ. ভাষা আন্দোলন: বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুরোধগম
কথক: মোঃ আব্দুস সাত্তার
ঙ. দর্শনীয় স্থান: কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার
কথক: দিলীপ কুমার সাহা
চ. ভাষার গান
ছ. স্বাস্থ্য কণিকা: করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য
গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৯-৩০ কিশলয়: শিশু-কিশোরদের ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গকথা
খ. ভাষার গান: আমার দেখে দাওনা মাগো
শিল্পী: আবুল মুকিত চৌধুরী
গ. ভাষাশহিদদের কথা: মোঃ জমেদ আলী
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: আমি কাঁদতে আসিনি, কাঁদিয়া দাবী নিয়ে এসেছি
আবৃত্তি: সামিরা মাবিন
ঙ. রবীন্দ্র সঙ্গীত: সিরাজম মুনিরা
চ. দেশাত্মবোধক গান: মোছা. সাদিয়া সুলতানা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ইশরাত জাহান লিমা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-১০ বর্ণমালা আমার প্রিয় বর্ণমালা: বিশেষ গীতিনকশা
গান রচনা: নজরুল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: মোঃ নুরুল ইসলাম দেওয়ান
ধারাবর্ণনা: মোঃ মেহেদুল ইসলাম ও কাদিজ ফাহিমা কেরদৌস
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-৪৫ বর্ণমালা কথা বলে: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: স্বপ্না শর্মা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৩৫ ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির

জাতীয়তাবাদ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: সায়োয়ার মোর্শেদ
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক মনোতোষ কুমার দে,
জারাতুন নাহার ও নজরুল ইসলাম স্বপন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-০৫ বেতার বিবরণী: মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আপরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-২০ ভাষার গান
৫-৩০ বর্ণমালা আমার প্রিয় বর্ণমালা:
বিশেষ গীতিনকশা
গান রচনা: নজরুল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ নুরুল ইসলাম দেওয়ান
ধারাবর্ণনা:
মোঃ মেহেদুল ইসলাম ও
কানিজ ফাহিমা ফেরদৌস
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
(পুনঃপ্রচার)

সন্ধ্যা
৬-৪০ প্রাণের ভাষা বাংলা:
ভাষার মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফরহাদুল ইসলাম
ক. অমর একুশের
বিশ্বব্যাপী উদযাপন
কথক: সিলভিয়া ইসলাম
খ. ভাষার গান
প্রযোজনা:
অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল
৮-৪০ ভাষার গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
৮-৪৫ চেতনার একুশ:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুনীল বড়ুয়া
ক. ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি নিয়ে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. একুশের বিশ্বায়ন বিষয়ক
সাক্ষাৎকার প্রদান: ক্যাথিং অং
গ. বিষয়ভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
শামীম আকতার
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম
৯-১০ কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে:
হারাছবিতে ব্যবহৃত ভাষার
গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফারহানা কবির চৌধুরী
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম
৯-৩০ নিসর্গ:
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুনীল বড়ুয়া
খ. ভাষার মাস নিয়ে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
গ. কার্যকারণ:
চাঁদ ছোট বড় দেখা যায় কেন?
ঘ. স্বাস্থ্যকথা:
ডেঙ্গু থেকে বেঁচে থাকার উপায়
সাক্ষাৎকার প্রদানে: ডা. জিন্নুর
ঙ. দিবসভিত্তিক কথিকা:
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
চ. দেশাত্মবোধক গান
প্রযোজনা:
মোঃ সুলতান আহমেদ
১০-০৫ প্রিয় বর্ণমালা:
শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ঐশি দাশ পূজা
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. ভাষা দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে
শিশুতোষ আলোচনা
গ. দেশাত্মবোধক গান
ঘ. আবৃত্তি: ভাষা দিবসের কবিতা
ঙ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সঙ্গীত
প্রযোজনা:
মোঃ সুলতান আহমেদ
১০-৩০ একুশের উচ্চারণ:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা:
মোঃ সুলতান আহমেদ

দুপুর
১২-৩৫ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে জাতীয় ও
স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয়ের
উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম

বেলা
১-০৫ কণ্ঠে আমার বর্ণমালা:
একুশের গান নিয়ে অনুষ্ঠান
১-৩৫ একুশ আমার অহংকার:
যুবকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ওয়াসী চৌধুরী
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. আড্ডার বিষয়:
মাতৃভাষার মর্যাদা
রক্ষায় যুবসমাজের ভূমিকা
গ. কবিতা আবৃত্তি
ঘ. স্মরণীয় বরণীয়:
ভাষাশহিদ আব্দুস সালাম
ঙ. দেশাত্মবোধক গান
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম

সন্ধ্যা
৭-০৫ বিশ্বময় একুশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোঃ জিন্নাত আলী
অংশগ্রহণ:
সাইয়ুম সরওয়ার কমল,
বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আবছার ও
অজিত দাশ
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম

রাত
৯-৩০ আমার বর্ণমালা:
বিশেষ নাটক
রচনা: স্বপন ভট্টাচার্য
প্রযোজনা:
মোঃ সুলতান আহমেদ
১০-০০ পলাশ রাঙা ভোর:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মাস্টার এরশাদুল হক
ধারাবর্ণনা:
রুবিনা ও জাহাঙ্গীর হায়দার
প্রযোজনা:
মোঃ সুলতান আহমেদ

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

বেলা

১১-১৫ রক্তে রাঙা একুশ। বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এ কে এম জয়নাল আবেদীন
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
রনেশ্বর বড়ুয়া
ধারাবর্ণনা: শিখা রানী ত্রিপুরা ও
মুজিবুল হক কুলকুল
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

১১-৪৫ একুশের বর্ণমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা। মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

দুপুর

১২-১০ গিরিসম্ভার: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. ভাষাশহিদের আত্মত্যাগ
আমাদের অর্জন মাতৃভাষা
কথক: নুরুল আবছর
খ. দিবসভিত্তিক গান
গ. ক্রীড়া পরিক্রমা:
আনন্দ পাশা সুজা
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা পাঠ:
সৌমেন দে
ঙ.ভাষাশহিদ পরিচিতি:
মুকুল কান্তি ত্রিপুরা
প্রযোজনা। মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

১২-৪০ সুরভী: মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান।
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
বিষয়। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে
নারীদের ভূমিকা
আলোচক:
রোকেয়া আক্তার, হাসিনা বেগম এবং
ইহ্‌ফাত জাহান জুলি
উপস্থাপনা: নেইগ্রা চিং চৌধুরী ননী
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

১-১০ ওরা আমার মুখের ভাষা
কাইরা নিতে চায়।
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
মোঃ ফখরুজ্জামান
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-১০ দিবসভিত্তিক গান

২-২০ আমরি বাংলা ভাষা:
শিশু-কিশোরদের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গীত রচনা: দুলাল চৌধুরী
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
ক. একুশের গান: ইউদি বড়ুয়া
খ. একুশের কবিতা আবৃত্তি
গ. একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে
শিশুতোষ আলোচনা:
হাসিনা বেগম
ঘ. একুশের গান।
সমবেত কণ্ঠে
ধারাবর্ণনা: কথা চাকমা
প্রযোজনা। মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ স্মৃতির মিনার:
যুবদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মৌমিতা দে
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. ভাষার গান
গ. কবিতা আবৃত্তি
ঘ. দেশাত্মবোধক গান
প্রযোজনা। মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-২৫ আমার ভাইয়ের রক্তে
রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
ভাষা দিবসের গানের অনুষ্ঠান

বিকাল

৪-৩০ ভাষা আন্দোলন ও
বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
কিরোজা বেগম চিনু,
তাছাদ্দিক হোসেন কবির,
বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন,
হাজী মোঃ কামালউদ্দিন ও
মনিরুজ্জামান মহসিন রানা
উপস্থাপনা: আনন্দ জ্যোতি চাকমা
প্রযোজনা। মোঃ সেলিম

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা

১১-৫০ একুশের গান

দুপুর

১২-১৫ চির প্রেরণার অমর একুশ।
বিশেষ গীতিনকশা
সঙ্গীত রচনা। রাখাল চন্দ্র দে
সুর সংযোজন: দেবরাজ দত্ত দেভিড
ধারাবর্ণনা:
তাহিয়া রহমান ও মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

১২-৪৫ ভাষার গান

বেলা

১-০৫ একুশ হলো বাঙালির স্বদেশ
প্রত্যাবর্তন
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: কবির হোসেন
গোলদার এবং আরফান হাবীব
সঞ্চালনা:
কৌশিক দাশ গুপ্ত
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

১-৩০ রক্ত শিমুল ভরা পলাশ।
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
নাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

২-২০ গিরিসুর: নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর
বিভিন্ন ভাষার দেশাত্মবোধক গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জলি ঘং মারমা
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

২-৪০ ভাষা আন্দোলনে বাংলার নারীদের
ভূমিকা: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: প্রিয়াংকা নাগ এবং
আকসানা শাহীন
সঞ্চালনা: হিমালয়া বড়ুয়া
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

৩-০৫ মায়ের মুখে মিষ্টি ভাষা:
শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
সঙ্গীত রচনা।
প্রকাশ বড়ুয়া
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
কাবিহা বুশরা সুবাহ
প্রযোজনা।
মোঃ মামুনুর রহমান

৩-৩০ চেতনায় একুশ ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা:
তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আশীষ বড়ুয়া
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল

৪-৩৫ বর্ণমালা আমার:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
হিমালয়া বড়ুয়া
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

বিকাল

৩-৫০ মহান শহিদ দিবসের গান
৪-০৫ আমার প্রিয় বর্ণমালা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমুন নাহার পূর্ণি
ক. ভাষাশহিদদের জীবনী নিয়ে
শিশুতোষ আলোচনা
খ. একুশের গান
গ. কুমিল্লা অঞ্চলের ভাষা আন্দোলন
ঘ. একুশের কবিতা থেকে আবৃত্তি
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন
৪-৩০ আমি বাংলার গান গাই:
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাসান
৫-১০ ভাষা আন্দোলনে কুমিল্লা:
একজন ভাষাসৈনিকের সাক্ষাৎকার:
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও
ভাষাসৈনিক তাজুল ইসলাম
শিকারপুরী
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
মাহাতাব উদ্দিন মজুমদার
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন
৫-৩৫ মাটির সুরেই গাই গান:
বিশেষ গীতিসফলা
রচনা ও সুর সংযোজন:
ঋতুপাল ভট্টাচার্য্য
বাদ্যবর্ণনা: রিপন চৌধুরী
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাসান

সন্ধ্যা

৬-০৫ জাগো নারী বহ্নিশিখা:
নারীসমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: প্রফেসর সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
ক. একুশের গান
খ. পরিবারে শুদ্ধ বাংলাভাষার চর্চা:
তাম্বলিমা বেগম
গ. বিষয়ভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সোহানা শারমিন রাকা
ঘ. ভাষা আন্দোলনে নারীসমাজের
অংশগ্রহণ: রুমানা রুমি
ঙ. ভাষার গান
প্রযোজনা:
রায়হান হোসেন
৬-৩৫ ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও
মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক দুলাল
ও অধ্যক্ষ জামাল নাসের
সঞ্চালনা: বদরুল হুদা জেনু
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-১৫ গৌরবময় একুশ:
একুশের পটভূমি ও ঘটনাবলী
নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শামীমা আক্তার
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৮:৩০ ভাষার গান
৮:৫০ ডায়েরির পাতা: কারাগারের
রোজনামচা থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
পাঠে: সসিরা আক্তার ও
সিফাত আবদুল্লাহ
৯:০৫ একুশ আমার অহংকার:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণে:
প্রফেসর ড. এ. কিউ.এম. মাহবুব,
মো: শাহ আলম ও
শাহনাজ পারভীন এ্যানি
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৯:৩০ হৃদয়ে বদবন্ধু: বদবন্ধুর অসমাপ্ত
আত্মজীবনী থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
পাঠে: তমা হীরা ও নুরুল আলম
৯:৪০ একুশের পংক্তিমালা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ
১০:০৫ কবর: বিশেষ নাটক
রচনা: মুনীর চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ:
অশোক কুমার বিশ্বাস
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
১০:৩৫ কণ্ঠে আমার বর্ণমালা:
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শরীফা রহমান
প্রযোজনা:
মো: জসিম উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-১০ ভাষার গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে
রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
৮-১৫ ভাষা আন্দোলন ও বদবন্ধু:
বিশেষ কথিকা
অংশগ্রহণে:
প্রফেসর মোঃ আবু তাহের
৮-২০ বাংলা আমার প্রাণ:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুদীপ রায়
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৮-৫০ আ-মরি বাংলাভাষা:
কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-৪৫ ভাষার গান:
একুশ তুমি বিদায় নিয়ো না
১০-০৫ রক্ত ফোটা পলাশ:
ভাষার গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজনীন নাহার
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ রাকিউল করিম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে আলোকপাত
খ. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:
শিশুর মানসিক বিকাশে
বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষা শিখন
অংশগ্রহণে: ডা. সুজহাত ই রহমান,
ডা. ডরিন আঙ্কুর
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে আলোকপাত
বিষয়: বলা ও লিখায় বাংলা ভাষার
শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণে
গণমাধ্যমের ভূমিকা
অংশগ্রহণে: মুহম্মদ নূরুল হুদা ও
সেলিনা হোসেন
খ. গান: আমার গেঁথে দাও
না মাগো একটী
পলাশ ফুলের মালা, শিল্পী:
রুনা লায়লা
গ. শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত
১০টি বিশেষ উদ্যোগ
বিষয়: ডিজিটাল মিডিয়ায় বাংলা
ভাষার ব্যবহার
কথক: রেজা নওফেল হায়দার
প্রস্তুত: গুল শাহানারা হক
উপস্থাপনা: গুল শাহানারা হক ও
লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে আলোকপাত
খ. আলোচনা:
বাঙালির জাতীয় চেতনা
সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব
অংশগ্রহণে:
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক,
ড. খুরশিদা বেগম,
ও মো: মোকাম্মেল হোসেন
সঞ্চালনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
গ. ভাষার গান:
আমার যত শ্রদ্ধা আবেগ,
শিল্পী: ফেরদৌস আরা
ঘ. কবিতা: দুই সন্তানের মাঝে
ন্যূনতম ০২ বছর বিরতির গুরুত্ব
কথক: ডা: ইসরাত জাহান
ঙ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক)
আবৃত্তিকার: আজহারুল ইসলাম
প্রস্তুত: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা: আফসানা মাসান ও
জোবায়েদ হোসেন পলাশ
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে আলোকপাত
খ. সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা:
বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
ড. কাজী জাকির হোসেন
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
জাবের আহমেদ পলাশ
গ. ভাষার গান:
ওরা আমার মুখের ভাষা,
শিল্পী: আব্দুল লতিফ
ঘ. কবিতা:
পরিবারিকভাবে শুদ্ধ
বাংলা চর্চার সচেতনতা
কথক: শ্রিদ্ধা বাউল
ঙ. জনসংখ্যার গান:
যে জাতি ভাষার জন্য
শিল্পী: প্রিয়াংকা বিশ্বাস
প্রস্তুত ও উপস্থাপনা:
আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা:
তোফাজ্জল হোসেন

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. আমার বাংলা: আমার ভায়ের
রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
গ. আমার কৃষি: বাংলাদেশের
স্বাধীনতার ৫০ বছরে
কৃষির অগ্রগতি ও সাফল্য:
মো. রেজাউল করিম
প্রস্তুত ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. আলোচনা অনুষ্ঠান:
একুশ ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস, আমাদের গৌরব
অংশগ্রহণ:
সৌরভ সিকদার ও সৌজিদ শেখর
সঞ্চালনা: তারিক মঞ্জুর
গ. গান: একুশ আমার মিছিলের মুখ
শিল্পী: সৈয়দ আব্দুল হাদি
ঘ. গবাদিপশুর ভিটামিনের
অভাবজনিত রোগ ও তার প্রতিকার:
ডাঃ মহুয়া ইয়াসমীন
আসর পরিচালনা:
মো. নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: আল্লাকুল ফেরদৌস

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: কৃষিবিদ বিধান
কুমার ভাণ্ডার,
কৃষিবিদ মো: শামজাহান আলী বিশ্বাস
সঞ্চালনা:
কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুল বারী
গ. ভাষার কবিতা: মাহিদুল ইসলাম
ঘ. একুশের গান: ভাষার জন্য
মায়া দিয়ে গেল প্রাণ
শিল্পী: রুনা লায়লা
আসর পরিচালনা:
আব্দুস সবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনা: সুসরাত হারুন

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

রাত
১-১৫ (ইউরোপ)
১০-৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)
আন্তর্জাতিক একুশ: বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. গান: সালাম সালাম হাজার সালাম
শিল্পী: মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
গ. কবিতা: ২১শে ফেব্রুয়ারী
আবৃত্তি: মাহমুদা আখতার
ঘ. সাক্ষাৎকার: বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: তারিক মনজুর
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ফাল্গুনী মজুমদার
ঙ. গান: আমার দেশের লালন মাগো
শিল্পী: রুনা লায়লা
চ. কবিতা আবৃত্তি: আজহারুল ইসলাম
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
উপস্থাপনা:
আল্লাতুল ফেরদৌস তমা ও
আহসান হাবিব
প্রযোজনা: উম্মে ফারহান

Between 6:30 PM & 7:00 PM
English 1st Transmission
Duration: 17 min
Between 11:45 PM & 1:00 AM
English 2nd Transmission
Duration: 25 min
My Language, My Pride
Special Program on the Occasion of International Mother Language Day 2022
a. Intro on International Mother Language Day.
b. Song: Prithibi dekhechhe nirbak hoye পৃথিবী দেখেছে নির্বাক হয়ে Singer: Chorus
c. Interview: 'Contemporary Bengali Language and Globalization'
Interviewee: Dr. Tariq Manzoor
Interviewer: Palguni Majumdar
d. Recitation of Poem
Shei Falgun Omar Ekush
সেই ফাল্গুন আমার একুশ
Recited by: Mahamuda Akhter
e. Talk: Status of Bangla Language as International Mother Language
By: Dr. Rafiqul Islam
f. Song: O amar ei Bangla Bhasha ও আমার এই বাংলা ভাষা
Singer: Sahina Yasmin

Compiled by:
Afize Uddin Ahmed Tarafder
Presented by: Shamim Khan and Md. Humayun Kabir
Produced by:
Umme Farhana Hossain Shimu

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল
৯-৩০ রক্তে ভাষা সেই ফেব্রুয়ারি।
আমার গান শিরে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
মো: আলমগীর হোসেন
উপস্থাপনা:
মো: আলমগীর হোসেন ও
সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা: মো: রফিক উদ্দিন আকন্দ

বিকাল
৩-৩০ আজম কায়ার দিন:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. আমার গান: রুনা লায়লা
খ. একুশের কবিতা আবৃত্তি:
লাল্টু হোসাইন
গ. আবহসঙ্গীতের সাক্ষাৎকার:
আবহসঙ্গীত মনিরউদ্দিন
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: এম আর মাহবুব
ঘ. আমার গান: রুনা লায়লা
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
নুরুল ইসলাম মানিক
উপস্থাপনা: ফজলুল আহমেদ ও
নাজমা বেগম খুশি
প্রযোজনা: শুভবিলাস রায়

সবাই মিলে বেতার শুনি
বেতারেই আস্থা রাখি

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-১০ জন্মভূমি: আমার গান

১-৩০ একুশ আমার দীপ্ত অহংকার:
দেশাত্মবোধক গান
নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তাসিনা করিম
উপস্থাপনা: তানিয়া করিম ও
আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

২-০০ সেই ফাগুনে বঙ্গবন্ধু:
আর্কাইভ থেকে প্রাসঙ্গিক
আলেখ্যানুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা
গ. ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি
বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ
ঘ. বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত
আত্মজীবনী' থেকে পাঠ
ঙ. প্রাসঙ্গিক গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুর রাহমান
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

২-২৫ বাংলা কবিতায় একুশ:
সাহিত্য আলোচনা
সঞ্চালনা: মাহমুদা আখতার
অংশগ্রহণ:
রাজিব মন্ডল ও গওহর পলিন
প্রযোজনা:
মোঃ সেলওয়ার হোসেন

২-৪০ আমাদৈনিকের স্মৃতির পাতা থেকে:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকারগ্রহণে:
প্রয়াত আমাদৈনিক পাঠীউল হক
(ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের
আর্কাইভে সংরক্ষিত)
সঞ্চালনা: এম আর মাহবুব
প্রযোজনা:
সৈয়দা জাকিয়া আখতার
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

৭-৪৫ আমার ভাষা আমার অহংকার:
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. ১৯৫২ এর একুশে
খ. আমার গান
গ. আমাদৈনিকদের
সাক্ষাৎকার/কবিতা/
একুশের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য
ঘ. আমার কবিতা আবৃত্তি
ঙ. প্রাসঙ্গিক কথা
গ্রন্থনা: মাহমুদা আখতার,
ইকবাল খোরশেদ ও জাহিদ মোস্তফা
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল মান্নান

৯-০৫ একুশের কবিতা:
কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাকী হোসাইন
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল মান্নান

সন্ধ্যা

৭-০০ প্রভাত ফেরির গান:
আমার গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাবার
প্রযোজনা:
মোঃ আব্দুল মান্নান

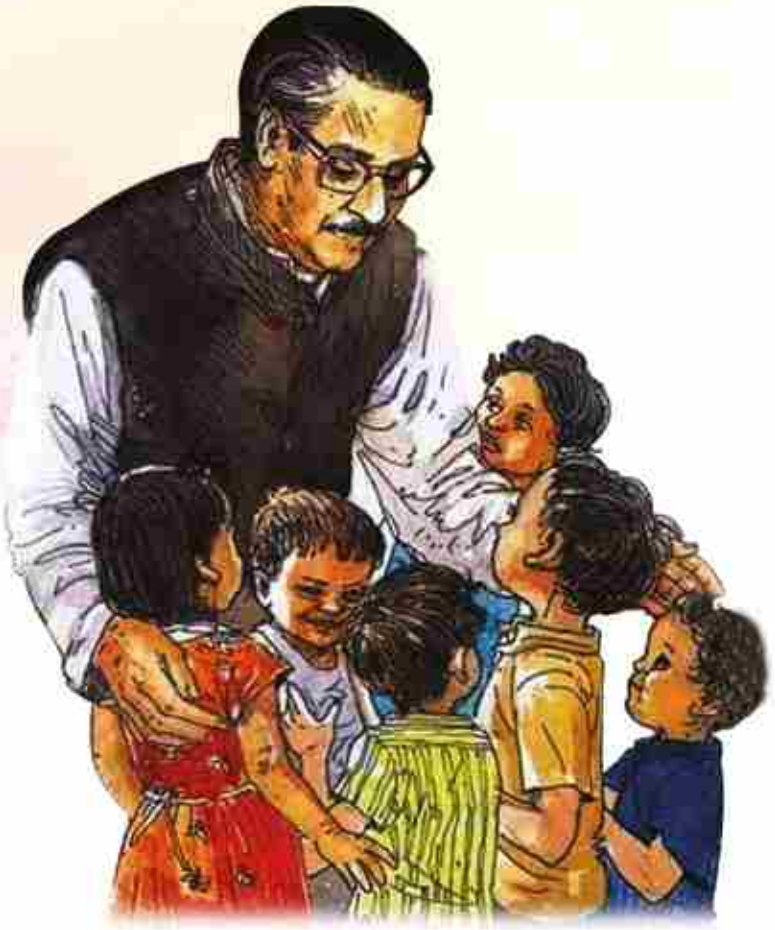

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১৭ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ০৩ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-খ : মধ্যম তরঙ্গ ৮১৬ কিলোহার্জ ও এফ এম ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১৫ দেশের মাটি: নিগতির নাটক
রচনা: মোহাম্মদ শাহ আলমগীর
প্রযোজনা:
ড. মোঃ শাহাদাত হোসেন লিপু
(পুনঃপ্রচার)

১-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং একমাত্র ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৭-৪৫ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান:
সোমনুর মনির কোনাল ও
সহশিল্পীবৃন্দ

৮-৩০ দর্পণ: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. এইদিনে: এইদিনে ঘটে যাওয়া
ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন
খ. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে
অংশবিশেষ পাঠ:
খন্দকার শাহনুজ্জোহা
গ. মুজিব আমার অহংকার:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
আমির হোসেন আমু, এম.পি.
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ওয়াসিম আকরাম
ঘ. স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু:
ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা
ঙ. আমাদের গান: চম্পা বণিক
গ্রন্থনা: আলফাজ তরফদার
উপস্থাপনা: জাবের আহমেদ পলাশ ও
তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

৯-০৫ বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন:
আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর
উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিয়ে
বিশেষ অনুষ্ঠান

৯-১০ বঙ্গসুরের মহানায়ক:
বিশেষ গীতিনকশা
গীত রচনা ও গ্রন্থনা:
আরেত হোসেন উজ্জ্বল
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শিবু রায়

প্রযোজনা: রাকিবা কবির
৯-৩৫ হিরন্ময় জন্মদিন:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক ফুরশিদা বেগম,
সেলিনা হোসেন
ও সুভাষ চন্দ্র সিংহ রায়
সঞ্চালনা: মোঃ মজুরুল হক
প্রযোজনা: তৃপ্তি ফণা বসু
১০-০৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-৩০ তুমিই আশার সূর্য: বিশেষ গীতিনকশা
গীত রচনা ও গ্রন্থণা: নাসির আহমেদ
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আজাদ মিন্টু
ধারাবর্ণনা: লালটু হোসাইন ও
জান্নাতুল ফেরদৌস ভমা
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

বেলা
১১-০৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য
গ্রন্থণা ও সঞ্চালনা:
ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

দুপুর
১২-১০ তোমার অক্ষয় নাম:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
মীর মাসরুজ্জামান
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

বেলা
১-০০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৩-০৫ মুক্তির মিছিল: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে নাটক
রচনা: তারিক মঞ্জুর
প্রযোজনা: মনোজ সেনগুপ্ত

বিকাল
৪-৪৫ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান
৫-১০ বাংলা জুড়ে পিতার মুখ:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থণা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: ইকবাল খোরশেদ ও
মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম
৫-৪৫ বাঙালির বঙ্গবন্ধু:
ড. আতিউর রহমান
প্রযোজনা: রাকিবা কবির
৫-৫০ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান

সন্ধ্যা
৭-৩০ দুর্বার: সৈনিক ভাইদের জন্য
জাতীয় অনুষ্ঠান
(বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান)
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
আফরোজা হাসান
প্রযোজনা: মোঃ মনিরুজ্জামান

রাত
৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুজিববর্ষ ও
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত খবর
সংগ্রহ ও সংকলন: মাসুদ করিম
গ. স্বাধীনতার ৫০ বছরে
শিশু উন্নয়নে বাংলাদেশের
অর্জন ও করণীয়:
আব্দুল্লাহ আল মামুন
ঘ. বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান:
জান্নাতে রোম্মান তিথি
গ্রন্থণা: আসমিয়া লিটন
উপস্থাপনা: আজাহারুল ইসলাম রনি
ও সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল
১০-০০ সংবাদ প্রবাহ:
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থণা: মাহফুজুর রহমান
ধারাবর্ণনা: আসফিয়া তাসনিম
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান
১০-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-৫০ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের গান

ঢাকা-খ : মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোমার্জ

সকাল
৭-৩০ মহানগর:
ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু:
অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান
গ. বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান:
মশিরুজ্জামান সাফির
ঘ. এই ঢাকা: ঢাকার ইতিহাস ও
ঐতিহ্য নিয়ে তথ্য প্রতিবেদন
ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়ি:
রচনা- মারুফ রাঙহান
পাঠে: স্বপন কুমার গুহ
ঙ. কবিতা আবৃত্তি:
আরমান শারফেজ মুরাল
চ. বজ্রকণ্ঠ:
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ
গ্রন্থণা: মোঃ লিয়াকত খান
উপস্থাপনা: মোঃ লিয়াকত খান ও
জান্নাতুল ফেরদৌস লিজা
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম
৮-০০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

সন্ধ্যা
৭-০৫ তুমিই আশার সূর্য:
বিশেষ গীতিনকশা
গীত রচনা ও গ্রন্থণা: নাসির আহমেদ
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আজাদ মিন্টু
ধারাবর্ণনা: লালটু হোসাইন ও
জান্নাতুল ফেরদৌস ভমা
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও
মোঃ মনিরুজ্জামান (পুনঃপ্রচার)

রাত
৮-০০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-০০ স্বাধীনতার মহানায়ক: গীতিনকশা
প্রযোজনা: ফারজানা ও
মোঃ মনিরুজ্জামান (পুনঃপ্রচার)
১০-০০ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল
৭-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শোন একটি মুজিবরের থেকে
৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. আজকের চট্টগ্রাম
গ. পত্র-পত্রিকার শিরোনাম
ঘ. ইতিহাসের পাতায় এইদিনে
ঙ. বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও
আজকের বাংলাদেশ
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
এম রেজাউল করিম চৌধুরী
গ্রন্থণে: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ছ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
জ. 'কারাগারের রোজনামচা' থেকে
পাঠ: প্রবীর পাল
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
নিজাম মায়দার সিদ্দিকী
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
৯-০৫ বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন:
ঢাকা থেকে সম্প্রচার
৯-৩০ বীর বাঙালির পর্ব তুমি:
গ্রন্থণাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: ড. আহমেদ মাওলা
ধারাবর্ণনা: ইমরান মাহমুদ ফরসাল ও
মেহবুবা-ই-ফাতেমা
প্রযোজনা: মোহাম্মদ মাঈম সিদ্দিকী
১০-০৫ মুজিবের কথা বলি:
বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
সোহানা শারমীন তালুকদার
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে
আলোচনা: ডেইজী মওদুদ

স্বরচিত কবিতা পাঠ: শাহীন মাহমুদ
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী
১০-৩৫ জোৎস্নার জন্যে বাংলা ধন্য:
গানের অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

বেলা

১১-০৫ তারুণ্যের অহংকার বঙ্গবন্ধু:
যুবগোষ্ঠির জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. তারুণ্যের মিলনমেলা।
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণে
তরুণদের অঙ্গীকার
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠ
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
সৈয়দা তাসলিমা ইসলাম শীম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
বিপ্লব কুমার দে ও মুক্তিসন্ধ চৌধুরী
প্রযোজনা: তত্ত্বাবধায়ক
১১-৩৫ সম্পাদকীয় মতামত:
বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থন: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী
২-১০ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নিজাম হাজরার সিদ্দিকী
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. কবিতা আবৃত্তি। ফজল দাস
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী
৩-০৫ শিশুদের বঙ্গবন্ধু:
শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা।
বেগম কামরুন্নাহার
শিশু উপস্থাপক:
আয়মান আহীন ও দিবারাত্রি চক্রবর্তী
ক. বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা নিয়ে
শিশুতোষ আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সমবেতকণ্ঠে
গান: গীত রচনা- মোঃ তাহারুল্লাহ
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা।
মোঃ সৈয়দুল হক
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী
৩-৩৫ স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু ও আজকের
বাংলাদেশ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজিমুদ্দিন শ্যামল
অংশগ্রহণ: মহিবুল হাসান চৌধুরী,
এ কে এম বেলায়েত হোসেন,
মঈন উদ্দীন চৌধুরী
প্রযোজনা: তত্ত্বাবধায়ক

বিকাল

৫-১০ কবিতায় বঙ্গবন্ধু:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আবেশ হক
প্রযোজনা: মোহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী
৫-২৫ পাখিকূজন:
ঘুঘু নু-খোজীর জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মালতী চৌধুরী শ্রাবন্তি
ক. 'বঙ্গবন্ধু এক অবিস্মরণীয় নাম'
শীর্ষক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন।
শিল্পী মায়মা
গ. গান
প্রযোজনা: মোহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী
৫-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

সন্ধ্যা

৬-০৬ কৃষি খামার:
কৃষি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর ভূমিভাবনা
বক্তব্য: আবু সাইদুর মোঃ সাত্তার
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. ডাল ও তেলের মাত্রা পোষে নিয়ন্ত্রণে
থিউি বেলন চাষ। মোঃ আজিজুল হক
অংশগ্রহণ: মনি আলমাস ও
তাবাস্সা আহমেদ
গ্রন্থনা ও পরিচালনা। সুবহুল কবীর
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

রাত

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী
১০-০০ চিরঅম্লানীর ভূমি:
বিশেষ গীতিকলস
রচনা: শিল্পাকৃত হোসেন খোকন
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
সাহিবুদ্দীন মাহমুদ খান
ধারাবর্ণনা:
ইমরান মাহমুদুল কামরাল
প্রযোজনা:
মোঃ নাঈম সিদ্দিকী
১০-৩০ মুক্তির সাদের এক সূর্য:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থন: কবি ফজুরা চৌধুরী
উপস্থাপনা:
মাবিব রেজা কবির ও সেবন্তি সে
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৭-৩০ স্বপ্নসন: প্রজাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক গ্রাসঙ্গিক কথা
খ. আজকের রাজশাহী ও
আজকের মুখ্যিজ
গ. এইদিনে ও জন্মদিনের শুভেচ্ছা
ঘ. অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বক্তব্য: প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক
ঙ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
চ. ইসলাম ও জীবন:
ইসলামে স্বদেশপ্রেম
বক্তব্য: ড. আদম মাস্টারুল্লাহ
ছ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তি। মণিয়া রহমান মিতি
জ. বঙ্গবন্ধুর বাণী
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
আবুল্লাহ আল মাহমুদ বাকুল
উপস্থাপনা: গোলাম মর্তুজা হেলা
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল খায়ার
৮-২০ ভূমি অন্বেষিল বলে:
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
সেলিম রেজা রনু
প্রযোজনা: ফারহানা ইয়াসমিন
৯-০৫ শ্রেষ্ঠ বাঙালি মুজিব তুমি: শীর্ষিনকুশা
রচনা: মেহেরা আশিক উল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
জেহওয়াদুল হুদা খন্দকার
ধারাবর্ণনা: শিখা খাতুন ও রিয়াদ আলি
প্রযোজনা: কামরুন্নাহার ইয়াসমিন
৯-৪৫ খোলার জন্য ও ছেলেবেলা:
গ্রামাশ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সমুজ কুমার দাস
উপস্থাপনা: উম্মে সালমা মিতি
প্রযোজনা: সমুজ কুমার দাস

দুপুর

১২-১৫ সম্পাদকীয় মতামত: স্থানীয় ও
জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রকাশিত
সম্পাদকীয়র উপর ভিত্তি
করে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. আইনাল হক
প্রযোজনা: সমুজ কুমার দাস

বেলা

২-৩০ মুক্তি তীর্থের হে ভূমি মহাজীবন:

গীতিনক্শা
রচনা: বাসেত হোসেন প্রামাণিক
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
এস এম সেলিম আখতার
ধারাবর্ণনায়: বিলকিস বেগম
প্রযোজনা: কারজানা ইয়াসমিন
৩-০৫ অমরতার আলোয়:
নির্বাচিত কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: নুরজামান বেগম
প্রযোজনা: দেওয়ান আব্দুল বাশার
৩-৩০ খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোর ও
মহান স্বাধীনতার স্থাপতি হওয়ার গল্প-
ড. ওলিউল আলম
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত জন্মদিনের গান
পরিচালনা: ড. রাশেদা খালেক
প্রযোজনা: মাসজিদ বেগম

বিকাল
৫-১০ মুজিব: চেতনায় মহীরুহ:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আব্দুর রোকন মাসুম
অংশগ্রহণ: মোঃ আয়েন উদ্দিন
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস
৫-৪০ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে পাঠ
পাঠে: বদরুন নাহার শাস্তা ও
মোঃ হাসান আখতার
৫-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

রাত
৮-০৫ ধ্রুবতারা মুজিব: বিশেষ কাব্যালেখ্য
পরিবেশনা: বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট
প্রযোজনা: দেওয়ান আব্দুল বাশার
৮-২০ রাজশাহী বেতার অঞ্চলে আয়োজিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ওপর
ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ:
ফেরদৌস উর রহমান রাজন
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস
৮-৫৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-০০ বাতিঘর: বিশেষ নাটক
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম বকুল
প্রযোজনা: আব্দুর রশিদ

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল
৭-৩০ দৃষ্টিপাত: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আজকের ডায়রি:
সংকলনে- শেখ শফিকুল হাসান
গ. '৭১ এর এইদিনে
ঘ. মহাবিজয়ের মহানায়ক:
বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: নাজমুল হক লাকী
উপস্থাপনা: সালজিদা আক্তার ও
মোঃ সানাউল্লাহ
প্রযোজনা: শারলা শারমিন ত্রিষ্ণা
৮-৩০ মহাপ্রাণের আবির্ভাব:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: মোখলেছুর রহমান বাবলু
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ আব্দুল সালাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার
৮-৫৫ বজ্রকণ্ঠ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
ভাষণের নির্বাচিত অংশ
৯-০৫ বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন: ঢাকা থেকে রিলে
৯-১০ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা:
শিশুদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর শিশুর প্রতি ভালোবাসা:
দুলাল হোসেন
গ. কবিতা আবৃত্তি:
ইশমাম মাশরাত তালহা
ঘ. বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ:
মোঃ শরীফুল ইসলাম
ঙ. দলীয় পরিবেশনা:
অনিকেত সাংস্কৃতিক সংগঠন
চ. বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান: অন্বেষা মঙ্গল
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: শাহিনা আখতার
প্রযোজনা: শারলা শারমিন ত্রিষ্ণা
১০-০৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান
১০-৪০ সেই কণ্ঠস্বর: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: মোঃ রেজাউল হক
প্রযোজনা: কে.এম ইকরামুল কবীর

বেলা
১১-০৫ মহানায়কের শুভ জন্মদিন:
গীতিনক্শা থেকে নির্বাচিত
গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: অশোক কুমার দে
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার
১১-৩০ মুজিব মানে বিজয়ের গান:
গোষ্ঠীভিত্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠান
পরিবেশনা: বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

দুপুর
১২-১৫ বরপুত্রের শুভাগমন:
গ্রন্থণাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: কাজল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার
১২-৪৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান:
সাবিনা ইয়াসমিন

বেলা
৩-৩০ জাতির পিতার জন্ম:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মকসুদ হোসেন মিন্টু
অংশগ্রহণ:
তালুকদার আব্দুল খালেক,
অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির ও
শেখ হারুন-অর-রশিদ
প্রযোজনা: শেখ মোহাম্মদ গিয়াস
রায়হান পারভেজ

বিকাল
৪-১৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে জারী:
রওশন আলী ও তার দল
৪-৪০ লাল-সবুজের গায়ত্রে
রয়েছো তুমি অন্তরে:
গান ও কবিতা সমন্বয়ে
গ্রন্থণাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: ইমরুল কায়েস
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার
৫-১৫ মুক্ত বিহঙ্গ:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও পরিচালনা:
এন.এ.এম সারওয়ারে আখতার
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়
৫-৪৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান

সন্ধ্যা
৬-১০ চাষাবাদ:
কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
পরিচালনা:সৈয়দ আব্দুল মতিন
ক. বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা:
শেখ মোঃ শহিদুজ্জামান
খ. দিবসভিত্তিক আলোচনা
গ. পরিবেশ সহনশীল চিংড়ি চাষ:
মাহী ইমরান রাসেল
প্রযোজনা:
মোঃ আল-আমিন শেখ

রাত
১০-০০ বেতার বিবরণী:
খুলনা ও তার আশেপাশের এলাকার
জাতির পিতার জন্মদিবস ও
জাতীয় শিশু দিবসের
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থণা: মোঃ রেজাউল হক
প্রযোজনা: শেখ মোহাম্মদ গিয়াস
রায়হান পারভেজ
১০-৩০ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৭-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার ম্যাগাজিন
ক. আজকের ডায়েরি
খ. ইতিহাসের এইদিনে:
ফাশফিয়া সাহরিন পুষ্পিতা
গ. প্রসঙ্গকথা:
শুভ হোক, জাতির পিতার জন্মদিন:
অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম
ঘ. মহান স্বাধীনতার মাস
উপলক্ষ্যে বিশেষ ধারাবাহিক:
উত্তাল মার্চের দিনগুলো
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তি: এস এম আরিফুজ্জামান
চ. সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন
গ্রন্থনা: জেড এ রাজা
উপস্থাপনা: কে এম লুৎফুল কবীর
পান্না ও সাসিমা চৌধুরী লিপি
প্রযোজনা: শাম্মী হক
৯-৩০ লাল-সবুজের মহানায়ক:
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: ইকবাল হাসান
উপস্থাপনা: নিশাত আমান পূর্ণতা
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায়:
আহসান হাবীব
প্রযোজনা: শাম্মী হক

দুপুর

১২-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১২-৩০ অবয়বে স্বদেশের মুখ:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহবুবুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ রাশেদ খান

বেলা

২-২০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৩-০৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৩-৩০ 'বাঙালির প্রাণপ্রদ্যুম্ন শেখ মুজিব:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
'শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধু'
পরিচালনা:
অধ্যাপক আতাহার আলী খান
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক সফিয়ার রহমান,
ড. মোঃ তানজিউল ইসলাম,
এ্যাডভোকেট হোসেন আল্লা লুৎফা
ডালিয়া, মোতাহার হোসেন মন্ডল মণ্ডলা
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

বিকাল

৪-০৫ শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ আলওয়ারুল ইসলাম রাজু
ধারাবর্ণনা: কে এম লুৎফুল কবীর
পান্না ও লুৎফা তানিয়া মুন্নু
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ তাসজিদুর রহমান
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম শরিফ
৫-১০ অগ্নিঝরা মার্চ:
মহান স্বাধীনতার মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
অধ্যাপক বিমল চন্দ্র রায়
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. সাসিমা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম
৫-৩০ হাসার বঙ্গবন্ধু:
আওয়াইয়া গীতিনকশা
রচনা: পঞ্চানন রায়
উপস্থাপনা:
মাহমুদুল হাসান ও খাদিজা জাফরিন
সুর ও সঙ্গীত: অনন্ত কুমার দেব
প্রযোজনা: এ. এইচ. এম শরীফ

সন্ধ্যা

৬-০৫ ক্ষেতে খামারে:
কৃষিজীবীদের জন্য অনুষ্ঠান
পরিচালনা: আহসান হাবিব
ক. প্রাসঙ্গিক আলোচনা: পরিচালক
খ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কৃষি:
কৃষিবিদ ওবায়দুর রহমান মন্ডল
গ. নাটিকা:
নিজে করি (কৃষি বিষয়ক):
রচনা- নাজমুল হোসেন
ঘ. কৃষি তথ্য, বিজ্ঞপ্তি ও গান
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

রাত

৯-০৫ বেতার বিবরণী:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে রংপুর ও এর আশেপাশে
অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম
৯-২০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-০০ সর্বজন ভালোবাসার বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ নাটক
রচনা: মোস্তফা তোফায়েল
প্রযোজনা: মিজানুর রহমান তালুকদার

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৭-৩০ বঙ্গবন্ধু তোমাকে সালাম:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুস সবুর মাখন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৮-১৫ মহাকালের মহানায়ক:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ
পাঠে: রাবেয়া বেগম
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৮-৩০ বিচিত্রা: প্রজাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার
মানুষের অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফারহান মাসুদ ভূইয়া
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শুভ হউক শুভ হউক
তোমার জন্মদিন
ঘ. বিজয়ের ৫০ বছর ও বঙ্গবন্ধুর
স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে অগ্রগতি
কথক: অধ্যাপক সুজাত আলী রফিক
ঙ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সঙ্গীত
চ. ডিজিটাল বাংলাদেশ:
তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক কথিকা
কৃষি উৎপাদনে তথ্য প্রযুক্তি:
মোছাঃ উম্মে হাবীবা
ছ. ডিজিটাল বাংলাদেশ
বিষয়ক স্পট ড্রামা
গ্রন্থনা: আবিদ ফারুসাল
উপস্থাপনা:
রিফাত আরা ও মাধব কর্মকার
প্রযোজনা: ইকতেখার আলম রাজন
৯-১০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-২০ একটি জন্মদিন ও লক্ষ শিশুর স্বপ্ন:
শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. ছোটদের বঙ্গবন্ধু: জামান মাহবুব
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
তাসফিয়া জামান ও
স্নেহা আচার্য্য দেবা
গ. শোন একটি মুজিবুরের থেকে:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আব্দুস সবুর মাখন
ধারাবর্ণনা: জারিন তাসনীম অথৈ

গ্রন্থনা: কামরুন্নাহার শফিক
উপস্থাপনা:
সিদরাতুল মুনতাহা লামিয়া
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বেলা

১-৩০ আজ পিতার জন্মদিন: গীতিসংস্কৃতা
রচনা: প্রিন্স সদরুজ্জামান
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
সজল দত্ত
ধারাবর্ণনা: মিথুন চন্দ্র দাস ও
অনিমা দে তন্বী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

২-০৫ তুমি আছো বাংলায়:
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুল হাসিদ মাসিক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

২-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

২-৪০ মুজিব আমার সোনার বাংলা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোকাদ্দেহ বাবুল
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৪-৩০ আমাদের বঙ্গবন্ধু: সিলেট, সুনামগঞ্জ,
মৌলভীবাজার ও
হবিগঞ্জ জেলায় বঙ্গবন্ধুর
স্মৃতি বিজড়িত
বিভিন্ন ঘটনা ও স্থান নিয়ে
প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৪-৪৫ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী:
তারুণ্যের উদ্দীপনা:
মহান স্বাধীনতার ইতিহাস,
বঙ্গবন্ধুকে জানা এবং
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতিলঠনে
নতুন প্রজন্মের করণীয় এবং
তাদেরই অংশগ্রহণে গান,
কবিতা, ছড়া, ছোটগল্পভিত্তিক
সংমিশ্রণ অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৫-১০ বল বীর বল উন্নত মম শির:
গানের গ্রন্থবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মজিদ্র সরকার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-৩০ মহানাম বঙ্গবন্ধু- বাঙালির বিশ্ব
পরিচয়: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
এ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ,
শফিকুর রহমান চৌধুরী,
প্রফেসর ড. মিমাদ্রী শেখর রায়
পরিচালনা:
আখতারুজ্জামান চৌধুরী জগলু
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

রাত

৯-০৫ সুরমা পায়র কথা: সিলেটের
আঞ্চলিক আমার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম ও
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
হাসিনা বেগম চৌধুরী ও
রজত কান্তি ভট্টাচার্য্য
খ. আঞ্চলিক গান
গ. সিলেট অঞ্চলে জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
বিভিন্ন সময়ের সফর স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
আ ফ ম সাঈদ ও
তাপস দাস পুরকায়স্থ
ঘ. আঞ্চলিক গান
গ্রন্থনা: সওয়াব আলী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-০০ বড় প্রিয় একটি নাম:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: জফির সেতু
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-৩০ আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি:
সিলেটে আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের ধারণকৃত অংশবিশেষ
নিয়ে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা: এম রহমান ফারুক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬-৫৫ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৭-৩০ হৃদয়পটে খোকা:
শিশু-কিশোরদের গীতিনকশা
রচনা: মাহবুবা হুসাইন চৌধুরী
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
সজীব আহমেদ
বর্ণনা: মুনিরা রহমান রচি
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৮-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৮-২০ 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
পাঠ: সোনিয়া আল আকসা

৮-৪০ বঙ্গবন্ধু ও সোনার বাংলা:
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সাক্ষাৎকার
গ্রহণ: হেনরি স্বপন
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে
বঙ্গবন্ধুর অবদান
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
এ্যাড. আবদুল হাই মাহবুব
গ. 'কারাগারের রোজনামচা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: কাজল ঘোষ
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-০৫ বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন:
এইদিনে বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য
কার্যক্রম নিয়ে অনুষ্ঠান:
ঢাকা থেকে রিলে

৯-১০ কীর্তিতে তুমি মহিরান:
গীতিনকশা
রচনা: পংকজ কর্মকার
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আহসান হাবীব দুলাল
বর্ণনা: ঝুমু কর্মকার
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-৪০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৯-৪৫ অগ্নিঝরা স্বাধীনতা:
বিশেষ গ্রন্থাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শেখ কামরুন নাহার কানিয়
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাবনা
সাক্ষাৎকার প্রদান:
মো: মোজাম্মেল হোসেন
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৩৫ ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
বীর মুক্তিযোদ্ধা এম জি কবির তুলু ও
অধ্যক্ষ শ.ম. ইমানুল হাকিম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জাহিদ হোসেন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল

৪-০৫ রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দেবাশীষ হালদার
অংশগ্রহণ: রতন দাস বাগ্মী ও
জেসমিন আফরোজ নীলা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৪-২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু
দিবস উপলক্ষ্যে জারিগান:
মিজানুর রহমান বরাতী ও সঙ্গীরা

৫-১৫ মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু:

আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: কে. এম. মনিরুল আলম
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক মোরাজেম হোসেন,
সৈয়দ দুলাল ও আকতার উদ্দিন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৫-৪৫ সম্পাদকীয়: জাতীয় ও স্থানীয়
পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে
উদ্ধৃতাংশ পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তপংকর চক্রবর্তী
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

সন্ধ্যা
৬-০৫ চাষবাস:
কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা:
কৃষিবিদ মোঃ শাহাদাত হোসেন
গ. কৃষি বিষয়ক গান
ঘ. স্বাস্থ্য তথ্য: অমিক্রন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মনিরুজ্জামান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৬-৩০ হে বিজয়ী বীর বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

রাত
১০-০০ চিরঅম্লান বঙ্গবন্ধু:
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা, বরিশাল
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-৩০ বেতার বিবরণী:
বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও বহিঃধারণ:
সজল মাহামুদ
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-৫০ ছোট্ট খোকা: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
শিল্পী: রাজীব

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল
৬-৫৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৭-৩০ জড় হোক তোমার জন্মদিন:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন
উপস্থাপনা: মনিরুল ফেরদৌস
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৮-৩০ উত্তরাচল:
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আজকের ডায়েরি ও কুইজ
গ. ইতিহাসের এইদিনে:
গ্রন্থনা- তাপস পাল
ঘ. বঙ্গবন্ধুর 'আমার দেখা নয়াচীন'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শোন একটি মুজিবরের থেকে
চ. বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনার
সোনার বাংলা গড়ার নতুন প্রত্যয়
কথক: অধ্যাপক মনতোষ কুমার দে
ছ. কবিতা আবৃত্তি:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
জ. স্বাস্থ্য কণিকা:
স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক তথ্য
(সমসাময়িক বিষয়ে)
গ্রন্থনা: মেহেদুল ইসলাম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৯-৩০ শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. জাতির পিতা শেখ মুজিবুর
রহমান: বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা
কথক: মোঃ জবেদ আলী
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
(বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত)
ঙ. রবীন্দ্র সঙ্গীত
চ. দেশাত্মবোধক গান:
সাদিয়া সুলতানা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইশরাত জাহান লিমা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
১০-০৫ 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
১০-১০ জাতির পিতার জন্মদিন: গীতিনকশা
গান রচনা: আমোয়ারুল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ মোকসেদ আলী
ধারাবর্ণনা: আঞ্জুমান আরা কলি ও
রাজিউর রহমান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
১০-৪৫ জাতির মহানায়ক-শেখ মুজিবুর
রহমান: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাইলী বেগম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল
৪-৪০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের জন্মবার্ষিকী ও
জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয়
ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠ
সংকলন, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোস্তাক আহমদ
অংশগ্রহণ: এস এম জসিম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-১০ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে জাতির
পিতার সোনার বাংলা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: দীপক কুমার রায়,
মাহবুবুর রহমান খোকন,
আরশা সিদ্দিকা তুলি,
সেলিনা জাহান লিটা ও
নজরুল ইসলাম স্বপন
পরিচালনা:
মোস্তাফিজুর রহমান স্বপন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-৪০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৫-৪৫ বাংলাদেশের অপর নাম বঙ্গবন্ধু:
স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: স্বাধীনতার মাসে
বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন
খ. কথিকা: বাংলাদেশের জন্য
নিবেদিত প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
কথক: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ আব্দুস সাত্তার
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ রফিকুল ইসরাম রাফি
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

সন্ধ্যা
৬-১০ কিমাণ মাটি দেশ: কৃষি বিষয়ক
আঞ্চলিক অনুষ্ঠান (আসরভিত্তিক)
ক. প্রসঙ্গ কথা: দিবসভিত্তিক
খ. অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
উপকারী পোকা মাকড়
সংরক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি
আলোচক: কৃষিবিদ
মো. মনোয়ার হোসেন
গ. বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন:
হাসিবুর রহমান - আসরভিত্তিক
আলোচনা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
পরিচালনা মোঃ আশরাফুল আলম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৬-৪০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের জন্মবার্ষিকী ও
জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে
ঠাকুরগাঁও ও এর আশেপাশে অনুষ্ঠিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৭-০০ ক. 'কারাগারের রোজনামচা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৮-০৫ আমাদের খোকা:
শিশু-কিশোরদের ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর
ভালবাসা সম্পর্কিত
শিশুতোষ আলোচনা:
আহসানুল হক
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
আদিত্য নিকদার
ঘ. গল্পে গল্পে বঙ্গবন্ধু:
একজন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ-
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর আহমেদ
ঙ. বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জিন্নুরাইন মোক্তারী হীরা
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৮-৩০ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান

১০-০৫ আমার মুজিব:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম

১০-৩০ চেতনায় বঙ্গবন্ধু:
যুবসমাজের জন্য ম্যাগাজিন
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: অম বড়ুয়া
খ. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা
গ. আড্ডা: বঙ্গবন্ধু ও
আমাদের স্বাধীনতা
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
রাইমা বিনতে রফিক
ঙ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান
প্রযোজনা:
মোঃ সুলতান আহমেদ

বেলা

১১-০৫ স্বপ্নের স্বাধীন বাংলা:
দিবসভিত্তিক গানের অনুষ্ঠান

দুপুর

১২-১৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান

সন্ধ্যা

৭-০৫ মহানায়ক:
দিবসভিত্তিক বিশেষ গানের অনুষ্ঠান

রাত

৯-৩০ স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোঃ আলী জিন্নাত
অংশগ্রহণ: সাইমুম সরওয়ার কমল,
ক্যাথিং অং, নুরুল আবছার
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

১০-০০ তুমি হৃদয়ের বাতিঘর:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মাস্টার শাহ আলম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
বশিরুল ইসলাম
ধারা বর্ণনায়:
পরীক্ষিৎ বড়ুয়া ও
নাজনীন আকতার মেরী
প্রযোজনা:
মোঃ সুলতান আহমেদ

বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি

বেলা

১১-১৫ মুজিব তুমি বিজয়ের গান:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: দুলাল চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: রোখসানা আক্তার ও
তাওফিক হোসেন কবির
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
রনেশ্বর বড়ুয়া
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

১১-৪৫ মুজিব মানে স্বাধীনতা
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

দুপুর

১২-১০ গিরিসম্ভার: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা: বঙ্গবন্ধু মানেই
বাংলাদেশ- সাখাওয়াত হোসেন রুবেল
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
গ. ক্রীড়া পরিক্রমা: জাহেদা বেগম
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
চ. রূপালী জগত
ছ. স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু:
বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-১০ জীবন-জীবিকা:
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের উপর
খেটে-খাওয়া মানুষের
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
বহি:ধারণ: মোঃ কাওসার

২-২০ ধন্য সেই পুরুষ:
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ রুপরুজ্জামান
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ জন্ম তোমার প্রজন্মের প্রেরণা:
শিশু-কিশোরদের ম্যাগাজিন
ক. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের
ভাষণ পরিবেশনা
খ. দেশাত্মবোধক গান:
সমবেত তবলা লহড়া পরিবেশনা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সমবেত কণ্ঠে
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৩০ সুরভী: মহিলাদের জন্য বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান
বিষয়: নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান
অংশগ্রহণ: ইশরাত জাহান,
শাহনাজ নাসরিন ও রাজিয়া সুলতানা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শামীম আরা বেগম
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৪৫ বঙ্গবন্ধু তরুণদের অহংকার:
যুবদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণে
তরুণদের অঙ্গীকার
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুপসানা আক্তার
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বিকাল

৪-৩০ ইতিহাসের মহানায়ক:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: ফিরোজা বেগম চিনু,
তাহাদ্দিক হোসেন কবির,
মনিরুজ্জামান মহসিন রানা ও
হাজী মোঃ কামাল উদ্দিন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুনীল ফাল্গু দে
প্রযোজনা: মোঃ সেলিম

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা

১১-৫০ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গ্রন্থাবদ্ধ গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মেহেদী হাসান
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

দুপুর

১২-১৫ পিতা তুমি অন্তরে চিরদিন:
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও রচনা: মোঃ ওবায়দুল্লাহ
ধারাবর্ণনা: সুমন চক্রবর্তী ও
লিমা আক্তার
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
পাপিয়া আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

১২-৩৫ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে
আঞ্চলিক ভাষায় গান

১২-৪৫ যত দিন রবে:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
উপস্থাপনা: ইয়াহী মারমা ও
মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বেলা

১-০৫ একটি ভাষণ একটি
জাতির পথের দিশা:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের ভাষণের
উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ
নিয়ে গ্রন্থিতঅনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মিলন কুমার ভট্টাচার্য
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

১-১৫ বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠ ও গ্রন্থের পর্যালোচনা
অংশগ্রহণে: পঙ্কজ আজম ও
নাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

১-২৫ মুজিববর্ষের থিম সং:
তুমি বাংলার ধ্রুবতারা

১-৪৮ মুজিববর্ষের থিম সং:
তুমি বাংলার ধ্রুবতারা

২-৪০ তুমি চিরঅম্লান: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মনিরুল ইসলাম মনু
আলোচক: বীর বাহাদুর উশৈসিং,
ক্যা শৈ হ্লা মারমা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-১০ ক্ষেতখামার: কৃষি, সদস্য ও
প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে
কৃষিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু
কথক: কৃষিবিদ সাফায়েত
আহমেদ সিদ্দিকী
গ. গান: মুজিব আমার বাংলাদেশ
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৩-২০ কোটি অন্তরে স্বর্ণালী অক্ষরে
লেখা আছে এই শুভদিন:
বিশেষ গ্রন্থিত সঙ্গীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হালিমা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৩-৩৫ বন্ধু তুমি পিতা তুমি:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. তরুণ প্রজন্মদের ভবিষ্যত
গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা
গ. চন্দন কৃষ্ণপালের 'প্রিয় মুজিব'
কবিতা আবৃত্তি
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: চন্দ্রিমা বড়ুয়া
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৩-৪৫ অনন্যা: মহিলাদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধুর
অবদান: ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি
গ. গ্রামীণ মহিলাদের জীবনমান
উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু: আভিয়া চৌধুরী
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা শিরিন
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল

৪-০৫ শিশুর হৃদয় হোক রঙিন:
শিশু-কিশোরদের গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও রচনা:
আমিনুর রহমান প্রামানিক
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ আব্দুর রহিম
ধারাবর্ণনা: মোহাম্মদ মহিরম আক্তার
ও শাহ মোঃ আরিফুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

বেলা

৩-৫০ দেশাত্মবোধক ও বঙ্গবন্ধুকে
নিবেদিত গান

বিকাল

৪-০৫ খোকার স্বপ্নে স্বাধীন বাংলা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তি: প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঘ. ছোটদের বঙ্গবন্ধু: শাহজাহান চৌধুরী
গ্রন্থনা: রোমানা মজুমদার
উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পূর্ণী
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৪-৩৫ বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহতাব সোহেল
অংশগ্রহণ: এম এ করিম মজুমদার
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৫-১০ সুজলা-সুফলা:
কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান
বিষয়: বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা
সঞ্চালনা: চন্দন কুমার পোদ্দার
অংশগ্রহণ: শরীফ উদ্দিন ও
কৃষিবিদ জুনাইদ কবীর খান
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাস্থান

৫-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত জারী:
মোখলেস সরকার ও সঙ্গীরা

৫-৪৫ তুমি বাংলার-বাংলা তোমার অনাদিকাল:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাস্থান

সন্ধ্যা

৬-০০ তুমি আছ প্রতি বাঙালির হৃদয়
অলিন্দে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা ও সুর সংযোজনা:
গুরুদাস ভট্টাচার্য
ধারাবর্ণনা: সোহানা শারমিন ও
খায়রুল বাসার বাধন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাস্থান

৬-৩৫ হৃদয় তন্ত্রীতে তুমি:
নারী সমাজের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. নারী সমাজের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর
অবদান: তাহলিমা বেগম
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি
গ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠ: মুক্তি রাণী সাহা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা:
অধ্যাপিকা সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: শ্লিপ্তা চক্রবর্তী
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-১০ ক. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৮-২৫ পৌরুষে তুমি পৌরুষে তুমি:
গ্রন্থাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
সামিয়া রহমান শিপা
প্রযোজনা: মোঃ জসিম উদ্দিন

৮-৫০ ডায়েরির পাতা:
'কারাগারের রোজনামচা' থেকে পাঠ
পাঠে: সনিয়া আক্তার ও
সিফাত আবদুল্লাহ্

৯-০৫ বাঙালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণ: চৌধুরী এমদাদুল হক,
প্রফেসর মো: ওহিদ আলম লস্কর ও
শাহনাজ পারভীন এ্যানি
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-৩০ হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুর
'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে পাঠ
পাঠে:
তমা হীরা ও নুরুল আলম

৯-৪০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৯-৪৫ তোমারই পদধ্বনি:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: রবিউল ওহাব
অংশগ্রহণ: মেহেদী হাসান ও
জান্নাতুল মাওয়া জেসিকা
প্রযোজনা: ফরসাল মাহমুদ

১০-০৫ মাঠের কথা:
কৃষি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
ড. গোলাম ফেরদাউস
ক. শিক্ষাভিত্তিক আলোচনা
খ. কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু:
অরফিন কুমার রায়
গ. কৃষি বিষয়ক গান
ঘ. এ মাসের কৃষি:
নূপুর গোলদার
ঙ. কৃষি খবর
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-৩০ জন্ম তোমার প্রজন্মের প্রেরণা:
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
ত্রিবেণী গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-১০ গান: বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শুভ জন্মদিন

৮-১৫ লাল গোলাপ শুভেচ্ছা:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহের
নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের
অনুভূতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
বহিঃধারণ, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
ইমরান সাদেক নাহিদ
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৮-৩০ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: নাজনীন নাহার
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৮-৫০ আমাদের বঙ্গবন্ধু:
ময়মনসিংহ জেলার জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন ঘটনা ও স্থান
নিয়ে প্রাধান্য অনুষ্ঠান

৯-০৫ চির অম্লান স্বাধীনতা:
মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. ইতিহাসের এক অনন্য নেতা
শেখ মুজিব: শায়খুল হাসনাইন
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
ফাহমিদা নবী
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-২০ বাংলার ধ্রুবতারা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৯-৪০ খুশির বর্ণাধারা:
শিশু-বিশ্বোদয়ের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও প্রযোজনা:
মোহাম্মদ রাকিউল করিম

১০-২০ ধন্য সেই পুরুষ:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান

১০-৩০ আমাদের খোকা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: সুদীপ রায় সুমন
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয়
শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:
শিশুর শারীরিক ও
মানসিক বিকাশে খাদ্য
ও পুষ্টির গুরুত্ব
অংশগ্রহণ: প্রফেসর ডাঃ আব্দুল মতিন
ও ডাঃ ইসমত জাহান
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল:
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু
দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান:
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বঙ্গবন্ধু
অংশগ্রহণ: সেলিনা হোসেন ও
ডাঃ শাহ মোহাম্মদ কুলকুল ইসলাম
সঞ্চালনা: মামুন-উর-রশিদ
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সাবিয়র জামান ও নিশিতা বড়ুয়া
ঘ. 'বঙ্গবন্ধু' কবিতা থেকে আবৃত্তি:
মনিরা ইউসুফ মেমি
ঙ. আপনি কেমন আছেন:
শ্রোতাদের পাঠানো স্বাস্থ্য
বিষয়ক চিঠিপত্রের জবাব
জবাবদানে: ডাঃ ইসরাত জাহান
গ্রন্থণা: শাহনাজ পারভীন
উপস্থাপনা: শাহনাজ পারভীন ও
শেখ মোঃ শাকিল আহমেদ

প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার:
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আলোচনা: বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ থেকে তরুণদের শিক্ষা
অংশগ্রহণ: ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল ও ড. আমির হোসাইন রাহাত
সঞ্চালনা: আজহারুল ইসলাম
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
আবু বকর সিদ্দিক ও অনিমা মুক্তি গোমেজ
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক):
অধর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঙ. কথিকা: শিশুরা জাতির ভবিষ্যত
কথক: মোস্তাকীম স্বাধীন
চ. বেতার কার্টুন: গর্ভবতীর কমপক্ষে চারবার চেকআপের গুরুত্ব
গ্রন্থনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
উপস্থাপনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু ও লাবণ্য আরিয়ানী হোসেন
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার:
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আলোচনা অনুষ্ঠান:
ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুদের নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব
অংশগ্রহণ: শেখ রবিউল ইসলাম, মুফতী গিয়াস উদ্দিন ইবনে জাফর আবদুর রহিম
গ. দিবসভিত্তিক গান
ঘ. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক তথ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আফসানা হাসান
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. আমার কৃষি:
'বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা ও বর্তমান কৃষি'
কথক: আনোয়ার ফারুক
গ. আমার বাংলা: দিবসভিত্তিক গান
বাংলাদেশের উন্নয়নে মূলে তুমি- রফিকুল আলম
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও সৈয়দা শাহান আরা চৌধুরী
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধু ও কৃষি: প্রামাণ্য প্রতিবেদন
গ. 'আধুনিক বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু' আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: এ এইচ এম সোলায়মান ও সৌরভ সিকদার
সঞ্চালনা: তারিক মঞ্জুর
ঘ. গান: বঙ্গবন্ধু তুমি মিশে আছো- সামিনা চৌধুরী
আসর পরিচালনা: মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: জান্নাতুল ফেরদৌস

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও কৃষিবিদ হামিদুর রহমান
সঞ্চালনা: এম ওয়াদুদুর রহমান
গ. গান: বাংলাদেশের উন্নয়নে মূলে তুমি- রফিকুল আলম
ঘ. বোরো ধানক্ষেতের সার, সেচ ও পরিচর্যা-
কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
আসর পরিচালনা:
মুন্সী আবু হারুন টিটো
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-০৫ জাতির পিতাকে নিবেদিত গান:
কোটি কোটি অন্তরে: মুহিন

১-১০ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি:
জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলেখ্যানুষ্ঠান
ক. স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি:
রাহেল রাজিব
খ. বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে পাঠ:
বন্দকার শামসুজ্জোহা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজের স্মৃতিচারণ
ঘ. গান: সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠবাঙালি- মুখলেসুল ইসলাম নীলু
গ্রন্থনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও সুরাইয়া সুলতানা
প্রযোজনা:
জেড এ সৈয়দ আহসানুল আলম

১-৩০ বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ:
বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তনিমা করিম
উপস্থাপনা: তনিমা করিম ও মোঃ আহসান হাবিব বাপ্পি
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

২-০০ বাংলাদেশ বেতার ও বঙ্গবন্ধু:
মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার ও ফারজানা আক্তার বেলী
স্মৃতিচারণে: আশফাকুর রহমান খান, আশরাফুল আলম ও আলি হাসান খান
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

২-২৫ মহাজীবনের গান:
(আর্কাইভ থেকে) বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সানিয়া আহমেদ
সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা:
ফরিদ আহমেদ
ধারাবর্ণনা: সামিয়া রহমান লিসা ও ফয়সাল আহমেদ
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

রাত ১.১৫, ২.০০ (ইউরোপ)
রাত ১০.৩০, ১১.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)
মুদ্দিপাড়ার খোকা
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. গান: জন্মদিন জন্মদিন- সমবেত কণ্ঠে
গ. সাক্ষাৎকার: অপরূপা মহানায়ক
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: লেলিসা হোসেন
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: শফিকুল ইসলাম শাহার
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: ফারহানা পারভীন হক
ঙ. গান: কীর্তির চেয়ে বড় তুমি-
প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস ও সুবিন
গবেষণা ও গ্রন্থনা: তরিক মাহমুদ
উপস্থাপনা: আমিনুল ইসলাম ও
আফরোজা আক্তার পপি
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা

Time of Broadcast:
Between 6:30 PM & 7:00 PM
English 1st Transmission
Duration: 17 min
Between 11:45 PM & 1:00 AM
English 2nd Transmission
Duration: 25 min
The Greatest Bangali Ever
a. Intro on the Birth Anniversary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day
b. Song: Khoka tumi Sheikh Mujibur (খোকা তুমি শেখ মুজিবুর) Singer: Shammi Akhtar and Suhir Nandi
c. Interview: 'Bangabandhu - The Lighthouse for Children'
Interviewee:
Valiant Freedom Fighter Dr.Md. Abdus Shahid
Interviewer: Farhana Pervin Hoque
d. Recitation of Poem
'Dhonno Shei Pumoh' (ধন্য সেই পুরুষ)
Recited by: Laila Afroze
e. Song: Kirtir cheye boro tumi (কীর্তির চেয়ে বড় তুমি) Singer: Priyanka Biswas and Mubin
Compiled by: Afiaz Uddin Ahmed Tarafder
Presented by: Nowshin Farhana and Ashik uz Zaman Sarkar
Produced by: Umme Farhana Hossain Shimu

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল
৮-৩০ তুমি জন্মেছ বলে পেয়েছি আমরা: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
আরেফ মোসেদ উজ্জ্বল
উপস্থাপনা: ফারহানা আক্তার রেনী ও ফয়সাল আহমেদ
প্রযোজনা: নুসরাত জাহান সুমি
বিকাল
৪:০০ খোকা থেকে জাতির পিতা:
শিশুদের অংশগ্রহণে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তানিয়া করিম
অংশগ্রহণ: শিশু শিল্পীবৃন্দ
প্রযোজনা: রবিলাল রায়

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল
১০-০৫ ফুলের বাড়িঘর।
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও
কীর্তি নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও ফারহানা আক্তার রেনী
প্রযোজনা: মো: আব্দুল মান্নান
সন্ধ্যা
৭-০০ অমর কাব্য:
কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: লাকী হোসাইন
উপস্থাপনা: লাকী হোসাইন ও ফারহানা তিথি
প্রযোজনা: মো: আব্দুল মান্নান

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২৬ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ১২ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-ক: মহান ফরজ ৮১৯ কিলোমার্জ ও একজন ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১০ স্বাধীনতার গান: সুধীর নন্দী

১২-১৫ সফর আলীর সুখ-দুঃখ: নিভৃতির নাটক
রচনা: নাসরিন মুস্তফা
প্রযোজনা: ম. হাসিদ

ঢাকা-খ: মহান ফরজ ৬৯৩ কিলোমার্জ এবং একজন ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৭-৪৫ দেশাত্মবোধক গান: সাবিনা ইয়াসমিন

৮-১০ স্বাধীনতার গান: সোমদুর মনির ফোনাল ও মশিরুজ্জামান সাফির

৮-১৫ অগ্নিঝরা মার্চ: মহান স্বাধীনতার মাস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. অগ্নিঝরা মার্চে ঐদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি
গ. বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল ওয়াকার হাসান, বীরপ্রতীক
ঘ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান: স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে
ঙ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত চরমপত্রের অংশবিশেষ পরেষণা ও গ্রন্থনা: শেখ মোঃ শাকিল আহমেদ
উপস্থাপনা: শেখ মোঃ শাকিল আহমেদ ও জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
ক. এই দিনে: এই দিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন
খ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী: পাঠ- খন্দকার শামসুজ্জোহা
গ. স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু: সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন
সাক্ষাতকার প্রদানে: শ.ম. রেজাউল করিম
সাক্ষাতকার গ্রহণে: ওয়াসিম আকরাম
ঘ. আমাদের গান: স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান: নোঙর তোল তোল
ঙ. মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন:
সাক্ষাৎকার প্রদানে: মেজর জেনারেল অলীক কুমার গুপ্ত, বীরপ্রতীক
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মোঃ মিজানুর রহমান
চ. রূপালী সংস্কৃতি: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র খেলাঘর নিয়ে সংকলন
গ্রন্থনা: আলফাজ তরফদার
উপস্থাপনা: শেখ শফি আহমেদ ও

রওনক জাহান
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন
৯-৩৫ স্বাধীনতার গান: সৈয়দ আব্দুল হাদী ও দিলশাদ নাহার কণা
৯-৪৫ এদেশ আমার স্বর্গ: শিশুতোষ নাটক
রচনা: ইকবাল খোরশেদ
প্রযোজনা: আলেয়া বেগমদৌসী
১০-০৫ লক্ষ মুক্তিসেনা: মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: তৈয়েব রহমান
প্রযোজনা: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
১০-২০ অহংকারের স্বদেশ: স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: তামান্না সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী ও জি এম তারিক
প্রযোজনা: মোঃ মনিরুজ্জামান

সুপুর

১২-১০ সুবর্ণ পংক্তিমালায় স্বাধীনতা: স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শিহাব শাহরিয়ার
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম
১২-২৫ চেতনায় স্বাধীনতা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. স্বাধীনতার গান: একটি সূর্য লক্ষ সূর্য হয়ে জ্বলছে
গ. শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক বিশেষ আসন্নভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতিক
ঘ. স্বাধীনতার গান: চার অক্ষরে লেখা একটি কবিতা
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: একটি পতাকা পেলে- ইয়াসিন আজাদ আরাফাত ও সমৃদ্ধি সুচনা
চ. ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বই থেকে পাঠ- লামিয়া কবীর সাফা ও ইসরাত জাহান দিবা
ছ. স্বাধীনতার গান: স্বাধীনতা আছে আমাদের মনে
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: মারজুকা বিনতে নাহিয়ান ও খন্দকার তালাল আম্মান মুহরী
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

বেলা

১-০৫ গৌরবের বাংলাদেশ: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ড. দেলবাহ কামাল, আবুল কালাম আজাদ, মোঃ শাহজাহান সিদ্দিকী (বীরবিক্রম) ও সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
সঞ্চালনা: শাহনাজ মুন্নী
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
১-৩০ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম: বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা কবির বকুল
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: শেখ সাদী খান
ধারাবর্ণনা: লালটু হোসাইন ও সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও মনিরুজ্জামান
২-২০ প্রজন্ম কণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
ক. অনুপ্রেরণা: বঙ্গবন্ধুর বাণী
খ. স্বাধীনতা অর্জন ও যুবসমাজ: বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে যুবদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা: আসাদ বিন হোসেন
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান সাগর পাড়িতে ঝড় জাগে যদি
ঘ. ক্যারিয়ার ভাবনা: যুবদের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ নিয়ে সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে: মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সজীব দত্ত
ঙ. যুববার্তা: সাম্প্রতিক সময়ে যুবদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবর নিয়ে প্রতিবেদন: বিদিত রহমান
চ. কবিতার তারুণ্য: বাতাসে লাশের গন্ধ
আবৃত্তিতে: মো: ইসহাক আলী
গ্রন্থনা: সানিয়া খাতুন
উপস্থাপনা: আরিফুল হক ও আফসানা শারমিন পিয়া
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন
২-৪৫ স্বাধীনতার গান
৩-০৫ ভিনিয়ে দক্ষ আলো: বিশেষ নাটক
রচনা: ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: এস এ আবুল হায়াত

বিকাল

৪-০৫ আমাদের মহানায়ক: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. স্বাধীনতার গান: স্বাধীন মনে এই সবাই
গ. 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ থেকে পাঠ: সুমাইতা আজিজ রিমঝিম ও রেজওয়ানা হাসান
ঘ. বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান: বঙ্গবন্ধু তোমার নামের সৌরভ
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা: মুজিব মৃত্যুঞ্জয়: সরকার জাহানারা করিদ
ছ. স্বাধীনতার গান: স্বাধীনতা তুমি মুক্তিসেনা
গ্রন্থনা: আমান চপল
উপস্থাপনা: রথিজিত সরকার দুর্জয় ও রিফাহ তাসনিম তালুকদার
প্রযোজনা: রাকিবা কবির
৪-৫৫ স্বাধীনতার গান: সামিনা চৌধুরী
৫-২৫ স্বাধীনতার সোনালী সোপান: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা: মীর মাশরুজ্জামান
উপস্থাপনা: মীর মাশরুজ্জামান ও মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম
৫-৪৫ সূর্যালোকে অভিযাত্রা: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কথিকা
রচনা ও পাঠ: ক্যাপ্টেন সাহাবউদ্দিন আহমেদ, বীরউত্তম
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

সন্ধ্যা

৭-৩০ দুর্বার: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সৈনিক ভাইদের অংশগ্রহণে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান-কিছুক্ষণ
প্রযোজনা: মোঃ মনিরুজ্জামান

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে সাজানো ম্যাগাজিন
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা: স্বাধীনতা অন্যান: নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধ
জাদুঘর- সত্যজিৎ রায় মজুমদার
গ. বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম
ঘ. কবিতা: সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড আবৃত্তি: শিমুল মোস্তফা
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট: বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা: অনু ইসলাম
চ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান: পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
গ্রন্থনা: আসজির লিটন
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম রনি ও সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: সাঈদা জান্নাত বাঁধন
প্রযোজনা: আতিকুর রহমান
১০-২০ রূপালী পর্দায় স্বাধীনতা:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের গানের
তথ্য ও পটভূমি নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আহসান হাবীব বাপ্পী
উপস্থাপনা: আহসান হাবীব বাপ্পী ও
তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন
১০-৫০ স্বাধীনতার গান

ঢাকা-খ: বয়স ভরল ৮১৯ কিলোহার্জ

সকাল
৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
খ. বঙ্গকণ্ঠ:
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ
দিবসভিত্তিক নিবেদিত অংশ
গ. বিশেষ কণিকা: প্রিয় স্বাধীনতা:
২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয়
দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:
ড. পুরশিদা বেগম
ঘ. স্বাধীনতার গান: কত নদী রক্ত,
কত না চোখের জল
ঙ. কিংবা দেখা ৭১:
'একাত্তরের চিঠি' থেকে পাঠ:
রাইসুল ইসলাম আসাদ
চ. এই ঢাকা:
ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে
প্রামাণ্য প্রতিবেদন: জাতীয় স্মৃতিসৌধ
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মামুন-অর-রশিদ
ছ. কবিতা আবৃত্তি: স্বাধীনতা দিবসের
কবিতা: বন্দীশিবির থেকে:
আলাদুজ্জামান নূর
গ্রন্থনা: মোঃ শিরাকত খান
উপস্থাপনা: মোঃ শিরাকত খান ও
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম
৮-০০ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান ও
দেশাত্মবোধক গান

সন্ধ্যা
৭-০০ দেশাত্মবোধক গান: সুধীর নন্দী
৭-০৫ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম:
বিশেষ গীতিনক্শা গীতরচনা ও
গ্রন্থনা: কবির বকুল
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
শেখ সাদী খান
ধারাবর্ণনা: শেখ মোঃ শাকিল
আহমেদ ও সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও
মনিরুজ্জামান

রাত
৮-০০ চেতনায় স্বাধীনতা: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জ. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
ঝ. স্বাধীনতার গান:
একটি সূর্য লক্ষ সূর্য হয়ে জ্বলছে
ঞ. শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক
বিশেষ আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা:
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতিক
ট. স্বাধীনতার গান:
চার অক্ষরে লেখা একটি কবিতা
ঠ. কবিতা আবৃত্তি: একটি পতাকা
পেলে- ইয়াসিন আজাদ আরাফাত ও
সমৃদ্ধি সুচনা
ড. ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের
ইতিহাস বই থেকে পাঠ- লামিয়া
কবীর সাফা ও ইসরাত জাহান দিবা
ঢ. স্বাধীনতার গান:
স্বাধীনতা আছে আমাদের মনে
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা:
মারজুকা বিনতে নাহিরাস
ও খন্দকার তালাল আন্দাল মুহরী
প্রযোজনা: রাকিবা কবির
৯-০০ অহংকারের স্বদেশ:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: তামান্না সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী ও
জি এম তারিক
প্রযোজনা: মোঃ মনিরুজ্জামান
৯-৩০ ছায়াছবির দেশাত্মবোধক গান
১০-০০ স্বাধীনতার গান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল
৭-৪৫ স্বাধীনতার গান:
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে- স্বপ্না রায়
৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ঝিনুক হায়দার
উপস্থাপনা: নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. আজকের চট্টগ্রাম
গ. বিশেষ প্রসঙ্গ:
স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
আ জ ম নাছির উদ্দীন
গ্রহণে: নাসরিন ইসলাম
ঘ. পত্র-পত্রিকার শিরোনাম
ঙ. ইতিহাসের পাতায় আজকের দিন
চ. তিশন ২০২১:
শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন: শিপ্রা দত্ত
ছ. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে
গণমানুষের ভাবনা:
বিশেষ প্রামাণ্য ধারণে:
মোঃ ফরহাদ বিন হাদেক চৌধুরী
জ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক):
এ বি এম রাশেদুল হাসান
ঝ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
ঞ. ৭ই মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
৮-৪৫ অগ্নিঝরা মার্চ: স্বাধীনতার মাস
উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গবন্ধু ও আমাদের স্বাধীনতা
নিয়ে আলোচনা: নাসরিন ইসলাম
খ. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম:
এম জহিরুল আলম দোতাষ
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
৯-৩০ মুক্তির প্রলয়শিখা: বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: দিলীপ ভারতী
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
পাপিয়া আহমেদ
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
১০-০৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
১০-২০ স্মৃতির পাতায়: মুক্তিযোদ্ধাদের
স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
অংশগ্রহণ:
বীর মুক্তিযোদ্ধা ফাহিম উদ্দিন,
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহাবউদ্দিন
প্রযোজনা: মোহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী
১০-৫০ স্বাধীনতার গান: স্বাধীনতা তুমি
আমার বাড়িতে এসো -শাখী আফতার

বেলা
১১-০৫ স্বপ্নের স্বদেশ: যুবসমাজের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
প্রিয়ম কৃষ্ণ দে ও সেঁজুতি বড়ুয়া
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা

খ. তারুণ্যের মিলনমেলা
বিষয়: স্বাধীনতার মূল্যবোধ রক্ষায় যুবসমাজের করণীয়
ঘ. দেশাত্মবোধক গান: ঋতু সাহা
ঙ. বীরশ্রেষ্ঠদের পরিচিতি:
অমিতা বড়ুয়া
চ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
মাছুম বিল্লাম
ছ. দেশাত্মবোধক গান:
শুক্লা পাল কণিকা
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১১-৩০ স্বাধীনতার গান:
সবুজের বুকে লাল সূর্যটা - সমবেত কণ্ঠে

১১-৪০ সম্পাদকীয় মতামত: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়র উপর ভিত্তি করে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

২-২৫ স্বাধীনতার গান: কেয়া লাহিড়ি

২-৩০ স্বাধীনতার গীতিমালা:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: শংকর দেব অপু
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
সুব্রত দাশ অনুজ
ধারাবর্ণনা:
এহতেশামুল হক ও উম্মে ফুলসুম
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

৩-০৫ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী - আমাদের অর্জন: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
অধ্যাপক এ.বি.এম আবু নোমান
অংশগ্রহণ:
এ কে এম কেলায়েত হোসেন, প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ও মোঃ মফিজুর রহমান
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৩-৩০ লাল-সবুজের পতাকা:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: সাজনীন হক
শিশু উপস্থাপক:
ইসাবা সামিহ ও ইউশা জাহান
ক. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
শিশুতোষ আলোচনা
খ. স্বাধীনতার গান
ঙ. স্বাধীনতার কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

বিকাল

৫-১০ স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
অধ্যাপক হুসাইন কবির
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী

৫-২৫ পাহাড়িকা:
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রবিন রোয়াজা
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ:
দীপন রোয়াজা
গ. গান
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

রাত

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জামিলউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

১০-১৫ মুক্তবাংলা: বিশেষ নাটক
রচনা: এ জে এম রবিউল আলম
প্রযোজনা:
মোঃ মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৭-৫০ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

৮-১৫ স্বাধীনতার উঠোনে দাঁড়িয়ে বিজয় এনেছি স্বাধীনতার গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শিখা খাতুন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৮-৪৫ স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা:
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ে সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার দানে:
ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: তানিয়া খন্দকার
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-০৫ স্বপ্ন আমার স্বাধীনতা:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: নৈয়দ তৌফিক জুহুরী
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আব্দুল সালাম
ধারাবর্ণনা:
গোলাম মর্তুজা হেনা ও শিখা খাতুন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৯-৪৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ কাব্যালেখ্য
পরিবেশনা: কবিকুঞ্জ
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

১০-০৫ ওরা জেগে আছে: বিশেষ নাটক
রচনা: মোস্তফা মোঃ আব্দুর রব
প্রযোজনা: গোলাম মোস্তফা

বেলা

১১-০৫ রাজশাহীতে মুক্তিযুদ্ধ:
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার দানে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
জান্নাতুল রাব্বী বিনতে হান্নান
প্রযোজনা: তনুশ্রী সান্যাল

১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র উপর ভিত্তি করে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আকবারুল হাসান মিল্লাত
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

দুপুর

১২-১৫ স্বাধীনতার সুবর্ণ সোপান:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: এ. বি সিদ্দিক
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শাহেদুজ্জামান খান চপল
ধারাবর্ণনা: উম্মে সালমা রিংকী
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বেলা

৩-৩০ মুক্তবিহঙ্গ: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রওশন আয়া বেগম কেয়া
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. স্বাধীনতা অর্জনের গর্বিত ইতিহাস:
ড. মোবাররা সিদ্দিকা
গ. স্বাধীনতার গান:
বিহাজীৎ সরকার সাম্য
ঘ. স্বাধীনতার কবিতা আবৃত্তি:
শুভমিতা দাস
ঙ. দেশাত্মবোধক গান:
মালিহা তাসফিয়া রোমেলা
চ. প্রামাণ্য প্রতিবেদন: স্বাধীনতার অনুভূতি: জিয়াদ জনি
প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম

বিকাল

৪-১০ সুখী পরিবার
জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক

আসরভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিচালনা: আনোয়ারুল ইসলাম বকুল
অংশগ্রহণ: এস.এম. রবিউল করিম
মন্টু ও মোসা: সুলতানা খাতুন লিয়া
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. প্রামাণ্য: স্বাধীনতার ৫০ বছরে
কাঙ্খিত জনসংখ্যা অর্জনে
পরিবার পরিকল্পনার অবদান:
ড. কল্পরী আমেনা কুইন
গ. জনসংখ্যার গান
প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম

৪-৪৫ স্বাধীনতার সুখে স্বপ্ন আঁকি:
শ্রোতাদের পাঠানো
কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
সুমাইয়া আনোয়ার পূর্ণা
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

৫-১০ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী- প্রাপ্তি ও
প্রত্যাশা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আতিকুর রহমান
অংশগ্রহণে:
প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক,
অধ্যাপক ড. আব্দুল ওয়ালুদ ও
ড. সনৎ কুমার সাহা
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৫-৪০ মুক্তির মন্দিরে সোপানে তলে:
গীতিআলেখ্য
পরিবেশনা:
সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

সন্ধ্যা

৬-০৫ সবুজ বাংলা:
কৃষিজীবীদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও পরিচালনা:
মোঃ শরিফুল ইসলাম
অংশগ্রহণ: মধুমিতা চৌধুরী,
রাবেয়া মেহজাবীন রুবি ও
মোকছেদ আহমেদ
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. দেশাত্মবোধক গান
গ. তুলা পরবর্তী ফসল নির্বাচন ও
চাষাবাদ কৌশল
আলোচনা:
মোঃ মোজাদ্দীদ আল শামীম
ঘ. স্বাধীনতার ৫০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে
আমাদের অর্জন:
সিরাজুল ইসলাম
ঙ. কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক
তথ্য এবং মাজারদর
প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম

রাত

৯-০৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে রাজশাহী বেতার
অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
ফেরদৌস উর রহমান রাজন
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-১৫ স্বাধীনতা তুমি অজয়, অজড়,
অবিনাশী গান: কাব্যালেখ্য
পরিবেশনা: বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি পরিষদ
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

১০-১৫ সূর্যোদয়ে-শেষে: বিশেষ নাটক
রচনা: মোস্তফা মোঃ আব্দুর রব
প্রযোজনা: আরিফ হায়দার

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৮-৩০ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য:
বিশেষ গীতিমহ্‌লা
রচনা: ইমরুল কায়েস
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ আলী আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৯-১০ প্রাণের বাংলাদেশ:
শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও পরিচালনা:
এরশাদ সুলতানা মালা
ক. স্বাধীনতাযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান
খ. দিবসভিত্তিক আলোচনা
গ. বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি:
বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন
ঘ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
ঙ. দলীয় পরিবেশনা: শিশু একাডেমি
চ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি
ছ. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন:
জাতীয় স্মৃতিসৌধ: সাক্ষাৎকার হোসেন
জ. দেশাত্মবোধক গান
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১০-০৫ মুক্তির সৈনিক:
বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকারদাসে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা টি.এ.বি সিদ্দিকী
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
সেলিনা আক্তার নার্গিস
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১০-৩০ জয় বাংলা বাংলার জয়:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

বেলা

১১-০৫ যুদ্ধজয়ের গল্পে নারী:
মহিলাদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: রশিদা আক্তার
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. মুক্তিযুদ্ধে নারী বীরাঙ্গনা
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি
ঘ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান
ঙ. নারী বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
চ. 'একাত্তরের চিঠি' থেকে পাঠ
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১১-৩০ স্বপ্নে বোনা স্বাধীনতা:
মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
খুলনা কেন্দ্রে প্রচারিত বিভিন্ন
গীতিমহ্‌লা থেকে নির্বাচিত গানের
গ্রন্থণাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: কাজল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

দুপুর

১২-২০ রূপালী ফিতায় মুক্তিযুদ্ধ:
মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত সিনেমার
গানের গ্রন্থণাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: আ.ক.ম আহিদুল আলম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১২-৪০ ৫০ পেরিয়ে আমার স্বাধীনতা:
মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক গানের গ্রন্থণাবদ্ধ
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: দিপঙ্কর ঘোষ
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বেলা

৩-০৫ ছোট পরিবার:
জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম
প্রযোজিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: স্মৃতি সরকার
অংশগ্রহণ: সৈয়দা লতিফা খানম ও
হাবিব আহসান আশিক
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. স্বাধীনতার ৫০ বছরে
স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন
গ. শিশুর সামাজিকীকরণে
পরিবারের ভূমিকা
প্রযোজনা: মোঃ আল-আমিন শেখ

৩-৩০ বাঙালির জাগরণ বাঙালির স্বাধীনতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মকবুল হোসেন মিন্টু
অংশগ্রহণ:
তালুকদার আব্দুল খালেক,
জনাব শেখ হারুন-অর-রশিদ ও
অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির
প্রযোজনা: গিয়াস রায়হান পারভেজ

বিকাল

৪-৪০ স্বাধীনতার পংক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
আকরোজ জামার চৌধুরী কলি

প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়
৫-১০ কিশোর বেলা: কিশোর-কিশোরীদের
জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
তাসকিয়া মোহসিনা
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. মহান মুক্তিযুদ্ধে কিশোরদের ভূমিকা:
মোঃ মামুনুর রশিদ
গ. কবিতা আবৃত্তি
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন: বিদিশা হক
ঙ. দেশাত্মবোধক গান
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

সন্ধ্যা
৬-১০ চাষাবাদ:
কৃষিবিষয়ক আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
পরিচালনা: আব্দুস সালাম তরফদার
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. স্বাধীনতার ৫০ বছরে
কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য
গ. বসতবাড়িতে পিঁয়াজ ও
আলু সংরক্ষণের উপায়
প্রযোজনা: মোঃ আল-আমিন শেখ

রাত
৯-০৫ বেতার বিবরণী:
মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
খুলনা ও তার আশেপাশের
এলাকায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থণা ও সম্পাদনা:
মোঃ রেজাউল হক
প্রযোজনা: শেখ মোহাম্মদ
গিয়াস রায়হান পারভেজ
১০-১৫ চেতনার উত্তাল তরঙ্গ: বিশেষ নাটক
রচনা: দেলোয়ার হোসেন দুলাল
প্রযোজনা: মোঃ আল-আমিন শেখ

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল
৭-৪৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: জেড এ রাজা
উপস্থাপনা: কে এম লুৎফুল কবীর পান্না
ও নাসিমা চৌধুরী লিপি
ক. আজকের তারেরি
খ. ইতিহাসের এইদিনে:
পাণ্ডুলিপি- কাশফিয়া মাহরিম পুষ্পিতা
গ. প্রসঙ্গকথা: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস- ড. নাসিমা আক্তার
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: আমার পরিচয়-
এস এম আরিফউজ্জামান
ঙ. গ্রামীণ জীবন:
পাণ্ডুলিপি- শাহনাজ চৌধুরী
ঙ. উত্তাল মার্চের দিনগুলো: সংকলিত
চ. সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন: সংকলিত
প্রযোজনা: শাম্মী হক
৯-০৫ স্বাধীন জন্মভূমি আমার অহংকার:
শিশু-কিশোরদের জন্য
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থণা: এস এম খলিল বাবু
উপস্থাপনা:
আনফাল রাকিন আদ-দ্বীন
সুর ও সঙ্গীত: আহসান হাবীব
প্রযোজনা: শাম্মী হক
৯-৩৫ স্বাধীনতার গান
১০-০৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
১০-৩০ দেশাত্মবোধক গান

বেলা
১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় মতামতের উপর
ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
পর্যালোচনা: মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

দুপুর
১২-১৫ মুজিব মানে মহাসংগ্রাম:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান-
পদ্মবী সরকার মালতি

বেলা
২-১০ চেতনার দিন: বিশেষ নাটক
রচনা: সুমিত মোহন্ত
প্রযোজনা: ইফতেখারুল আলম রাজ
৩-০৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: আতাহার আলী খান
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক সফিরায় রহমান,
হোসনে আরা লুৎফা তালিয়া,
নাহিমা জামান ববি
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম
৩-৩০ মুক্তির ডাক:
বিশেষ ভাওয়াইয়া গীতিনকশা
রচনা, সুর ও সঙ্গীত:
এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান
উপস্থাপনা: মোঃ রায়হানুল ইসলাম ও
শাম্মী আক্তার
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ

বিকাল
৫-৩০ স্বাধীনতা তুমি দীপ্ত অহংকার:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম
উপস্থাপনা: মোঃ হাসীম ও
রোকেয়া সুলতানা কেয়া
সুর ও সঙ্গীত: চম্পক কুমার
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ

সন্ধ্যা
৬-৪০ অগ্নিঝরা মার্চ: মহান স্বাধীনতার মাস
উপলক্ষ্যে বিশেষ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: মোঃ আনওয়ারুল ইসলাম রাজু
ক. মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা
বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা
মোঃ আমজাদ হোসেন
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
প্রযোজনা:
মোঃ জহুরুল আলম

রাত
৯-০৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে রংপুর ও
এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বিশেষ
বেতার বিবরণী
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম
৯-২০ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল
৬-৫৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
৭-৪৫ স্বপ্ন ঘেরা দেশটা:
দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান
৮-৩০ বিচিত্রা: প্রজাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা: দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
খ. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয়
দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি
পেশার মানুষের অনুভূতি
বহিঃধারণ, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
সৈয়দ সাইমুম আল্লুম ইভান
গ. মহান স্বাধীনতা আন্দোলন ও
বাংলাদেশের
অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ
ঘ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: তোমাকে পাওয়ার
জন্য হে স্বাধীনতা:
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী

চ. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের
ভাষণের অংশবিশেষ
ছ. দেশাত্মবোধক গান
গ্রন্থনা: আবিদ ফারসাল
উপস্থাপনা: রাবেয়া বেগম ও
খলিসুর রহমান
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৯-২০ স্বাধীনতা আমার অহংকার
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. গল্পাকারে স্বাধীনতার ইতিহাস:
শিশুতোষ আলোচনা- জামান মাহবুব
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সুকল্প দেবনাথ
ঘ. আমরা তোমাদের ভুলব না:
বিশেষ গীতিমঞ্চনা
রচনা: হীরা শামীম, সুর ও সঙ্গীত
পরিচালনা: মোঃ ওয়াসিম
ধারাবর্ণনা: হালওয়া মেহরীন
গ্রন্থনা: লক্ষিতা জামাঙ্গীর
উপস্থাপনা: স্মৃতি দাশ
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

১০-০৫ ঐ নতুনের কেতন উড়ে:
দেশাত্মবোধক নজরুল সঙ্গীতের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এনায়েত হাসান মানিক
উপস্থাপনা: পপি কর
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-৩০ দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা:
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: জয় বাংলা
সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট

বেলা

১১-২০ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সৈনিক আমরা:
তরুণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা: দিবসভিত্তিক
খ. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে
তরুণদের ভূমিকা নিয়ে
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
সৌরভ দাস ও আবিদুর রহমান সাবিত
গ. স্বাধীনতার কবিতা:
শাহি তাসনুবা ফাইরুজ
ঘ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
ঙ. রণসঙ্গীত: কায়ার ঐ লৌহকপাট
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সম্পূর্ণা চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
ইফতেখার আলম রাজন

১১-৫০ জাগ্রী গান (দিবসভিত্তিক):
আব্দুর রহমান ও সঙ্গীরা

দুপুর

১২-১০ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
১২-৩০ স্বাধীনতা এনে দিলে তুমি:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

বেলা

১-৩০ লাল সবুজের কাব্যমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা:
অধ্যাপক নৃপেন্দ্র লাল দাস
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

২-০৫ শিকড়:
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সত্য
ঘটনা অবলম্বনে নাটক
রচনা ও নির্দেশনা:
নিজাম উদ্দিন লস্কর মরনা
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৩-০৫ ঘরোয়া: মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার
দীক্ষায় দীক্ষিত করতে
মায়ের ভূমিকা:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৩-৩০ লাল-সবুজে সুরের দোলা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শামসুল আলম সেলিম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
কুতুব উদ্দিন
ধারাবর্ণনা: অদিনা দে ভবী ও
ফারহান মাসুদ ভূঁইয়া
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৪-৪৫ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী:
বহিরাদেশে মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ
নিয়ে ডকুমেন্টারি

৫-১০ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: জীবন্তিকা
প্রযোজনা: ইফতেখার আলম রাজন

৫-৩০ সাবাস বাংলাদেশ, পৃথিবী অবাক
তাকিয়ে রঙ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: প্রফেসর ড. মতিয়ার
রহমান হাওলাদার,
বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমেদ
ও এ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান
পরিচালনা: আল আজাদ
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

রাত

৯-০৫ সুরমা পারের কথা:
সিলেটের আঞ্চলিক
ভাষার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মুক্তিযুদ্ধে সিলেট
অঞ্চলে বীর সৈনিকেরা
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
প্রিন্স সদরুজ্জামান ও রোকেয়া বেগম
খ. মুক্তিযুদ্ধের গান (আঞ্চলিক ভাষা):
সিরাজ আনোয়ার
গ. বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম ও
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
আলোচনা: রজত কান্তি ভট্টাচার্য্য ও
আ ফ ম সাইদ
ঘ. আঞ্চলিক গান
গ্রন্থনা: মওয়াব আলী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-১৫ স্বাধীনতা স্মরণে: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
সিলেটে আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের ধারণকৃত অংশবিশেষ
নিয়ে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ ও গ্রন্থনা:
এম রহমান ফারুক
বর্ণনা: আব্দুল মজিদ লস্কর
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৭-৪৫ জয় বাংলা বাংলার জয়:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
গানের অনুষ্ঠান

৮-১৫ স্বাধীনতার গান

৮-৩০ প্রিয় স্বাধীনতা: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে গীতিনকশা
রচনা: শেখ কামরুন্নাহার কালির
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
সজীব আহমেদ
বর্ণনা: মুনিরা রহমান রচি
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-১০ রক্তের আখরে লেখা স্বাধীনতা:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
এ্যাড. তালুকদার মোঃ ইউনুস
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
মারিফ আহমেদ বাপ্পি
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-২৫ মর্মে মর্মে স্বাধীনতা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহাবুবা হোসাইন চৌধুরী
আবৃত্তি: সুজয় সেনগুপ্ত ও
ফারহানা ইসলাম শিনা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-৪৫ অগ্নিঝরা মার্চ: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:

শেখ কামরুল নাহার কাদির
ক. বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ঘোষণা:
বীর মুক্তিযোদ্ধা এনারেত হোসেন চৌধুরী
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-০৫ লড়াই চলবেই: বিশেষ নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
মোকলেছুর রহমান

বিকাল

৪-১০ স্বাধীনতা তুমি চিরজাগ্রত:
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিক জোট
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৪-৩৫ মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি:
মুক্তিযোদ্ধাদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিচালনা: কে. এম. মনিরুল আলম
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
প্রদীপ কুমার ঘোষ
ও মো: রফিকুল ইসলাম নান্নু
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৪-৫০ রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি: স্বাধীনতার গান
৫-১৫ বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনবাংলা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
মোহাম্মদ তানভীর কায়স্থার
অংশগ্রহণ:
গাজী নঈমুল হোসেন লিটু
এ্যাড. তরুণ চন্দ ও
মো: সামবিন ইসলাম
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

সন্ধ্যা

৬-৩০ সম্পাদকীয়: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় ও
স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়
থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
অধ্যক্ষ তপন্তের চক্রবর্তী
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত

১০-১৫ রক্তে রাঙানো স্বাধীনতা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ড. গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
জহুরুল হাসান তালুকদার
বর্ণনা: শিরিন জাহান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-৪৫ বেতার বিবরণী: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
বরিশালে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহি:ধারণ ও উপস্থাপনা:
মো: শহীদুল হক
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৮-১৫ পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
গান নিয়ে বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাজিউর রহমান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৮-৩০ উত্তরাচল:
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: কানিজ ফাহিমা ফেরদৌস
ক. প্রসঙ্গকথা: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উদযাপন
খ. আজকের ডায়েরি ও কুইজ
গ. ইতিহাসের এইদিনে-
রেজাউল ইসলাম
ঘ. বঙ্গবন্ধুর 'আমার দেখা নয়াচীন'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান-
শোন একটি মুজিবরের থেকে
চ. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু:
অধ্যাপক মনতোষ কুমার দে
ছ. কবিতা আবৃত্তি (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক):
মেহেদুল ইসলাম মেহেদী
জ. স্বাস্থ্য কণিকা:
স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক তথ্য
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৯-৩০ লাল সবুজের গল্প:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইশরাত জাহান লিমা
ক. প্রসঙ্গকথা: দিবসভিত্তিক
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. মহান মুক্তিযুদ্ধে মার্চ-এর ঘটনাবলী:
স্মৃতিচারণমূলক কথিকা:
বীর মুক্তিযোদ্ধা শংকর কুমার দে
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)
ঙ. রবীন্দ্র সঙ্গীত: (দেশাত্মবোধক)
চ. দেশাত্মবোধক গান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
১০-১০ সূর্যোদয়ের গান:
বিশেষ গীতিনকশা
গান রচনা:
মেহেদী রাজু খান
সুর সংযোজনা ও
সঙ্গীত পরিচালনা:
মো: মোকলেদ আলী
ধারাবর্ণনা: মেহেদুল ইসলাম ও
কানিজ ফাহিমা ফেরদৌস
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৪০ স্বাধীনতার পংক্তিমালা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাইলী বেগম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-১০ স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
মোস্তাফিজুর রহমান রিপন
অংশগ্রহণ: দীপক কুমার রায়,
মাহবুবুর রহমান বাবলু,
সেলিনা জাহান লিটা ও
মামুদুর রশীদ
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-৪৫ বাংলাদেশের অপর নাম বঙ্গবন্ধু:
স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দিলীপ কুমার সাহা
ক. প্রসঙ্গকথা: দিবসভিত্তিক
খ. কথিকা:
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
পেরিয়ে আমাদের অর্জন
কথক: মো. আল মনসুর
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
অভিজিত সরকার

সন্ধ্যা

৬-১০ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে জাতীয় ও
দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠ
সংকলন, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোস্তাক আহমদ
অংশগ্রহণ: এস এম জসিম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৬-৩০ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও ও
এর আশেপাশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৮-৪০ প্রিয় স্বাধীনতা:
স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নীলোৎপল বড়ুয়া
ক. স্বাধীনতার মাস মার্চ নিয়ে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. স্বাধীনতার কবিতা আবৃত্তি
গ. গান
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

৮-৫০ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

৯-১০ স্বাধীনতা আমার অহংকার।
যুবদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা।
ফারহান হিন্দিক অমি
ক. আড্ডার আসর। সমৃদ্ধ দেশ গঠনে
যুবসমাজের ভাবনা
অংশগ্রহণ: মোঃ রাফি, নুরজাহান ও
জেসমিন সুলতানা
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
ইপসিতা আফরায় সোহা
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৯-৩০ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

১০-২০ মুক্তির আলোর শিখা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: নাজমুল করিম জুয়েল
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

১০-৩০ অপরাজিতা: নারীদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এড. প্রতিভা দাশ
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. আড্ডার আসর:
মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান
অংশগ্রহণ: রোসানা আকতার সোমা,
এড. শওকত জাহান রোজি ও
এড. সেরিনা হক তানিয়া
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি।
ফারহানা কবির চৌধুরী
ঘ. স্বাধীনতার গান
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বেলা

১১-০৫ দেশাত্মবোধক গান

১১-১০ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে নির্বাচিত গানের অনুষ্ঠান

দুপুর

১২-১০ এ আমার দেশ: শিশু-কিশোরদের
জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শাহানা মজুমদার চুমকী
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে শিশুতোষ আলোচনা
খ. 'স্বাধীনতা কেমন করে এলো'
নিয়ে একজন
মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ।
বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হক, বীরপ্রতীক
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
আদিত্য সিকদার
ঘ. দেশাত্মবোধক গান
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

১২-৩০ তুমি জাগ্রত জনতা:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা। জাহাঙ্গীর হারুনার
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

রাত

৯-৩০ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা। জসিম উদ্দিন বকুল
অংশগ্রহণ: আলেক উলাহ রফিক,
মোঃ রেজাউল করিম ও
লে: কর্নেল ফোরকান আহমেদ
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

১০-০০ স্বাধীনতার রক্তে, স্বাধীনতা পতাকার:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবহার উদ্দিন অলি
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা।
বশীরুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: সুনীল বড়ুয়া ও শামীম আকতার
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

বেলা

১১-১৫ স্বাধীনতা আমার অহংকার।
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রাখাল চন্দ্র দাশ
ধারাবর্ণনা: শিখা রানী ত্রিপুরা ও
মোঃ কাওসার
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
দুলাল চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

১১-৪৫ তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা:
স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

দুপুর

১২-১০ গিরিসংবাদ: তথ্য-বিনোদন ও
প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. স্বাধীনতা আমার চির চাওয়া।
সাখাওয়াত হোসেন রুবেল
খ. স্বাধীনতার কবিতা আবৃত্তি
গ. ক্রীড়া পরিক্রমা
ঘ. স্বাধীনতার গান
ঙ. রূপালী জগত
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-১০ হৃদয়ে তুমি স্বাধীনতা।
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. স্বাধীনতার গান-সমবেত কণ্ঠে
খ. স্বাধীনতার একক
অভিনয়- শ্রেষ্ঠা দেব
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
গান- সমবেত কণ্ঠে
ঘ. স্বাধীনতার কবিতা
আবৃত্তি- সমবেত কণ্ঠে
ঙ. কবিকা। স্বাধীনতার
ঘোষণা- হাসিনা বেগম
চ. স্বাধীনতার গান- সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা। কলি চাকমা
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-৪০ রক্তিম সূর্যোদয়:
যুবদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা। মৌমিতা দে
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা।
রক্তিম স্বাধীনতার সূর্যোদয়
খ. স্বাধীনতার গান
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ সুরভী: মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
বিশেষ আলোচনা। বিষয়: ১৯৭১
সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও
পরোক্ষভাবে মহিলাদের
অংশগ্রহণ ও অবদান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: বশবী চাকমা
অংশগ্রহণ। রোকেয়া আক্তার,
নিরুপা দেওয়ান,
ও সূচনা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৩৫ স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ:
বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা
বেলায়েত হোসেন ভূঁইয়া

গ্রন্থনা: মুজিবুল হক বুলবুল
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
৩-৪৫ স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা:
মাসব্যাপী অনুষ্ঠান
ক. মার্চের এ দিনে
খ. বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ
একটি গেরিলাযুদ্ধ:
মনিরুজ্জামান মহসিন রানা
গ. মুক্তিযুদ্ধের/স্বাধীনতার
উপর কবিতা আবৃত্তি
ঘ. স্বাধীনতার গান
ঙ. মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার:
বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদারুল আলম
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বিকাল
৪-৩০ আমাদের স্বাধীনতা ও
উন্নয়নের অগ্রযাত্রা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুনীল কান্তি দে
অংশগ্রহণ: ফিরোজা বেগম চিনু,
হাজী মোঃ কামাল উদ্দিন,
মোঃ আবু হাসিক ও
নিখিল কুমার চাকমা
প্রযোজনা: মোঃ সেলিম

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা
১১-৫০ স্বাধীনতা এক গোলাপ ফোটানো দিন:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা:
উম্মে হুজাইকা মিফতাহ
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

দুপুর
১২-১৫ জন্ম আমার ধন্য হলো:
শিশু-কিশোরদের নিয়ে
বিশেষ গীতিআলেখ্য অনুষ্ঠান
সঙ্গীত পরিচালনা: মোঃ আব্দুর রহিম
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা:
ফাবিহা বুশরা সুবাহ ও
শাহ মোঃ আরিফুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
১২-৩০ মুক্তিযোদ্ধা:
কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
১২-৪৫ রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা:
একজন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে: ক্যাপ্টেন (অব:)
আবুল কাশেম চৌধুরী বীরপ্রতিক
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
মিলন কুমার ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বেলা
১-০৫ সম্পাদকীয় মতামত: মহান স্বাধীনতা
ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় ও
জাতীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য
সঞ্চালনা: কৌশিক দাশগুপ্ত
অংশগ্রহণ: আমিনুল ইসলাম বাচ্চু ও
বৌদ্ধ জ্যোতি চাকমা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
১-১৫ জন্মভূমি: বিশেষ নাটিকা
রচনা: আমিনুর রহমান প্রাসঙ্গিক
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম
২-২০ গিরিসুর: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায়
গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আল্পনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
২-৪০ বীরাঙ্গনা: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা
বিষয়ে আলোচনা
আলোচক:
ইয়াহমিন পারভীন তিবরীজি
এবং জেরিন আখতার
সঞ্চালনা: হিমালয় বড়ুয়া
গ. একাত্তরের চিঠি থেকে পাঠ:
ড্রামে চিং
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা পিরিন
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
৩-১০ মুক্তির অগ্রদূত:
তরুণ প্রজন্মের জন্য
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তরুণ
প্রজন্মের ভাবনা:
প্রামাণ্য অনুষ্ঠান: বহিঃপ্রাবণে-
মোবারক হোসেন
গ. স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জেনিকা হিলারী পান্না
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
৩-২০ সোনামুখ স্বাধীনতা:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: মামুন-উর-রশিদ
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: সৈয়দুল হক
ধারাবর্ণনা: এ এস এম আহসানুল
আলম এবং জেনী বম
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
৩-৪৫ স্বাধীনতার ৫১ বছরে
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: এ কে এম জাহাঙ্গীর,
লক্ষী পদ দাশ ও
মোহাম্মদ খালেদ বিন চৌধুরী
সঞ্চালনা: মনিরুল ইসলাম মন
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল
৪-১০ বেতার সংলাপ: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
বান্দরবান বেতার অঞ্চলের
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার নিবন্ধী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রিফাকুল কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

বেলা
৩-৫০ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

বিকাল
৪-০৫ স্বপ্নীল ঠিকানায় বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: ফারুক আহমেদ ও
শওকত ওসমান
সঞ্চালনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন
৪-২৫ স্বাধীনতার গান
৪-৩৫ স্বাধীনতার সুখ:
শিশু-কিশোরদের নিয়ে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
অনুষ্ঠান গ্রন্থনা: রোমানা মজুমদার
উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পুর্নি
ক. দিবসভিত্তিক গান
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
গ. মহান স্বাধীনতা নিয়ে
শিশু-কিশোরদের
আসরভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালনা: জনাব শাহজাহান চৌধুরী
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন
৫-৩৫ গাসে গাসে স্বাধীনতা:

মহান স্বাধীনতা দিবসের গান নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শ্বায়রুল বাসার বাঁধন
প্রয়োজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান
৫-৫০ স্বাধীনতা আমার আত্মপরিচয়:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

সন্ধ্যা
৬-০৫ চল দুর্জয় প্রাণের শক্তিতে:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: মৃণাল কান্তি ঢালী
সুর সংযোজনা: এম এ কাইউম খান
ধারাবর্ণনা:
বিক্রম চন্দ্র দেবনাথ ও
মুক্তি রানী সাহা
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান
৬-৩৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে নারী সমাজের
অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অধ্যাপিকা সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
ক. স্বাধীনতা আন্দোলনে
নারীসমাজের ভূমিকা:
তাহলিমা বেগম
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সোহানা শারমীন
গ. মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের সরাসরি
অংশগ্রহণ: হাসিনা আক্তার
ঘ. স্বাধীনতার গান:
সানজিদা ইসলাম ক্লেয়া
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল
৮-১০ ক. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের
ঐতিহাসিক ভাষণ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৮-২৫ রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি:
গানের বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায়:
খন্দকার সাবিনা ইয়াসমিন
প্রযোজনা: মোঃ জসিম উদ্দিন
৮-৫০ ক. ডায়েরির পাতা:
'কারাগারের রোজনামচা'
থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
পাঠে: সলিয়া আক্তার ও
নিকাত আবদুল্লাহ্
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-০৫ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণ:
প্রফেসর ড. এ কিউ এম মাহবুব,
মাহবুব আলী খান ও হুমায়রা আক্তার
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৯-৩০ ক. হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
পাঠে: তমা হীরা ও নুরুল আলম
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-৪০ স্বাধীনতার গান
৯-৪৫ তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: কয়সাল মাহমুদ
১০-০৫ চেতনার মুক্তিযুদ্ধ:
মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শামীমা আক্তার
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বাঙালির অস্তিত্বে বঙ্গবন্ধু:
মোঃ শাহ আলম
খ. স্বাধীনতার গান
ঘ. মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠদের
বীরত্বগাথা: আবু সালেহ
ঙ. বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার:
সাক্ষাৎকার প্রদানে: বীর মুক্তিযোদ্ধা
বদরুদ্দোজা বদর
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
১০-৩০ এ সবুজ দেশ আমার:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবির
গানের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল
৮-১০ দেশাত্মবোধক গান:
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
৮-১৫ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
বিশেষ কবিতা-
ইকরামুল হক টিটু
৮-২৫ রক্তিম সূর্য:
এম আর আখতার মুকুল রচিত
'চরমপন্থ' নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শিহাব সাকিব ঈশান
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৮-৫০ বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ আকরাম হোসেন
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-০৫ চিরঞ্জীব স্বাধীনতা:
বহরব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়:
সংকলিত নিবন্ধ
খ. কবিতা আবৃত্তি:
স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে
আমাদের হলো
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান:
আমরা করেছি মুক্তিযুদ্ধ
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-১৫ জয় বাংলা বাংলার জয়:
স্বাধীনবাংলা বেতার
কেন্দ্রের গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: গোলাম রহমানী
কোরাণ্ডলী সজল
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-৪০ তোরা সব জয়ধ্বনি কর:
কাজী মজরুল ইসলাম রচিত
দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান
৯-৫০ স্বাধীনতা তুমি: আবৃত্তির অনুষ্ঠান
১০-০৫ জন্মেছি এই বাংলায়:
দেশাত্মবোধক গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাজনীন নাহার
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
১০-৩০ ছন্দে আনন্দে:
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক
ছায়াছবির গান নিয়ে অনুষ্ঠান

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান বিষয়: বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র অংশগ্রহণ: আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিকী ও ড. মোঃ জামাল উদ্দিন সঞ্চালনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান: জয় বাংলা বাংলার জয়
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে হলো আবৃত্তিকার: ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়
ঙ. জানবো জানাবো: আইসী তথ্য বিষয়: বাংলাদেশ মহান সংবিধানের আলোকে নারীর অধিকার অংশগ্রহণ: এ্যাড. খালেদা সুলতানা নূর ও এ্যাড. আজহারুল ইসলাম রনি
চ. বেতার কার্টুন: বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ প্রস্তুত: তনিমা করিম উপস্থাপনা: তনিমা করিম ও শাহবুদ্দিন মাহতাব প্রযোজনা: মোহাম্মদ ইকবাতুর রহমান

রাত

৮-১০ সুধী সংসার:
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান: পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
গ. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বহিঃধারণকৃত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান: তারুণ্যের কণ্ঠ বিষয়: নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে করণীয় সঞ্চালনা: সজীব দত্ত প্রস্তুত ও উপস্থাপনা: শেখ মোঃ শাকিল আহমেদ প্রযোজনা: তোকাজ্জল হোসেন

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান: 'কৃষি সমাচার'
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. আমার কৃষি: আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কৃষকভাইদের অবদান: এ কে এম শামীম আলম
গ. আমার বাংলা: স্বাধীনতার গান: পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে প্রস্তুত ও উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার প্রযোজনা: রমিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান 'স্বাধীনতা পরবর্তী কৃষির অগ্রগতি': ডক্টর শহীদুর রশীদ তুইয়া সাক্ষাৎকার গ্রহণে: নাবিরে সজিব
গ. নিরাপদ মাছ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ: মাসুদ রানা পলাশ
ঘ. স্বাধীনতার গান: স্বাধীনতা এক গোলাপ ফোটানো দিন শিল্পী: রুনা লায়লা আসর পরিচালনায়: আলহাজ্ব ফারুক আহমেদ প্রযোজনা: জান্নাতুল ফেরদৌস

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ এবং করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান: 'বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও আমাদের কৃষির উন্নয়ন: অংশগ্রহণে: সেলিনা হোসেন, আনোয়ার ফারুক সঞ্চালনা: ডক্টর ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়
গ. স্বাধীনতার গান: স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা শিল্পী: জুলি শারমিলি
ঘ. শ্রোতাদের চিঠিপত্রের জবাব: কৃষিবিদ মোর্শেদ রেহানা পারভীন
ঙ. স্পট ড্রামা: ত্রিফলা আসর পরিচালনা: মুন্সী আবু হারুন টিটো প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-০৫ অগ্নিঝরা দিনগুলি: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
খ. মুক্তিযুদ্ধের/স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ. '৭১ এর এইদিনে
ঘ. মুক্তিযুদ্ধ ও তরুণ প্রজন্ম প্রামাণ প্রতিবেদন/মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান নিয়ে প্রতিবেদন
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা/একাত্তরের চিঠি থেকে পাঠ/ 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ থেকে পাঠ গবেষণা, গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

বেলা

১১-৩০ মুক্তির সুর: মুক্তিযুদ্ধের গান নিয়ে গ্রন্থণাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান গবেষণা ও গ্রন্থণা: শফিকুল ইসলাম বাহার উপস্থাপনা: সৈয়দা শাহান আরা চৌধুরী ও শফিকুল ইসলাম বাহার প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

৩-৩০ স্বাধীনতার ঐ লাল সূর্য: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
খ. বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার/ স্মৃতিচারণ: কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সজীব দত্ত
গ. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি: লাল্টু হোসাইন
ঘ. প্রামাণ্য প্রতিবেদন: তরুণ প্রজন্মের ভাবনায় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সঞ্চালনা: মোঃ জসিম উদ্দিন
ঙ. দেশাত্মবোধক গান গবেষণা ও গ্রন্থণা: মোঃ আমিনুল ইসলাম উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিয়া ও মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

রাত ১১৫-২.০০ (ইউরোপ)
রাত ১০.৩০-১১.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)
অনুষ্ঠান আলোর পথে:
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিকতা
খ. গান: তুমি সূর্যের মত উজ্জ্বল
শিল্পী: শাহ্নিসোর
গ. কবিতা: মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা
কণ্ঠক: লে. কর্নেল (অব.)
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: তোমাকে পাওয়ার জন্য
হে স্বাধীনতা- ফরহানা পারভীন হক
ঙ. প্রামাণ্য প্রতিবেদন: অদম্য বাংলাদেশ:
স্বাধীনতার ৫০বছর পেরিয়ে বাংলাদেশ
নিয়ে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা
প্রতিবেদন প্রণয়ন: শফিকুল ইসলাম বাবার
চ. কবিতা আবৃত্তি: স্বাধীনতা এপো
স্বাধীনতা- আব্দুল্লাহ ইসলাম
ছ. গান: স্বাধীনতা তুমি রবি
ঠাকুরের অজর কবিতা
শিল্পী: ঐশিকা নন্দী
গবেষণা ও গ্রন্থনা: তারিক মঞ্জুর
উপস্থাপনা: জি এম তারেক ও
শামীমা সাদমিন মেঘী
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা

Time of Broadcast:
Between 6:30 PM & 7:00 PM
(English 1st Transmission)
Between 11:45 PM & 1:00 AM
(English 2nd Transmission)
The Song of Free Bird:
a. Intro on the Independence Day and National Day
b. Recitation of Poem 'Liberty-You Are' (স্বাধীনতা তুমি)
Recited by: Dailya Ahmed.
c. Talk: 'The Spirit of Liberation War'
By: Valiant Freedom Figiter
Lt. Col.(Rtd) Kazi Sajjad Ali Jahir
(Bir Protik)
d. 'Golden Jubilee of Liberation War in the eyes of young generation' Interviews taken by Ashikujjaman-Sarkar
e. Song: Swadhinota tumi zukto pakhir gaan
(স্বাধীনতা তুমি মুক্তপাখির গান)
Singer: Shammi Akhtar
Compiled by: Alfar Uddin Ahmed Tamkker
Presented by: Shamim Khan and Zahair Hamid Qumishi
Produced by:
Umme Farhana Hossain Shimu

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা
১-০৫ জন্মভূমি: স্বাধীনতার গান
১-৩০ অবিনাশী গান: বিশেষ গীতিনক্সা
রচনা: বুদ্ধদ সরকার
সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা:
স্বাধীন সরদার
বাচ্যবর্ণনা: সেলিনা আক্তার শেলী ও
মোঃ আহসান হাবিব
প্রযোজনা: মোঃ গোলজার হোসেন
২-০০ কথা ও সুর:
একই শিল্পীর গানের গ্রন্থিক অনুষ্ঠান
শিল্পী: আব্দুল জব্বার
(স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র)
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কামরুন্নাহার হোসেন
প্রযোজনা: সালিহা কেরদৌস
২-২৫ সবুজ জমিনে লাল বৃত্ত: বিশেষ নাটক
রচনা: তারিক মঞ্জুর
প্রযোজনা: সৈয়দা ফরিদা কেরদৌসী যাত্রী
২-৪০ অন্তর্জিয়োত বাংলাদেশ:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: ডা আ ম স আরেফিন
সিদ্দিক ও সেলিনা হোসেন
সঞ্চালনা: মাহুদ উর রশিদ
প্রযোজনা: মোঃ এ সৈয়দ আখলাকুল আম্বিয়া

আঞ্চলিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল
৭-৪৫ আমার স্বাধীনতা: স্বাধীনতার মাস মার্চ
উপলক্ষে মাসব্যাপী গ্রন্থিক বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. ১৯৭১ এর এইদিনে
খ. স্বাধীনতার গান/দেশাত্মবোধক গান
গ. মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার/
কবিতা/স্মৃতিচারণমূলক মন্তব্য
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
ঙ. গ্রাসঙ্গিক কথা
গ্রন্থনা: আরেফিন, তানিয়া ও
কামরুন্নাহার
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল মান্নান
১০-০৫ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ:
স্বাধীনতার কবিতা নিয়ে গ্রন্থিক অনুষ্ঠান:
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল মান্নান
সন্ধ্যা
৭-০০ সূর্য ওঠার দিন:
স্বাধীনতার গান নিয়ে গ্রন্থিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শাহিদুর রহমান ও
কামরুন্নাহার
উপস্থাপনা:
আয়াতুল কেরদৌস তমা
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল মান্নান

সকলের প্রিয় সালফিন

ডা: মোঃ সালেহউদ্দিন

শিরোনামে 'আমাদের প্রিয় সালফিন' দেয়া যেতে পারত- কিন্তু সালফিন ছিল সকলের কাছে সমানভাবে প্রিয়। আপন, পর, আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সকলের জন্য ছিল তার পরম মমত্ববোধ ও সহনশীলতা। সকলের জন্য ছিল তার সহযোগীতার অবারিত সাহায্যহাত।

তার পুরো নাম ছিল 'আশরাফুল আলম'। সরকারের তথ্য ক্যাডারভুক্ত সালফিন ছিল- ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর আর আমার বড় মেয়ের জামাতা। জামাতা বললে ভুল হবে- সে ছিল আমাদের আরেকটি ছেলে। শিক্ষক দম্পতির একমাত্র ছেলে সালফিন ছিল বড় তিন বোনের একমাত্র আদরের ছোটভাই।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ তার অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী। ২০১৪ সালের এইদিনে সে আমাদের সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করে।

অতিমেধাবী সালফিন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গোল্ড মেডেলিস্ট' কিন্তু তার কোন অহংবোধ ছিল না। পরোপকারী নিরহংকার এই মানুষটি সবার অজান্তে 'কোয়াণ্টাম' এ নিয়মিত রক্ত দিত। সেই নিয়মিত রক্তদানকারী মানুষটিই ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে দুরারোগ্য ব্লাডক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

আমার জীবনে নিয়মিত অসুখ-বিসুখ হয়েছে। অনেকবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি- কার্ডিয়াক সার্জারিও হয়েছে। তবে সেসব নিয়ে আমার কোন কষ্টবোধ নেই। আল্লাহর রহমত ও মানুষের ভালবাসা-দোয়ার প্রতিবারই সুস্থ হয়ে কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পেরেছি। তবুও জীবনে যে কয়েকটি কষ্টের কথা মনে হলে আমার অন্তর এবং আত্মা এখনও বিচলিত হয়- তার প্রধানটি হল সালফিনকে হারানোর মনোকষ্ট।

মানুষের জীবনে অনেক বিপর্যয়, দুঃখ-কষ্ট আসে এবং একসময় উত্তরণও ঘটে। বিপর্যয় থেকে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। এসময় অনেক মানুষ চেনা যায়- অনেক আত্মীয় অনাত্মীয় হয়ে যায়, আবার অনেক অচেনা মানুষ পরমাত্মীয় হয়ে যায়। আমাদের ভুলোদন, তাই অনেক কিছুই ভুলে যাই পরবর্তীকালে।

সালফিনের প্রথম চিকিৎসা হয় ছয়ার হাসপাতালে অধ্যাপক মনজুর মোরশেদের তত্ত্বাবধানে। মনজুর মোরশেদ আমাকে দেখেই চিনল, আমি নাকি তার এমবিবিএস এর পরীক্ষক ছিলাম। শিক্ষকদের একটা বড় সুবিধা হল ছাত্র-ছাত্রীরা সবসময় তাদের মনে রাখে আর মেন্টর হতে পারলে আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

মনজুর মোরশেদ আমাকে বিভিন্ন সেন্টার সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে ব্যাঙ্গলোরে ডাঃ শারোদ দামোদারের কাছে নিতে বললেন। তিনি এটাও বলেন- চেন্নাই গেলে ৩-৬ মাসের মধ্যে চিকিৎসা শুরু হবে না। চিকিৎসকরা সবসময়েই ভাল উপদেশ দিতে চেষ্টা করেন- তা আমি নিজের বেলাতেও মেনে নিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চেন্নাই নেয়ার সিদ্ধান্ত হল অনেকটা অজ্ঞাত কারণে। তবুও সালফিনের অনুরোধে আমি তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম। বোন মীনা ও ভাগ্নী ডাঃ পলি এবং তার স্বামী ইমরান সালফিনের সাথে গেল। চেন্নাইয়ে তাদের এবং রোগীর অনেক কষ্ট হল কিন্তু দশ দিনেও কোন চিকিৎসা হল না। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিল রোগীকে মুম্বাই নিয়ে যাবে। আবার যাত্রা শুরু হল- আমি বাধা দিলাম। আমার সাথে আমার বেয়াইন-ছোটবোন হেনা ও তার জামাই যোগ দিল। এবার ব্যাঙ্গলোরে সত্যিকারের চিকিৎসা আরম্ভ হল। চিকিৎসার একপর্যায়ে আমার যাওয়ার কথা- বয়স ও শারীরিক অবস্থা চিন্তা করে তয় পাচ্ছিলাম। নুরুল আমিন ভাই সাথে যেতে রাজী হলেন এবং তার সকল কাজ বাদ দিয়ে এই দুর্দিনে আমার সাথী হলেন। সেদিনের সেই বিপদসংকুল যাত্রার কথা চিন্তা করলে এখনও ভয়ে শিহরিত হই। কলকাতায় যাওয়া ও আসার পথে শাহানশাহ মির্জা ভাইয়ের বাসায় ছিলাম। ভাই ও ভাবী আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। শাহানশাহ দম্পতির কাছে আমার ঋণ শোধ করার মত নয়।

পুরো একমাস আমরা ব্যাঙ্গলোর ছিলাম। নুরুল আমিন ভাই না গেলে আমার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব হত না। বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট (বিএমটি) হল। মীনার সাথে মিলে যাওয়ার সে-ই বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টে ভাইয়ের সাথী হল। আমরা গিয়ে দেখি সালফিনের বোন মীনা একাই সব কিছু সামলাচ্ছেন। সে কি কষ্ট! না দেখলে বোঝা যায় না। সালফিন ও তার বোন মীনা দুজনেই শারীরিক ও মানসিক কষ্টে ছিলেন।

আমরা যাওয়াতে তাদের কিছু সাহস হল। এরপর মীনা চলে গেল। আমার চট্টগ্রামের বন্ধু মোশতাক ও সালফিনের ভাগ্নে ফুলফুল এল। তারা শেষপর্যন্ত ছিলেন। বিএমটি সফল হল- সালফিন দেশে ফিরে এল এবং আগের মতই ডাক্তারের বিধিনিষেধ অমান্য করে কাজ শুরু করে দিল।

তার হজব্রত পালন করার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল। আল্লাহতায়ালা তার ইচ্ছা পূরণ করেছেন। হজব্রত পালনের তিন মাসের মাথায় তার মৃত্যু হল। সালফিনের মৃত্যু আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়ে গেল। তার জানাজা ও মানুষের আর্তনাদ দেখে আমরা অনেকেই অনুভব করলাম- আমরা কি লম্বা জীবন পেয়েও মানুষের এই ভালবাসা আর এইরকম জানাজা পাব? স্বল্প জীবনে তার যে অর্জন সেটা আমরা অর্জন করতে পারব কিনা। বেতারে তার সহকর্মীদের ভালবাসার কথা বলতে হয়। আমি তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ আজীবন।

আমার বন্ধু মোশতাক অসুস্থ। তার জন্য দোয়া করি। ফুলফুলও অল্পবয়সে মারা গেল। ও খুব ভাল একটা ছেলে ছিল।

প্রতিবেদন অনেক লম্বা হয়ে গেল। আরও অনেক কথা বলার ছিল। যদি ঘায়াত পাই তাহলে ভবিষ্যতে লিখব। দূরে থেকেও আমার মেয়ে রুশমীরা তার দুলাভাইয়ের জন্য নিত্য বিচলিত থাকত। আমার বড় মেয়ে ও সালফিনের দুই ছেলেমেয়ে আমাদের সাথে থাকে। তাদের মাঝে আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের সালফিনকে খুঁজি। আমার ইচ্ছা তার ছেলে জাওয়াদ, যে এখন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়ছে, তার বাবার চেয়ে বড় হোক। পিতা হিসেবে আমি চাই আমার ছেলে-মেয়েরা সবদিক দিয়ে আমার চেয়ে বড় হোক, শিক্ষক হিসেবে আমি চাই আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আমার চেয়ে অনেক অনেক বড় হোক। তাহলেই দেশ ও পৃথিবী এগিয়ে যাবে।

সেইসময়ে মীনার অবস্থা আমি অনুভব করতে পারি। ভাইয়ের জন্য বোনের অপরিসীম শারীরিক ও মানসিক কষ্ট আমি বুঝতে পারি। আমি মনে করি প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য 'মীনা' এর মত একটা বোন থাকা দরকার এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য 'নুরুল আমিন' ভাইয়ের মত একজন ভাই অথবা বন্ধু থাকা দরকার।

জীবিত অবস্থায় সালফিনের ক্ষীণকণ্ঠের শেষ উচ্চারিত কথাটি আমার কানে বাজে 'আব্দু আসসালামু আলাইকুম'। একান্তে থাকলে এখনও সেটা আমি শুনতে পাই।

লেখক সাবেক অধ্যাপক ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৪-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যে ৬-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৫-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মিঃ	ঢাকা	

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
বাংলা	দুপুর ১২-২৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, রংপুর
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫মিঃ	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মিঃ	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি

বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মিঃ	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মিঃ	কুমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকেল ৫-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যা ৬-৩৫ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-৪৩ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মিঃ	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মিঃ	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার	অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘণ্টা
ঢাকা	ঢাকা - ক - ৬৯৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
		১৪:১৫ - ২৩:৩০	৯:১৫
	ঢাকা - খ - ৮১৯ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
		১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫
		০০:০০ - ০৩:০০	৩:০০
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম - ৬৩০ কিলোহার্জ	০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
	ঢাকা - গ - ১১৭০ কিলোহার্জ	১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ	১৩:৫৭ - ২৩:০০	৯:০৩
	এফএম - ৯৭.৬ মেগাহার্জ	১৯:০০- ২৩:০০	৪:০০
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০
		১৩:০০ - ১৫:০০	২:০০
		১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০
		২৩:০০ - ২৩:৪৫	০০:৪৫
		০০:০০ - ০৩:০০	৩:০০
	এফএম - ১০২.০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ /৯২মেগাহার্জ	———	

ক্রমিক নং	ট্রেনবিরতি	অনুমোদিত প্রস্থান সময়	দৈর্ঘ্য
	রংপুর - ১০৪ কিলোমিটার	০৬:৩০ - ৮:৩০	২:০০
		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
		২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০
	রংপুর - ১০৬ কিলোমিটার	০৬:৩০ - ১২:৫০	৫:৪০
		১৪:৫৫ - ২৩:৩০	৯:৩৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম - ৮৭৩ কিলোমিটার	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:৩০ - ২৩:৩০	১১:০০
	রংপুর - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০- ১০:০০	৩:৩০
		১২:৩০ - ২৩:৩০	১১:০০
	রংপুর - ৯০ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ০০:৩০	১৮:০০
	রংপুর ১০৫.৬ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
রাজশাহী	রাজশাহী - ১০৮৩ কিলোমিটার	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:৩০ - ২৩:১২	১১:১২
	রাজশাহী - ৮৩৬ কিলোমিটার	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:৩০ - ২৩:১২	১১:১২
	রংপুর - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫
	রংপুর - ৯০ মেগাহার্জ	১০:১৫ - ১১:১৫	১:০০ (প্রতি অক্ষরার)
		১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০
	রংপুর - ১০৪ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:৩০ - ২৩:১২	১১:১২
	রংপুর ১০৫.২ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
খুলনা	খুলনা - ৫৫৮ কিলোমিটার	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	রংপুর - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১৩:০০	৬:৩০
		১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫
	রংপুর - ৯০ মেগাহার্জ	১০:১৫ - ১১.৩০	১:১৫ (প্রতি অক্ষরার)
		১৯.৩০-২৩.০০	৩:৩০
	রংপুর - ১০২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১৪.৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫
	রংপুর - ১০০.৮ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫
রংপুর	রংপুর - ১০৫৩ কিলোমিটার	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১০	১১:১০
	রংপুর - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১০	১১:১০
		১৯:০০ - ২৩:১০	৪:১০
	রংপুর - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০
		১০:১৫ - ১১.১৫	১:০০ (প্রতি অক্ষরার)
	রংপুর - ১০৫.৬ মেগাহার্জ	১৪:০০ - ১৫:০০	১:০০
		১৮:২০ - ২৩:১০	৪:৫০
সিলেট	সিলেট - ৯৬৩ কিলোমিটার	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫

জনিক নং	ট্রান্সমিটার	অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘণ্টা
বরিশাল	একএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ – ১০:০০ ১২:০০ – ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	একএম - ৯০ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
	একএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	৭:০০ - ১০.০০ ১৯:০০ - ২৩:০০	৩:০০ ৪:০০
	বরিশাল - ১২৮৭ কিলোহার্জ	০৬:৩০ – ১১:১০ ১৫:০৫ - ১৫:৫৫ ১৫:৫৫ - ২৩:১০	৪:৪০ ৭:১৫
	একএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ – ১১:১০ ১৩:৫০ - ২৩:১০	৪:৪০ ৯:২০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও - ৯৯৯ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১১:১০ ১৫:০০ - ২৩:২০	৪:৪০ ৮:২০
	একএম - ৯২ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১১:১০ ১৪:০০ - ২৩:২০	৪:৪০ ৯:২০
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি - ১১৬১ কিলোহার্জ একএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ	১১:০০ - ১৭:০০ ১১:০০ - ১৭:০০	৫:০০ ৬:০০
কক্সবাজার	কক্সবাজার - ১৩১৪ কিলোহার্জ একএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৮:৩০ – ১৪:০৫ ০৬:৩০ – ১৪:০০ ১৯:০০ - ২৩:০৭	৫:৩৫ ৭:৩০ ৪:০৭
কুমিল্লা	কুমিল্লা - ১৪১৩ কিলোহার্জ	১৫:৫৫ - ২৩:৩০	৮:০০
	একএম - ১০১.২ মেগাহার্জ	২১:০০ – ২১:৩০	০০:৩০
	একএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ	০৬:৩০ – ০৮:০০ ১৪:০০ - ২৩:৩০	১:৩০ ৯:৩০
বান্দরবান	বান্দরবান - ১৪৩১ কিলোহার্জ	১১:৩০ - ১৬:৩০	৫:০০
	একএম - ১০৪ মেগাহার্জ	১১.৩০-১৬.৩০	৫:০০
নওয়াপাড়া	নওয়াপাড়া একএম ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০-১০:০০ ১৪:৩০-২৩:১৫	৩:৩০ ৮:৪৫
গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ একএম ৯২.২ মেগাহার্জ	০৮:০০-১১:০০ ১৪:০০ - ১৬:০০ ১৭:০০ - ২১:০০	 ৩:০০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ একএম ৯২ মেগাহার্জ	০৮:০০-১১:০০ ১৪:০০ - ১৬:০০ ১৭:০০ - ২১:০০	 ৩:০০
	হোম সার্ভিস শর্টওয়েভ -৪৭৫০ কিলোহার্জ	১২:০০- ২৩:০০	১১:০০
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)			
	ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	১৮:৩০ - ১৯:০০ ১৯:১৫ - ১৯:৪৫ ২১:১৫ - ২১:৪৫ ২২:০০ - ২২:৩০ ২২:৩০ - ২৩:৩০ ২৩:৪৫ - ০১:০০ ০১:১৫ - ০২:০০	০০:৩০ ০০:৩০ ০০:৩০ ০০:৩০ ১:০০ ১:১৫ ০০:৪৫

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটারসমূহ

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মেগাহার্জ)	অবস্থিতি (মিটার)
ঢাকা-৮৮.৮	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	০৭৩০-২৩০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
ঢাকা-৯০.০	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম	১৮৩০-০২০০	৫	৯০	৩.৩৩
ঢাকা-৯৭.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৯০০-২৩০০	৫	৯৭.৬	৩.০৭
ঢাকা-১০০	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬০০-১২০০			
	ঢাকা-একুশ ১০০/ ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস	১৩০০-১৫৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৭০০-২৩০০			
	ঢাকা-ক	২৩০০-২৩১৫	৩	১০০	৩.০
	বিশ্ব সংগীত	২৩১৫-০০০০			
	সিগনেচার অভিমেশন	০০০০-০৩০০			
ঢাকা-১০২	সিচুয়ানমাই (চীন) এর অনুষ্ঠান	০৬০০-০০০০	১০	১০২	২.৯৪
ঢাকা-১০৩.২	ফ্রি ট্যাক্সেল	————	৫	১০৩.২	২.৯০
ঢাকা-১০৪	ঢাকা ক	০৬৩০-০৭৩০			
	ঢাকা খ	০৭৩০-০৮৩০			
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম	০৯০০-১৯০০	১০	১০৪	২.৮৮
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
ঢাকা-১০৬	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-১২০০	১০	১০৬	২.৮৩
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	১৪১৫-২৩৩০			
চট্টগ্রাম-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৮০০-১০০০			
		১২০০-১৯৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৯৩০-২০০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২০০০-২১০০			
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২১৩০-২২৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১০			
চট্টগ্রাম-৯০	সিচুয়ানমাই (চীন)এর অনুষ্ঠান	০৬০০-০০০০	৫	৯০	৩.৩৩
চট্টগ্রাম-১০৫.৬	পরীক্ষামূলক		২	১০৫.৬	২.৮৫
খুলনা -৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৮০০-১০০০			
	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১০০০-১২০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ অনুষ্ঠান	১২০০-১৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৩০০-১৯৩০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৯৩০-২০০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২০০০-২১০০			
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২১৩০-২২৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১৫			
খুলনা -৯০	জিমা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি ঘন্টায়)	১০১৫-১১৩০	৫	৯০	৩.৩৩
	বিনোদনমূলক ঢাকার অনুষ্ঠান মিলে	১৯৩০-২৩০০			
সৈয়দপুর-১০০.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান মিলে	০৬৩০-১০০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
		১৪৩০-২৩১৫			

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গলম্বা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
খুলনা -১০২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও চাকরির অনুষ্ঠান মিলে	০৬৩০-১০০০ ১৪৩০-২৩১৫	১	১০২	২.৯৪
সিলেট-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম ও চাকরির অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৪৩০ ১৪৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
সিলেট-৯০	পরীক্ষামূলক		৫	৯০	৩.৩৩
সিলেট-১০৫.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও চাকরির অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও চাকরির অনুষ্ঠান	০৭০০-১০০০ ১৪০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২৩০০	১	১০৫.২	২.৮৫
রাজশাহী-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও চাকরির অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১৪০০-১৪৩০ ১৪৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০ ১০	৮৮.৮ ৮৮.৮	৩.৩৮ ৩.৩৮
রাজশাহী-৯০	বিনা/চাকরির অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) চাকরির অনুষ্ঠান	১০১৫-১১১৫ ১৪৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রাজশাহী-১০৪.০	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১২	৫	১০৪	২.৮৮
রাজশাহী-১০৫.২	পরীক্ষামূলক	————	১	১০৫.২	২.৮৫
রংপুর-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও চাকরির অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৪৩০ ১৪৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
রংপুর-৯০	বিনা/চাকরির অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১০১৫-১১১৫ ১৪৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রংপুর-১০৫.৪	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	১৭১০-১৯০০ ২১০০-২১৪২	১	১০৫.৪	২.৮৫

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেঘাবর্ষ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঠাকুরগাঁও-৯২	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০			
	স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান	০৮০০-১১১০	১০	৯২.০	৩.২৬
	স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান	১৪০০-১৬৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৬৩০-২০০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২০০০-২২৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
কুমিল্লা-১০১.২	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০	২	১০১.২	২.৯৬
কুমিল্লা-১০৩.৬	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০			
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	১৫৩০-১৬৩০	১০	১০৩.৬	২.৯০
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৬৩০-২০০০			
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	২০০০-২২৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩৩০			
বরিশাল-১০৫.২	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৮০০-০১১১০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	১৩৫০-১৬৩০	১০	১০৫.২	২.৮৫
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৬৩০-২০০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	২০০০-২২৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১০			
কক্সবাজার-১০০.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০			
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৮৩০-১৬০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	১৬০০-১৬৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৬৩০-২০০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	২০০০-২২৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
বান্দরবান-১০৪	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১৩০-১৬৩০	৫	১০৪	২.৮৮
রাঙ্গামাটি-১০৩.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১০০-১৭০০	৫	১০৩.২	২.৯০
গোপালগঞ্জ - ৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান	০৮০০-১১০০			
	চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	১৪০০-১৬০০	১০	৯২.০	৩.২৬
	ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	১৭০০-২১০০			
ময়মনসিংহ - ৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান	০৮০০-১১০০			
	চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	১৪০০-১৬০০	১০	৯২.০	৩.২৬
	ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	১৭০০-২১০০			

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন

১০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কক্সবাজার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'International Conference on 4th Industrial Revolution and Beyond (IC4IR) 2021' বিষয়ক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে 'বিজয় দিবস প্যারেড- ২০২১' এ রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সালাম গ্রহণ করেন

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় সংসদ ভবনের সম্মিশ প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিজয়ের মহামায়ক শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন

৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত 'ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০' এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীকে শপথ বাক্য পাঠ করান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকার হাতিরঝিলের এন্ফিথিয়েটার প্রান্তে আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৬ দিনব্যাপী 'বিজয়ের ৫০ বছর-লাল সবুজের মহোৎসব' -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন

২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০২১' এবং 'আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০২১' এর গ্রাজুয়েশন সেরিমনিতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নবম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

১১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গে আয়োজিত "International Conference on 4th Industrial Revolution-2021" -এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১' উদযাপন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে রাজধানীর মিরপুরস্থ বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর পক্ষে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমেদ চৌধুরী শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন

১৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর বিজিবি সদরদপ্তরে 'বিজিবি দিবস-২০২১' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

২০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকার কেরানীগঞ্জে সার্কিল একাডেমিতে 'বঙ্গবন্ধু মেজর ফর ডিপ্লোমেটিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

২০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আয়োজিত নৌবাহিনীর 'পিডসিপম্যান ২০১৯ আলফা' এবং 'ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০২১ ব্রাভো' ব্যাচের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি ফুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট জাজেস স্পোর্টস কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রকাশিত মুজিববর্ষ স্মারকগ্রন্থ 'Bangabandhu and the Judiciary' -এর মোড়ক উন্মোচন করেন

৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যশোরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমিতে বিমান বাহিনীর 'শীতকালীন রাষ্ট্রপতি ফুচকাওয়াজ ২০২১' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন খাদেম আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন

১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে '২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২২' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের স্বীকৃতি প্রদান আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন

৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৮ বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৬০ শয্যাবিশিষ্ট সমন্বিত ক্যান্সার, কিডনি ও হৃদরোগ ইউনিট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন

১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবনির্মিত 'রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর কমপ্লেক্স' এর উদ্বোধন করেন

১৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২২' -এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ঢাকার মিরপুরে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজে অনুষ্ঠিত 'ডিএসসিএসসি কোর্স ২০২১-২০২২' -এর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২২' -এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় আবৃত্তি উৎসব ২০২০-২০২২' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

বেতার সংবাদ

বাংলাদেশ বেতারে মুজিববর্ষ ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে সেশে-বিদেশে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে মুজিববর্ষ। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এই অনন্য সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন। সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সমৃদ্ধ প্রজন্মসহ সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের শিখায় আলোকিত এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার মহতী লক্ষ্যে গত ১৬ই ডিসেম্বর একযোগে সারাদেশে এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা উক্ত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বিপুল উদ্যম উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আলোকদীপ্ত জাতীয় বেতার ভবন চত্বরে এক উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

এর ধারাবাহিকতায় গত ১৮ই ডিসেম্বর আলোকদীপ্ত বাংলাদেশ বেতার চত্বরে মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বাংলাদেশ বেতারের ৮২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এম.পি। এছাড়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহম্মদ কামরুজ্জামান।

বেতার প্রকাশনা দপ্তরের 'সুবর্ণ বিজয়ে বাংলাদেশ' স্মারক প্রকাশ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী এবং 'বেতার বাংলা' প্রকাশের ৫০ বছর পূর্তিকে উপলক্ষ্য করে বেতার প্রকাশনা দপ্তর কর্তৃক 'সুবর্ণ বিজয়ে বাংলাদেশ' নামে বিশেষ স্মারক প্রকাশ করা হয়েছে। এই স্মারকে রয়েছে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে বেতার বাংলার 'সুবর্ণ বিজয় বিশেষ সংখ্যা', একটি ডেস্ক ক্যালেন্ডার ও নোটবুক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রখ্যাত লেখকদের নানা আঙ্গিকের লেখার পাশাপাশি 'সুবর্ণ বিজয় বিশেষ সংখ্যা' তে প্রকাশিত হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ, কবিতা ও গল্প। ডেস্ক ক্যালেন্ডারটি সাজানো হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ের 'বেতার বাংলা'র প্রচ্ছদ ও সম্পাদকীয়র আলোকে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' এর মাসভিত্তিক উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে নোটবুকটি। বিশেষ এই স্মারকের মোড়কেও উপজীব্য করা হয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। গত ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তরে এই 'সুবর্ণ বিজয়ে বাংলাদেশ' স্মারকের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহম্মদ কামরুজ্জামান। এসময়ে বাংলাদেশ বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রে মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ মহান বিজয় দিবস বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে দপ্তর চত্বরের শহিদ মিনারে শহিদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হয়। বিকালে রাজশাহীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়ামে কেন্দ্রের তিন শাখার সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ হাসান আখতার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিচালনার শপথ পাঠ করেন। এছাড়াও সদস্যরা কেন্দ্রের ৪ নম্বর স্টুডিওতে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিনি কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন। এরপর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে আঞ্চলিক পরিচালক বলেন, অজস্র ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই বিজয়। আমাদের প্রত্যেককে যার যার অবস্থান থেকে কাজের মাধ্যমে দেশকে ভালবেসে বিজয়ের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার-এর উদ্যোগে বেতার সংলাপ আয়োজন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'নারীশিক্ষা' বিষয়ে সামাজিক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি

করতে বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় গত ১১ই ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে স্থানীয় এক হোটেলে বেতার সংলাপ এর আয়োজন করা হয়। বেতার সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং কক্সবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল এম.পি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ। এছাড়া প্যানেলিস্ট হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন আহম্মদ কামরুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার; মোঃ আনছার আলী, যুগ্মসচিব ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; আবু সুফিয়ান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার; মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কক্সবাজার এবং মোঃ নুরুল আবসার, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, টেকনাফ, কক্সবাজার। এ অনুষ্ঠানে ইউনিসেফ কক্সবাজার ফিল্ড অফিসের টিমলিড ও পি কম ডি স্পেশালিস্ট জর্জিনা মাত্তেজা এবং ইউনিসেফের এডুকেশন ম্যানেজার চার্লস আলভিনো উপস্থিত ছিলেন।

সংলাপে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষার্থী-অভিভাবক, স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিক ও সাধারণ উপকারভোগীরা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং প্যানেলিস্টবৃন্দ প্রশ্নগুলোর উত্তর ও প্রতিউত্তর প্রদান করেন। মাননীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল এম.পি তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমাদের মেয়েদের অদম্য হতে হবে এবং দুর্গমকে জয় করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে'। এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। সভাপতির বক্তব্যে সচিব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ নারীশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে'। তিনি আরো বলেন, 'নারী শিক্ষার্থীরা যেন ঝরে না পড়ে সেজন্য সরকারের উপবৃত্তি এবং বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২১-২২ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে গত ২৮শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আগারগাঁওস্থ জাতীয় বেতার ভবনের অডিটোরিয়ামে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২১-২২ বিষয়ক' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহম্মদ কামরুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) সালাহউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) এ এস এম জাহীদ ও প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আক্তার হোসেন মজুমদার। কোর্স পরিচালকের দায়িত্বপালন ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

গত ১৬ই নভেম্বর ২০২১ তারিখে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণ পরিবর্তন: কোভিড-১৯ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট মতবিনিময় সভা ও ৫৪তম বিজ্ঞাপ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

উদযাপন করা হয়। এইদিন সকালে কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীর অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান শুরু হয়। র‍্যালিটি প্রচার ভবন থেকে শুরু হয়ে বালুবন্ধু চত্বর প্রদক্ষিণ শেষে প্রচার ভবনে শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। বাংলাদেশ বেতারের উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান প্রধান অতিথি হিসাবে র‍্যালির শুভ উদ্বোধন এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মনজুর আহমেদ, অফিস ইন চার্জ, ইঞ্জিনিয়ারিং, রংপুর ও রাজশাহী মতবিনিময় সভায় বেতার শ্রোতাক্লাবের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এরপর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বেতার কর্মকর্তা, সুধীজনদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, শ্রোতাদের আড্ডা ও কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন শেষ হয়।

৬ষ্ঠ ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের উপআঞ্চলিক পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

৬ষ্ঠ ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২০ লাভ করেছেন বাংলাদেশ বেতারের উপআঞ্চলিক পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে 'স্বপ্ন-জয়ের পথে' শিরোনামের জনসচেতনতামূলক প্রামাণ্য প্রতিবেদন নির্মাণ ও সংযোজনার জন্য বেতার ক্যাটাগরিতে তিনি এবার ২য় পুরস্কার লাভ করেন। এ নিয়ে চার বারের মত তিনি ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন। অভিবাসন সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় এবার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মোট ১৭ জন সাংবাদিককে দেয়া হয় ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২০। অভিবাসন খাতে সাংবাদিকতাকে স্বীকৃতি দিতে ২০১৫ সাল থেকে ব্র্যাক এ পুরস্কারটি প্রবর্তন করে। এ বছর মন্ত্রণালয়ের মত এই পুরস্কার দেয়া হল। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট, স্বীকৃতির সনদ ও পুরস্কারের অর্থমূল্যের চেক তুলে দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি।

বাংলাদেশ বেতারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২১ অনুষ্ঠিত

গত ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি ও বিসিএস (তথ্য-প্রকৌশল) বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার প্রাঙ্গণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী মোট ১১টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। আনন্দঘন পরিবেশে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমদ কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) সালাহউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) এ এস এম জাহীদ ও প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আক্তার হোসেন মজুমদার। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতারের তিন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ফলে এবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কুইজ বিজয়ী শ্রোতাদের পুরস্কার বিতরণ

গত ২৩শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জাতীয় বেতার ভবন অডিটোরিয়ামে বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'আনন্দ আনন্দ' এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'হৃদয়ের বাতিঘর' এর কুইজ বিজয়ী শ্রোতাদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমদ কামরুজ্জামান। উৎসবমুখর এই অনুষ্ঠানে মোট ২১৮ জন কুইজ বিজয়ী শ্রোতাকে পুরস্কৃত করা হয়। বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পরিচালক মোঃ আবদুল হক-এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ শিল্পী, কলাকুশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বেতার সালাম

১৮ই ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ বেতার চত্বরে মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বাংলাদেশ বেতারের ৮২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

১৮ই ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ বেতার চত্বরে মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বাংলাদেশ বেতারের ৮২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বহির্বিশ্ব কার্যালয়ে বিশ্ব বেতার দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমদ কামরুজ্জামানের বিশেষ কবিতা রেকর্ডিং

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা'র সাথে শপথবাক্য পাঠে অংশগ্রহণ করেন।

'বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা' অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান এর সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়ামে মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা'র সাথে শপথবাক্য পাঠে অংশগ্রহণ করেন।

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বেতার শ্রোতা ও পাঠকের পাতা

ধন্য আমি

ধন্য আমি
মাতৃভূমি
আমার প্রিয় দেশ

ধন্য আমি
ওগো আমার
সোনার বাংলাদেশ।

ধন্য আমি
জন্ম নিয়ে
মাগো তোমার বুকে

ধন্য আমি
তোমার কোলে
আছি মহাসুখে।

ধন্য আমি
নেই তুলনা
মাগো তোমার চেয়ে

ধন্য আমি
তোমার মত
জন্মভূমি পেয়ে।

রাজু মিয়া
পঞ্চপুকুর, নীলফামারী

একুশ এল

একুশ এল জাতির মনে
একুশ শিশুর কথায়
একুশ এল কবির ভাষায়
একুশ বাংলা খাতায়।
একুশ এল গল্প কথায়
একুশ মাতৃভাষায়
একুশ এল মায়ের কাছে
একুশ ভালবাসায়।

জিলান মাহমুদ
জীবরণী, শেরপুর

মায়ের ভাষা

ফাগুন এলেই মনে পড়ে
ভাই হারানোর স্মৃতি
জীবন দিয়ে দেখাল যারা
মায়ের ভাষার প্রীতি।

ভাষার দাবি শ্লোগান ছিল
আমার ভাইয়ের মুখে
রাজপথে হায়েনার দল
চালায় গুলি বুকে।

দাবী কভু ছাড়েনি তাঁরা
জীবন করেছে দান
রক্ত দিয়ে রেখে গেছে
মায়ের ভাষার মান।

মায়ের ভাষা মধুর ভাষা
জীবন দিয়ে কেনা
মোদের প্রিয় বর্ণমালা
জন্ম থেকেই চেনা।

নূর-ই-মাহমুদা (পরী)
মাদারগঞ্জ, জামালপুর

প্রিয় নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রত্যেহ চিন্তা চেতনায়
বয়ে আনে স্বপ্ন আশা
নতুন জাগরণ যে নাম
সে নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম"
এখানে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হয়
আপনার সেই কণ্ঠস্বর
ভোরের কোমল রোদ গায়ে মেখে
সবুজ আল ধরে
বিরুই কালিজিরা ধানের সুগন্ধে বিভোর হয়ে
যখন সম্মুখে হেঁটে যাই
কানে বাজে আপনার সেই কণ্ঠস্বর
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম..."
সূতি, বর্ণী, নরসুন্দা, ফুলেরশ্বরীর পাড় ধরে
শিম কুমড়োর বন পেরিয়ে আরো দূরে
মেঠোপথ ধরে সম্মুখে এগিয়ে
নিম জারুলের সবুজ ছায়া মাড়িয়ে
যেতে যেতে শুনতে পাই এখনও
আপনার সেই কণ্ঠস্বর,
এদেশের মাটি-মানুষকে
আপনি গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন।
প্রতি গ্রাম-গঞ্জ শহরে এখনও
আপনার দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়।

সবুজ শ্যামলিমা বাংলার পথে প্রান্তরে ক্ষেত-খামারে
বসতবাড়ির আঙিনায়, দুঃখী মানুষের হৃদয়ে আপনি,
প্রতিটি হৃদয়ে হৃদয়ে আপনি রয়েছেন।

আমাদের চিন্তা-চেতনায় আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
আমাদেরকে জাগ্রত করে আপনার কণ্ঠস্বর অবিরাম।
কর্মে-কাজে মুহূর্তে মুহূর্তে দীপ্ত করে আপনার প্রিয় মুখ, প্রিয় নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দেলওয়ার বিন রশিদ

ফাগুনের গান

রক্ত রঙে ছেয়ে গেছে
কৃষ্ণচূড়ার গাছ,
শীতের শেষে প্রকৃতিতে
বসন্তেরই সাজ।

উদ্যানেতে বসছে মেলা
বইয়ের পসরা নিয়ে,
পাঠককুলের মন ভরেছে
মেলায় ঘুরতে গিয়ে।

টিএসসিতে প্রেমিক জুটি
পোশাকেতে মিল,
শাড়ির সাথে পাঞ্জাবিটা
হলুদ কিংবা নীল।

বসন্তেরই প্রেমের হাওয়ায়
উদাস মনপ্রাণ,
দিন কেটে যায় গুনগুনিয়ে
ফাগুনেরই গান।

এম সবুজ মাহমুদ
দক্ষিণখান, ঢাকা

আবার এলো ফেব্রুয়ারি

আবার এলো ফেব্রুয়ারি
ভাই হারানোর দিন;
মায়ের বুকে রয়ে গেল
লাল রক্তের ঋণ।

পলাশ রাঙা শিমুল রাঙা
রাঙা ভাইয়ের বুক;
তারই শোকে হারিয়ে গেছে
বাংলা মায়ের সুখ।

ভাই হারিয়ে ভাষা পেলাম
পেলাম বর্ণমালা;
যতন করে সাজাই এখন
শ্রদ্ধা ফুলের ডালা।

প্রজীৎ ঘোষ
জীপুর, মাগুরা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ এখন থেকে পূর্বের অন্যান্য মাধ্যমের পাশাপাশি ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন 'নগদ' এর মাধ্যমেও গ্রাহকচাঁদা পরিশোধ করতে পারবেন। এজন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

ক) 'নগদ' অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে:

খ) মোবাইল ফোনে ডায়ালের মাধ্যমে:

বেতার বাংলা'র গ্রাহকচাঁদা পরিশোধে
'নগদ' একাউন্ট নম্বর: ০১৮৪৮২৫৯৪০৪

ডাকমাশুল ও অনলাইন চার্জসহ বার্ষিক
৬টি সংখ্যার গ্রাহকচাঁদা: ১৮২/- টাকা মাত্র

পুরাতন গ্রাহকেরা রেফারেন্সে গ্রাহক নম্বর ব্যবহার করবেন। টাকা পরিশোধের পর বেতার প্রকাশনা দপ্তরের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/betarbangla.bb (বেতার প্রকাশনা দপ্তর) এ আপনার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যে নম্বর থেকে টাকা পরিশোধ করেছেন তার শেষ চার ডিজিট এবং ট্রানজেকশন আইডি মেসেজ করে নিশ্চিত করুন।

বেতারবাংলা

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার

১৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের রজতজয়ন্তী এবং ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০' প্রদান সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হিসাবে পুনরায় নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় আহমদ কামরুজ্জামান-কে বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ' পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা এসময় উপস্থিত ছিলেন

২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে সেদেশের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহর সাথে সাক্ষাৎ করেন

৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদের তিন বছরপূর্তি ও চতুর্থ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন